বঙ্গানুবাদ

মেফ্‌তাহুল জান্নাত

মছায়েলে ইস্‌লাম, আদর্শ মানব,
ইস্‌লাম ধর্ম্ম, মিলাদে মনির,
সংসারে পয়সা সার, গজলে
এস্কেনবী ইত্যাদি
গ্রন্থ প্রণেতা —

আফ্‌তাবুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক
অনুবাদিত

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কমরুদ্দীন আহ্‌মদ

মনিরিয়া লাইব্রেরী—

১৯ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৩৫ সাল।

কলিকাতা—১৫৫ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট

সোলেমানী প্রেসে

মোহাম্মদ সোলেমান দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

যাঁহার ধার্ম্মিকতার মধুর-বাণী সমস্ত বঙ্গে প্রতিধ্বনিত,
যাঁহার পর-হিতৈষণা লোকমুখে সদা প্রসংশিত,
যাঁহার হৃদয় আর্ত্তের জন্য ব্যথিত,
যাঁহার অন্তঃকরণ খোদা-প্রেমে নিমজ্জিত ছিল,
সেই স্বনামধন্য স্বজাতি-বৎসল,
স্নেহের আধার আমার পরম ভক্তি-ভাজন,
ও প্রাণ-সম পরলোকগত পিতামহ
জনাব কাজী সদরুদ্দীন আহ্‌মদ ও
তাঁহার পূণ্য-ময়ী সহ-ধর্ম্মিণীর
পবিত্র আত্মার মঙ্গলোদ্দেশ্যে
এই ধর্ম্মপথের সহকারী
পবিত্র গ্রন্থখানি
উৎসর্গীকৃত হইল

কলিকাতা
১৩৩৪ সাল, মাহে চৈত্র।

ভদীয় দোওয়া প্রার্থী মধ্যম পৌত্র
তাফ্‌তাজুদ্দীন আহ্‌মদ

ভূমিকা

একমাত্র ধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাসের বলেই যে মোসলমান জাতি এক সময়ে জগতের মধ্যে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু ধর্ম্ম জিনিষটা যে কি, কি উপায়েই বা তাহা লাভ করা যায়, আবার কিরূপেইবা তাহার এবাদৎ-বন্দেগী (সাধন-ভজন) করিয়া ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করা যায়, তৎবিষয়ে আলোচনা করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে বহু শিক্ষা ও গবেষণার দরকার। কিন্তু কয়জন লোকই বা এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়া থাকেন, আর কয়জন লোকই বা সত্য ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব-শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক ? বর্ত্তমানে মোসলমান জাতির ঘোর অধঃপতনের কারণ যে একমাত্র ধর্ম্মহীনতা, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন, জগতের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা হজরত রসুলে করিম (দঃ) অতি সামান্য দরিদ্রবেশে জীবন কাটাইয়া, জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়াছিলেন, আর আজ তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে লক্ষ লক্ষ আলেম, হাজী, গাজী, সুফি ইত্যাদি থাকা স্বত্বেও, ধর্ম্ম বিষয়ে তাদৃশ অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। ইহার একমাত্র কারণ কি ধর্ম্ম বিষয়ে শৈথিল্য ও অমনোযোগিতা নহে ? ইহা অপেক্ষা ঘোর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সঙ্গে আর একটী কথা বলিয়া রাখি যে, অধুনা ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার মত উপযুক্ত লোক ও পুস্তক এ উভয়েরই কতকটা অভাব। যে সমস্ত আলেম আছেন, তাঁহারা প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু আরবী, পার্সী ভাষায় সঞ্চিত রত্ন-ভাণ্ডার হইতে অপূর্ব্ব ধর্ম্মের ব্যবস্থাবলী ও উপদেশ মালা

সকলকে বুঝাইতে পারেন না। আবার বর্ত্তমানে যে সমস্ত পুস্তকাদি প্রচলিত আছে তাহাতে বিষয়াদি সামান্য ভাবে আলোচনা করিয়া, এক পুস্তক অপর পুস্তকের উপর ভার দিয়া লেখক হাঁফ্ ছাড়িয়াছেন। তাই ভারত-বিখ্যাত স্বনামধন্য আলেম-কুল শিরোমণি জনাব মৌলানা কারামত আলী জওনপুরী মরহুম সাহেব "মেফ্তাহল জান্নাত" নাম দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানশিক্ষা করিবার একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও আবার এদেশের জন-সাধারণের দুর্ব্বোধ্য উর্দ্দু ভাষায় লিখিত; তৎজন্য বঙ্গ দেশের ন্যায় উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞ-বহুল স্থানে সাধারণের ধর্ম্ম-শিক্ষা করিবার পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে। তবে পুস্তক খানি যে অমূল্য রত্ন বিশেষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই বহু সময় ও অর্থ ব্যয় এবং কঠোর পরিশ্রম করিয়া মেফ্তাহল জান্নাতের অবিকল বঙ্গানুবাদ করিয়া লোক সমাজে প্রচার করা হইল। ইহার মূল অর্থ ঠিক রাখিয়া যথাসম্ভব সকল শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে; অতিরিক্তের মধ্যে সাধারণের উপকারার্থে কেবল খোতবাঃ সহ নেকার বিষয়টী সংযোজিত করা হইল। আশা করি এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের আদরের জিনিস হইবে। ইতি—

কলিকাতা ১৩৩৪ সাল, মাহে চৈত্র।	বিনীত— গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

আল্লাহ্ যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল ও স্নেহময়। যে সমস্ত মোসলমান বান্দাগণ তাঁহার শাস্তিকে ভয় করে, আদেশ প্রতিপালন করে, উহা সত্য বলিয়া জানে তাহাদিগকে তিনি বেহেস্তে স্থান এবং তথায় এমন অনেক প্রকার নিয়ামত (বহু-মূল্য দ্রব্য) দান করিবেন। সে সমস্ত বর্ণনা করা অসাধ্য। যাহারা খোদাতায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন, তাহাদের প্রতি তিনিও সন্তুষ্ট থাকিবেন। তাহারা বেহেস্তে যাহা চাহিবেন তাহাই পাইবেন। আমি মোসলমান ভ্রাতাগণের সন্তুষ্টির জন্য এই স্থানে বেহেস্তের বিষয় কিছু বর্ণনা করিতেছি— মোসলমানদিগের জন্য বেহেস্তে উৎকৃষ্ট বাগান, স্রোতস্বতী নদী এবং ঐ নদীর পানী নানাপ্রকার সুগন্ধ-যুক্ত। বাগানের বৃক্ষের নিম্নদেশ ও অট্টালিকার নিম্নদেশ হইতে পানীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই বাগানের ফল অত্যন্ত সুস্বাদু, নানাপ্রকার রং আস্বাদ ও সুগন্ধিতে সুবাসিত আছে। বেহেস্তবাসিগণের বিশ্রামের জন্য বেহেস্তে মণি মুক্তা খচিত অনেক প্রকার আসন আছে। পরিধেয় বস্ত্র সবুজ বর্ণ রেশমের তৈয়ারী। এই জন্য সমস্ত বেহেস্তবাসী (পুরুষ ও স্ত্রীলোক) নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া চির যৌবন ও সৌন্দর্য্য লাভ করিবে! এমন কি পুরুষ ৩৩ বৎসর বয়স এবং স্ত্রীলোক ১৬ বৎসর বয়সের অবয়ব প্রাপ্ত হইবে। তাহারা দুনিয়াতে বৃদ্ধ, যুবা, কাল কিংবা কুৎসিত হউক না কেন তবুও উল্লিখিত অবস্থায় বেহেস্তে স্থান পাইবে। একে খুবছুরত (সুশ্রী) তাহাতে স্বর্ণ, রৌপ্যের অলঙ্কার ও সবুজ পোষাক বড়ই সুন্দর দেখাইবে। স্ত্রী আপন স্বামীর সহিত,

স্বামী আপন স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিবে। অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু হইলে বেহেস্তে গিয়া, বেহেস্তী অবিবাহিতা পুরুষের সহিত উহার বিবাহ হইবে। এইরূপ যাহার স্ত্রী নাই সে স্ত্রী পাইবে এবং যাহার স্বামী নাই সে স্বামী পাইবে। পুরুষগণ আপন আপন স্ত্রী ব্যতিত আরও এমন আয়ত-লোচন মনোরমা প্রনয়িণী প্রাপ্ত হইবে— যাহাদিগকে কখনও কোন জ্বেন কিংবা কোন লোক স্পর্শ করে নাই। তাহাদিগকে লাল মতির ন্যায় আদর ও সম্মানের সহিত বেহেস্তে খিমার (তাঁবুর) ভিতর রাখিয়াছেন। বেহেস্তবাসিগণ শুইয়া বসিয়া কিংবা দাঁড়াইয়া যে কোন অবস্থায় হউক না কেন বেহেস্তের মেওয়া (ফল) খাইবে ও ইচ্ছা করিলে মেওয়া বৃক্ষ মস্তক অবনত করিয়া দিবে এবং তাঁহারা ইচ্ছানুযায়ী আছুদার (তৃপ্তির) সহিত খাইবে। বেহেস্তিগণের জন্য নাবালক ও নাবালিকাগণ সোনার বালি কাণে পরিয়া সদা সর্ব্বদা তাহাদের খেদমতের জন্য উপস্থিত থাকিবে। উহাদিগকে দেখিতে মতির ন্যায় সুশ্রী। যদি তুমি ঐ বালক বালিকাদিগকে দেখ, তবে বলিবে ইহা বোধ হয় এখনই ঝিনুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে। কোন ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। এইরূপ বালক বালিকাগণ সুরাই, গ্লাস ও পিয়ালায় পবিত্র শরাব (সরাবুন্ তহুরা) * মিষ্ট পানী ভরিয়া ও মেওয়া হাতে লইয়া নিজ নিজ মালিকের নিকট আসিবে। বেহেস্তবাসিগণ ইচ্ছানুযায়ী উহা গ্রহণ করিবে। খেদমতগারগণ মোরগের নরম মাংসের কাবাব হউক বা সুরুয়াদার হউক উহাদের ইচ্ছানুযায়ী উপস্থিত করিবে। বেহেস্তের সুগন্ধি † পানী যাহা দুগ্ধ হইতে সাদা এবং মধু হইতে মিষ্ট, বড় কিংবা ছোট চাঁদির পিয়ালায় যাহার যেরূপ পিপাসা তদানুযায়ী পানী হাজির করিবে। উহা হইতে বেশীও হইবে না কমও

* এই পবিত্র স্বর্গীয় শরাব পান করিলে মাথা বেদনা এবং জ্ঞান শূণ্য হইবে না।

† কেহ বলে কর্পূরের ঘ্রাণ, কেহ বলে শুষ্ক আদার ঘ্রাণ ও কেহ বলে মেস্কের ঘ্রাণ যুক্ত পানী।

হইবে না, ঠিক পিপাসানুযায়ী হইবে। দ্বিতীয় বার চাহিবার আবশ্যক হইবে না, কিন্তু অতিরিক্তও হইবে না যে, উহা ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐ চাঁদির পিয়ালা এত পরিষ্কার হইবে যে কাঁচের বাসনের ন্যায় স্বচ্ছ, তাহার দিকে তাকাইলে বাহির হইতে ভিতর দেখা যাইবে। বেহেস্তবাসিগণ এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে বেহেস্তে বালিশ ঠেস দিয়া আরামের সহিত বসিয়া থাকিবে। বেহেস্তে না শীত, না গ্রীষ্ম, স্ফূর্ত্তিজনক বাতাস প্রবাহিত হইবে, অর্থাৎ উহাতে গরম বা হিম বোধ হইবে না। খোদাওন্দ করিমের সহিত বেহেস্তিগণের দিদার (দর্শন) হইবে। এই দিদার সমস্ত নিয়ামত হইতে উত্তম। খোদা চাহেত উহা দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

যাহারা আল্লাতায়ালার আদেশ প্রতিপালন করে না, হুকুম অমান্য করে, কলেমা শাহাদৎ পড়ে না, নামাজ আদায় করে না, জাকাত দেয় না, যাহাদের প্রতি হজ্জ করা ফরজ তাহারা হজ্জ করে না এবং রমজানের রোজা রাখে না, সতত পাপ-কার্য্যে লিপ্ত থাকে ; এই সমস্ত কাফেরগণকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন। দোজখ এমন কঠিন স্থান যে, অঙ্গের চামড়া গলাইয়া ফেলিবে কিন্তু প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবে না। দোজখের শাস্তির বিষয় বর্ণনাতীত। শাস্তির উপর শাস্তি প্রহারের উপর প্রহার পাইতে থাকিবে। যাহাতে লোক গাফেল হইতে সতর্ক হয়, তজ্জন্য দোজখের আজাবের বিষয় সামান্য কিছু বর্ণনা করিতেছি। দোজখিদের শাস্তির জন্য আল্লাহ্ তায়ালা অনেক ফেরেস্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম মালেক। তিনি আঠার জন ফেরেস্তার উপরে সরদার। তাহার আকার এত বৃহৎ যে এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধ পর্য্যন্ত পৌছিতে এক বৎসরের প্রয়োজন। সর্ব্বদা তাহার মুখ হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ইচ্ছা করিলে ১৮ জনের যে কোন একজন এক হাতের দ্বারা ৭০ হাজার কাফেরকে দোজখের মধ্যে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে

নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু উহাদিগকে দোজখের কেহ দেখিতে পাইবে না। দোজখিদের শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। দোজখের প্রহরী ফেরেস্তাদের স্বর যেমন কর্কশ তাহাদের কার্য্যও তেমনি কঠোর এবং তাহাদের প্রহার হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় থাকিবে না। তাহারা ঘুষ লইবে না। এমন কি কোন প্রকারেই আল্লাহ তায়ালার আদেশের বিপরীত কোন কার্য্য করিবে না। সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া চলিবে। তাহারা কাফেরদিগকে ৭০ গজ লম্বা শিকল দ্বারা হাত পিঠ মোড়া করিয়া বন্ধন করতঃ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। কেহ কোন প্রকার সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে আজাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। ফেরেস্তাগণ যাহাকে যে অবস্থায় পাইবে তাহাকে সেই অবস্থায় বন্ধন করিয়া জ্বালাইবে ও প্রহার করিবে। প্রহারে শরীরের ক্ষত স্থান হইতে রক্ত ও পুঁয নির্গত হইতে থাকিবে। এই পুঁয এবং নাড়া-সেজের গাছ আহার করিয়া জঠোর জ্বালা নিবৃত্তি করিবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য পাইবে না। দোজখিদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা স্বাভাবিক হইতে অধিকতর হইবে। পিপাসায় এমন গরম পানী পাইবে যে, উহা মুখে দেওয়ামাত্রই মুখের মাংস খসিয়া পড়িবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে এমন পিপাসা দিবেন যে, পানী এরূপ ফুটন্ত থাকা স্বত্তেও প্রচুর পরিমাণে পান করিবে কিন্তু পিপাসা নিবৃত্তি হইবে না। যেমন বালিতে পানী পড়িলে তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়, তেমনি এত বেশী পানী পান করা স্বত্বেও তাহাদের পিপাসা কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইবে না। ইহাপেক্ষা আরও অনেক কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তথায় ক্ষুধায় নাড়া সেজের গাছ পিপাসায় গরম পানী ও পুঁয এবং ছায়া চাহিলে অগ্নি বাষ্পের পাহাড় ও ধূম যুক্ত গরম বাতাস প্রাপ্ত হইবে। সেই হাওয়া এমনই গরম যে, মাথার যে স্থান স্পর্শ করিবে, সেই স্থান পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাইবে। যদি উহা (অগ্নি) হইতে

বাঁচিতে চাও তবে, এমন উত্তপ্ত পানীতে নিক্ষেপ করিবে যে, সমস্ত শরীর গলাইয়া ফেলিবে। এই কঠিন শাস্তির বিষয় বর্ণনা করা যায় না। দোজখিগণ এইরূপ আজাবের উপর আজাব, কষ্টের উপর কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবে। সমস্ত লোকেরই জানা একান্ত কর্ত্তব্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা মোসলমানের জন্য বেহেস্ত এবং কাফেরগণের জন্য দোজখ সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলেরই সেই খোদাওন্দ করিমের প্রতি ইমান আনা কর্ত্তব্য।

এই দীন হীন লেখক (মূল উর্দ্দু গ্রন্থকার) সর্ব্ব প্রথমে খোদাতায়ালার প্রশংসা করিয়া হজরত রছুলে করিম (সঃ)-এর উপর সালাম দিতেছে। (যিনি তাঁহার উম্মতগণের গোনাহ্ মাফের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সুপারিস করিবেন)। খোদাতায়ালা যাঁহার নূর পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম পয়দা করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে পাঠাইয়াছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত যাঁহার ধর্ম্ম পৃথিবীতে বলবৎ থাকিবে, সেই হজরত রসুলে করিম (সঃ) এই পৃথিবীস্থ উম্মতদিগের উপর অত্যন্ত মেহেরবান। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চারি আছহাব প্রথম, হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) দ্বিতীয়, খেত্তাবের পুত্র হজরত উমর ফারুখ (রাঃ) তৃতীয়, হজরত ওছমান জেন্নুরায়েন (রাঃ) চতুর্থ, হজরত আলী করমুল্লাহ্, (যাঁহারা সর্ব্বদা দীন মোহাম্মদীকে মদত করিতেন এবং জান মাল উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন) হজরতের দৌহিত্র এমাম হাসান (রাঃ) এমাম হোসেন (রাঃ) ও তাঁহাদের মাতা যিনি হজরত রসুলে করিম (সঃ)-এর প্রাণসম কন্যা হজরত ফাতেমা জহুরা (রাঃ), হজরতের দুই পিতৃব্য (চাচা) হজরত হামজা (রাঃ) ও হজরত আব্বাছ (রাঃ) এবং হজরত রসুলে করিম (সঃ)-এর যাবতীয় সাহাবাগণের উপর হাজার হাজার দরুদ ও ছালাম পৌঁছে।

এই কেতাবের মূল গ্রন্থকার জোনাব মৌলানা কেরামত আলি

মরহুম মগফুর ছাহেব ইহাতে আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে—“আমি নিজ গোনার জন্য লজ্জিত, তজ্জন্য খোদাতায়ালার দয়ার ও হজরত পয়গম্বর (সঃ)-এর সুপারিসের আশা রাখি এবং প্রার্থনা করি খোদাওন্দ করিম আমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করুন, তৌবা কবুল করুন, যেন পুনঃ গোনাতে লিপ্ত না হই এবং পিতা, মাতা ও ওস্তাদগণ যাহারা আমাকে দীনি (ইস্লামী) বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, উহারা সকলেই বেহেস্তবাসী হউন। আমার পীর যিনি নায়েবে রসুল রব্বল আলামিনের দীন ইস্লামের উজ্জল প্রদীপ, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকেও জান্নাতে স্থান দান করুন। আমার পীর হজরত সৈয়দ আহাম্মদ মরহুম সাহেবের চেহারা এমনই উজ্জল যে প্রাতঃকালিন সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ কুফরী অন্ধকারও দূর হইত। বসন্তকালে বৃক্ষের পাতা যেমন ঝাড়িয়া পড়ে, তাঁহার চেহারা দেখিলে গোনাহও সেইরূপ দূর হইত। সাবানে যেমন দেহের ময়লা পরিষ্কৃত হয়, তাঁহার দৃষ্টি কাহারও উপর পতিত হইলে, তাহার হৃদয়ের ময়লাও তদ্রূপ পরিষ্কার হইত। তিনি মুরিদগণকে শিক্ষা দিবার জন্য শিল্পির মত নিপুণ এবং এবাদতকারিগণের দেলের জং পরিষ্কার করিবার জন্য রেতী স্বরূপ ছিলেন। হজরত পীর ছাহেবের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী মরতবা ছিল। প্রকৃত পক্ষে বলিতেছি—আমার পক্ষে এইরূপ আরেফে রব্বানির দরজা মরতবা চিনিবার জ্ঞান এবং তাঁহার তারিফ (প্রশংসা) করিবার ক্ষমতা কোথায়? খোদাওন্দ করিম তাঁহার যাবতীয় মুরিদ ও সমস্ত মুসলমান স্ত্রী পুরুষগণের প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া সমস্ত গোনাহ্ মাফ করুন। হে সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা। তুমি কবুল করি?।”

খাকছার ফকির (মূল গ্রন্থ কর্ত্তা) বলিতেছেন—“আমি জোমার নামাজ অন্তে আমার ক্ষমতানুসারে কোরাণ শরিফ ও হাদিস

শরিফের মানে বর্ণনা করিতেছিলাম, তজ্জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা আপন কালাম ও হাদিস শরিফের বরকতে অনেক মুসলমান দীন ইস্‌লামে দৃঢ় হইল। নামাজ ও আজানে প্রবৃত্ত হইয়া স্ত্রী পুরুষ সকলেই নামাজে মনোনিবেশ করিল। সেই সময় আমি আবশ্যকীয় মস্‌লা, মসায়েল, নামাজ, রোজা, ইত্যাদি স্ত্রী পুরুষদিগের অতি সহজে বুঝিবার সুবিধার্থে এই কেতাব লিখিতে আরম্ভ করিলাম। নিজের মঙ্গল ও সকলের উপকারার্থে অনেক প্রসিদ্ধ কেতাব যথা— সরে-বেকায়া, ফতওয়ায় মহিত, হেদায়া, মোক্তাছার শাফি, মোক্তাছার কুদরী, কাঞ্জ, সরে আওরাদ ইত্যাদি কেতাবের সার অংশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই কেতাবে লিখিলাম। সুখ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে আমি এই কেতাব খানা লিখি নাই। আমি লেখকও নহি, এই জন্য আমার কেতাবের কথায় ও ভাষায় সৌন্দর্য্য পাইবেন না। এই কেতাব-খানার নাম 'মেফ্‌তাহল জান্নাত' অর্থাৎ "বেহেস্তের চাবি" রাখিলাম। আশা করি এই কেতাব খানা নিজে পড়িবেন এবং বালক বালিকা-দিগকে পড়াইবেন।

বঙ্গানুবাদকের মন্তব্য।— পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থই আরবী ফারসী ও উর্দ্দুতে লিখিত থাকায় উহা পাঠ করা বা তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সাধ্যায়ত্ব নহে। তজ্জন্য বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বিশেষতঃ আরবী ফারসীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অতি আবশ্যকীয় মছলা মছায়েল হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারার দরুণ ধর্ম্ম-কার্য্যে অনেক ক্রটী রহিয়া যায়। ইহাতে খোদাতায়ালার নিকট ও গোনাগার হইতে হয়। এই জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া এই অসীম দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমি এই অমূল্য গ্রন্থখানা যে উদ্দেশ্যে অনুবাদ করিয়াছি তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি

না। তবে প্রথম সংস্করণ ও সময়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য ভালমত যত্ন লইতে পারি নাই বলিয়া ভুল ভ্রান্তি অনেক থাকিতে পারে। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যদি কোন স্থানে কোন ত্রুটী দেখিতে পান তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া ধন্য হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।
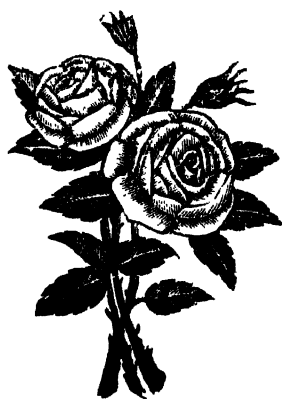
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

মেফ্‌তাহল জান্নাত

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমান।

সমস্ত নেককার্য্য ও এবাদৎ বন্দেগীর মূল ইমান। ইহা ব্যতীত কোন নেককার্য্য ও এবাদৎ বন্দেগী সিদ্ধ হইবে না। ইমানের দুইটী স্তম্ভ আছে। যথা—মৌখিক বলা ও আন্তরিক সত্য জানা এবং ইহা আল্লাহ্‌তায়ালা কর্ত্তৃক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর প্রতি অর্পিত হইয়াছে, ইহা সমস্তই সত্য ও পবিত্র। ইমান দুই প্রকার যথা—ইমান মোজ্‌মাল ও ইমান মোফাচ্ছাল।

ইমান মোজ্‌মাল।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ ○

উচ্চারণ—আমানতো বিল্লাহে কামাহুয়া বে-আস্‌মায়েহী অ-ছেফাতেহী অ-কাবেল্‌তো জামিয়া আহ্‌কামেহী অ-আরকানেহী।

অর্থ—সর্ব্ববিধ গুণ বিশিষ্ট আল্লার নামের উপর বিশ্বাস

স্থাপন করিলাম এবং তাঁহার আদেশাবলী ও ছেফত সমূহ গ্রহণ করিলাম। অর্থাৎ আমি মোসলমানী দীন ও উহার মধ্যে যাহা আছে তাহা গ্রহণ করিলাম এবং কাফেরের কুফরী হইতে বিমুখ হইতেছি।

কলেমা তৈয়ব।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ

উচ্চারণ—লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রাসুলোল্লাহে।

অর্থ—আল্লা ব্যতীত এবাদতের উপযুক্ত কেহই নাই মোহাম্মদ (সঃ) তাঁহার প্রেরিত (রছুল)।

কলেমা সাহাদৎ।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ؕ

উচ্চারণ—আশ্হাদো আন্ লা-এলাহা এল্লাল্লাহো অহ্দাহু লা-শারিকালাহু অ-আশ্হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু অ-রাসুলোহু।

অর্থ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার শরিক নাই; এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রসুল।

ইমান মোফাচ্ছাল।

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۝

উচ্চারণ—আমান্‌তো বিল্লাহে অমালায়েকাতেহী অ-কুতুবিহি অ-রোস্থলেহী অল্‌ ইয়াওমেল্‌ আখেরে অল্‌কাদ্‌রে খায়রেহী অশ্‌শারেহী মেনাল্লাহে তায়ালা অল্‌ বায়াসে বায়াদাল মাওত।

অর্থ—আল্লাহ্‌তায়ালা, তাঁহার ফেরেস্তাগণ কেতাবসমূহ প্রেরিত পুরুষগণ, কেয়ামতের দিন, নেকী-বদির হিসাব, খোদা-তায়ালা ভাল মন্দ যাহা করেন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর আমি ইমান আনিলাম।

খোদাতায়ালার স্থষ্টিত সৌরজগতে হজরত আদম আলায়-হেচ্ছালাম সর্ব্ব প্রথম পয়গম্বর এবং আখেরী জামানায় হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহে আলায় হেচ্ছালাম আখেরী পয়গম্বর। ইনি আরবের খ্যাতনামা কোরেশ বংশের উজ্জ্বল রত্ন আব্দুল্লার একমাত্র ঔরষজাত পুত্র। আব্দুল্লার পিতা আব্দুল মোতালেব, তাঁহার পিতা আব্দুল হাসেম, তাঁহার পিতা আব্দুল মান্নাফ।

আমাদের পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) সত্য ও সমস্ত পয়গম্বরের সরদার ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি তাঁহার উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি আমাদের পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর পরে পয়গম্বরী-দাবি করে, তবে সে মিথ্যাবাদি। এই দিন ইস্‌লাম সত্য ও কেয়ামত পর্য্যন্ত কায়েম থাকিবে। সমস্ত নেকী ও বদি কার্য্যই খোদাতায়ালা

কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত নেককার্য্যে সন্তুষ্ট এবং সমস্ত কুফরী ও পাপকার্য্যে অসন্তুষ্ট। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর আমি ইমান আনিলাম। আমাদের নিকট ইমান মোজ্মেলই দোরস্ত। কিন্তু অন্যান্য এমামের মতে ইমান মোফাচ্ছেলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিলে ইমান দোরস্ত হয়। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ), খোদাতায়ালা হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়া লোকদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতি ইমান আনিলাম. যদি কোন ব্যক্তি খোদার প্রতি আন্তরিক ইমান আনে, কিন্তু প্রকাশ্য ইমান না আনে তবে সে ব্যক্তি খোদাতায়ালার নিকট মোমেন এবং লোকের নিকট কাফের হইবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য ইমান আনে, আন্তরিক ইমান আনে না তবে, সে ব্যক্তি লোকের নিকট মোমেন কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার নিকট মোমেন নহে। এই সমস্ত লোককে মোনাফেক বলে। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ও আন্তরিক ইমান আনে সেই ব্যক্তি প্রকৃত মোমেন। কেয়ামতের দিনকে সত্য, হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বলিয়া জ্ঞান করে সে ব্যক্তি কাফের (নাউজবেল্লাহ্ মেন্হা), যদি কোন কাফের ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তবে তাহাকে জীবনে না মারিয়া গোলামীতে নিযুক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহার জান ও মালের হেফাজত করিতে হইবে। কারণ ঐ ব্যক্তি হাসরের দিন বিনা হিসাবে দোজখের প্রচণ্ড অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজের ফজিলত।

হে মোস্‌লেম ভ্রাতাগণ! তোমাদের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে ইমানের পর সমস্ত এবাদতের মূল নামাজ। এই নামাজই ইস্‌লামের স্তম্ভ স্বরূপ। যেমন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ফরমাইয়াছেন যে ঃ—

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَ
مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ

উচ্চারণ—আস্‌ সালাতো এমাদাদ দিনে মান আকামাহা ফাকাদ আকামাদ দিনা, অমান তারাকাহা ফাকাদ হাদামাদ্‌দিনা।

অর্থ—নামাজই দিন ইস্‌লামের স্তম্ভ স্বরূপ। যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে, সেই ব্যক্তি দিন ইস্‌লামকে কায়েম রাখে এবং যে ব্যক্তি নামাজ আদায় না করে, সে দিন ইস্‌লামকে ধ্বংশ করে।

অতএব সমস্ত মোসলমানের নামাজ পড়িয়া দিন ইস্‌লাম কায়েম রাখা কর্ত্তব্য। নামাজই বেহেস্তের কুঞ্জি (চাবি) এবং উহা পবিত্র। পবিত্র অবস্থায় নামাজ পড়া দোরস্ত; অপবিত্র অবস্থায় নামাজ পড়া দোরস্ত নহে। পবিত্রতা কত প্রকার তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওজুর বিবরণ।

নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে ওজু করিবে। যদি গোছল করার আবশ্যক থাকে, তবে নামাজের পূর্ব্বে গোছল করিবে। পীড়িত ব্যক্তি ওজু ও গোছল করিতে না পারিলে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়িবে। ওজুর মধ্যে চারিটী ফরজ যথা—১। কপালের উপরিভাগে চুলের গোড়া হইতে দাড়ি বা থুতার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত এবং এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত মুখ মণ্ডল ধৌত করা; ২। বাম হাত দ্বারা ডান হাতের কনুই পর্য্যন্ত ধৌত করা তৎপরে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কনুই সমেত ধৌত করা; ৩। দুই পা টাকনু তক ধৌত করা; ৪। মাথার চারি অংশের একাংশ মোসেহ্ করা, কিন্তু যাহাদের ঘন দাড়ি তাহাদের জন্য পাঁচটী ফরজ যথা—ভিজা হাতে দাড়ি মোসেহ করা * পাতলা দাড়ি থাকিলে উহা ধৌত করা ফরজ।

ওজুর সোন্নত।

ওজু করিবার পূর্ব্বে বাহ্য ও প্রস্রাবের আবশ্যক থাকিলে উহা সমাধা করিয়া লইবে। ওজুর পানীর পাত্র ছোট অর্থাৎ লোটা কিম্বা বদনা দ্বারা ওজু করিবে—যদি পানী কোন বড় পাত্রে থাকে

---

* দাড়িতে জখম অবস্থায় পটি (ব্যণ্ডিস) বাঁধা থাকিলে উহার উপর মোসেহ করিবে। চক্ষের ভিতর পানী প্রবেশ করান ফরজ নহে। কিন্তু চক্ষের উপরের পাতা ধৌত করা ফরজ।

তবে ছোট পাত্র দ্বারা উঠাইয়া ওজু করিবে, কিন্তু ছোট পাত্র না থাকিলে অঙ্গুলীসমুহের অগ্রভাগ দ্বারা বড় পাত্র হইতে পানী তুলিয়া ওজু করিবে। হাতে নাপাকী বস্তু লাগিয়া থাকিলে উহা পানীতে স্পর্শ করিলে পাত্র ও তৎস্থিতপানী নাপাক হইবে। ওজুর মধ্যে সোন্নত ১৫টী যথা—১। দুই হাত কব্জা পর্য্যন্ত তিনবার ধৌত করা ; ২। ওজুর সময় আল্লাহ্ নাম লওয়া ও অর্থাৎ নিম্নলিখিত দোয়া পড়া ;

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ

اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَ الْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَ الْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

উচ্চারণ—বিছমিল্লাহেল আলিয়েল আজীমে অল হাম্‌দো লিল্লাহে আলা দিনেল এস্‌লামে আল এস্‌লামো হাক্কন অল কুফ্‌রো বাতেলোন আল এস্‌লামো নুরোন অল কুফ্‌রো জুলমাতোন।

৩। অৰ্দ্ধ হাত লম্বা, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় মোটা ও তিক্ত কাষ্ঠ নির্ম্মিত মেছ্ওয়াক দ্বারা মেছওয়াক করা ; ৪-৫। তিনবার কুল্লি করার সঙ্গে গরগরা করা ; ৬। তিনবার নাকে পানী দেওয়া ; ৭। দাড়ির নিম্নভাগ হইতে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া উপরের দিকে তুলিয়া খেলাল করা কিন্তু উপরের দিক হইতে নীচের দিকে খেলাল করা নিষেধ ; ৮। হস্ত পদের—অঙ্গুলী খেলাল করা ; ৯। ওজু করার অঙ্গ তিনবার ধৌত করা ; ১০। একবার সমস্ত মাথা মসেহ করা ; ১১। ঐ ভিজা হস্তেই কান মোসেহ করা। ১২। নিয়েত করা ; ১৩। পরস্পর ওজুর স্থান ধৌত করার প্রতি দৃষ্টি রাখা ; ১৪। ওজু করিবার সময় হাত পা উত্তমরূপে ধৌত করিবে, এক অঙ্গ ভিজা থাকিতে অন্য অঙ্গ ধৌত করা ; ১৫। প্রস্রাব ও বাহ্যের পর কলুক লওয়া সোন্নত, ও

তৎপর পানীর দ্বারা ধৌত করা উত্তম। মল মুত্র এক টাকার পরিমাণ স্থানে লাগিয়া থাকিলে উহা ধৌত করা ওয়াজেব কিন্তু উহা অপেক্ষা অতিরিক্ত হইলে ধৌত করা ফরজ, কম হইলে সোন্নত।

ওজুর মধ্যে মোস্তাহাব দুইটী যথা—১। প্রত্যেক ওজুর অঙ্গের ডাহিন দিক হইতে প্রথম ধৌত করা; ২। গরদান মোসেহ্ করা।

ওজুর মধ্যে চারিটী মকরুহ, যথা—১। মুখে পানীর ছিটা দেওয়া; ২। বিনা কারণে বাম হাত দ্বারা ওজু করা; ৩। ওজুর সময় দুনিয়ার কথাবার্ত্তা বলা; ৪। তিনবারের বেশী ধৌত করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওজু ভঙ্গের বয়ান।

নিম্নলিখিত ১২টী কারণে ওজু ভঙ্গ হয়, যথা—

১। গুহ্য ও প্রশ্রাব দ্বার হইতে মল, মুত্র, বীর্য্য, অদি (তরল-বীর্য্য) মজি, (কামভাব উদয় হইলে লিঙ্গ হইতে যাহা প্রথমে বাহির হয় তাহাকে মজি বলে) পাথরী ও বাত কর্ম্মে বায়ু নির্গত হইলে; ২। অঙ্গ হইতে কীট বা পোকা বা রক্ত, পুঁয ফোড়ার পানী জখমের স্থান হইতে গড়াইয়া পড়িলে (গড়াইয়া না পড়িলে ওজু ভঙ্গ হইবে না); ৩। শরীরে শুই ফোটাইলে যদি রক্ত নির্গত হইয়া গড়াইয়া পড়ে; ৪। চক্ষু হইতে রক্ত বাহিরে আসিলে। নাশিকা রন্ধ্রে, এইরূপ মসুরের দানার ন্যায় রক্ত জমিয়া থাকিলে ওজু ভঙ্গ হইবে না কিন্তু উহা নির্গত হইলে ওজু ভঙ্গ

হইবে ; ৫। মুখ ভরিয়া বমি আসিলে, যাহাই নির্গত হউক না কেন ; ৬। বমনে রক্ত নির্গত হইলে উহার পরিমাণ থুকের সমান কিম্বা বেশী হইলে ; (কম হইলে ভঙ্গ হইবে না) ; ৭। তাকিয়া ঠেশ দিয়া নিদ্রা গেলে, উহা সরাইয়া লইলে যদি পড়িয়া যায় ; ৮। নামাজ পড়িতে পড়িতে নিদ্রায় বেহুস হইলে ; কিন্তু নিদ্রায় বেহুস না হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে না ; ৯। নেশার কোন দ্রব্য খাইয়া কি পান করিয়া বেহুস হইলে ; (বেহুস না হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে না।) ১০। রুকু ও সেজদা ওয়ালা নামাজে বয়োঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিলে ওজু ভঙ্গ হইবে। কিন্তু জানাজা নামাজ ও তেলাওত সেজদায় হাসিলে ওজু ভঙ্গ হইবে না।

হাসা তিন প্রকার। যথা,—কাহ্ কাহ্, জাহাক ও তাব্বাচ্ছাম। খিল্ খিল্ করিয়া হাসাকে কাহ্ কাহ্ বলে, ইহা সকলেই শুনিতে পায়, এরূপ হাসায় ওজু ও নামাজ ভঙ্গ হয়। যেরূপ হাসিলে কেবল নিজে অনুভব করা যায় অন্য কেহ অনুভব করিতে পারে না তাহাকে "জাহাক" বলে। ইহাতে নামাজ ভঙ্গ হইবে কিন্তু ওজু ভঙ্গ হইবে না। যাহা নিজেও অনুভব করিতে পারে না এবং অন্যেও অনুভব করিতে পারে না কেবল ঈষৎ সাদা দাঁত দেখা যায় তাহাকে তাব্বাচ্ছাম বলে, ইহাতে ওজুও ভঙ্গ হইবে না নামাজও ভঙ্গ হইবে না।

১১। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কামভাবে পরস্পর পরস্পরের গুপ্ত অঙ্গে ঠেস্ দিলে বীর্য নির্গত হইলে ওজু ভঙ্গ হয় ; ১২। পুরুষের জখম হইতে ও প্রস্রাব দ্বার হইতে পোকা কিম্বা মাংস খসিয়া বাহির হইলে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে থুথু, ঘর্ম্ম, সিকেন (নাক হইতে নির্গত কফ) চক্ষের পানী ও স্ত্রীলোকের স্তন দুগ্ধ নির্গত হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোছলের বয়ান।

গোছলের মধ্যে তিনটী ফরজ যথা—১। কুলীর সহিত গরগরা করা; ২। নাসিকা রন্ধ্রে পানী প্রবেশ করান; ৩। সমস্ত শরীর ধৌত করা।

আটা ছানিলে উহা নখনের ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকিলে, বাহির করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত গোছল দোরস্ত হইবে না। কারণ আটা থাকিলে নাখনের ভিতর পানী প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু ময়লা কিংবা মাটি প্রবেশ করিলে গোছল দোরস্ত হইবে। কারণ ময়লা নাখনের ভিতর জম্মে এবং মাটির ভিতর পানী প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপ শরীরে তৈল কিংবা মেহ্দি রং মালিস করিলেও গোছল দোরস্ত হইবে। স্ত্রী, কি পুরুষের কাণে বালি কিংবা হাতে কশা আংটী থাকিলে উহার ভিতর পানী প্রবেশ না করাইলে গোছল দোরস্ত হইবে না। বালির ছিদ্রে কাটি দেওয়া থাকিলে উহা খুলিয়া পানী প্রবেশ করাইতে হইবে। বালি কিংবা কাটি খুলিয়া ফেলিলে ছিদ্র কতকাংশ বন্ধ ও কতকাংশ খোলা থাকিলে কাটির দ্বারা উহার ভিতর পানী প্রবেশ করাইতে হইবে। যাহার খত্না হয় নাই—তাহার চামড়ার নীচে পানী প্রবেশ করাইতে হইবে কিন্তু ফোটা ফোটা প্রস্রাব বাহির হইয়া চামড়ায় বাধিয়া থাকিলে ওজু দোরস্ত হইবে না। গোছলের সময় শরীর মর্দ্দন করা ফরজ নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে শরীরের একটী চুল পরিমাণ স্থান শুষ্ক থাকিলে গোছল দোরস্ত হইবে না।

গোছলের সোন্নত।

গোছলের সোন্নত ৫টী যথা—১। দুই হাত কজা পর্য্যন্ত ধৌত করা; ২। গোছলের পূর্ব্বে গুপ্তস্থান ধৌত করা; ৩। শরীরে নাপাক বস্তু লাগিয়া থাকিলে উহা ধৌত করা; ৪। ওজু করিবে কিন্তু পা ধুইবে না। চৌকি কিংবা পাথরের উপর দাঁড়াইয়া গোছল করিলে পা ধুইতে হইবে। কিন্তু যদি অঙ্গ-ধৌত পানী পায়ের নীচে জমা থাকে তবে গোছল অন্তে অন্য স্থানে পা ধুইবে; ৫। স্ত্রীলোকের সমস্ত চুল ভিজান কি বেণী খোলা ফরজ নহে কিন্তু চুলের গোড়ায় পানী পৌছান আবশ্যক। হজরত রছুলে মক্‌বুল সল্লেল্লাহু আলায়হেচ্ছাল্লাম হজরত উম্মে ছালেমা (রাঃ)-কে বলিয়াছিলেন;—তোমার চুলের গোড়া পানীতে ভিজান আবশ্যক। যে স্ত্রীলোকের খোপা ও বেণী নাই উহার সমস্ত চুল ধৌত করিতে হইবে কিন্তু পুরুষের খোপা ও বেণী খোলা ও সমস্ত চুল ধৌত করা ফরজ। একটী মাত্র চুল গোড়া শুষ্ক থাকিলে গোছল দোরস্ত হইবে না; নাপাকী থাকিবে। পুরুষের বেণী থাকিলে উহা খুলিয়া গোছল করিতে হইবে।

পুরুষের জন্য তিনটী কারণে গোছল ফরজ হয়। যথা;—১। নিদ্রিত অবস্থায়ই হউক বা অনিদ্রিত অবস্থায়ই হউক কামভাবে শুক্র নির্গত হইলে; কিন্তু বিনা কামভাবে শুক্র নির্গত হইলে গোছল ফরজ নহে; ২। স্ত্রী সহবাস করিলে, তাহাতে বীর্য্য নির্গত হউক বা না হউক; ৩। স্বপ্নদোষ হইলে।

স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচটী কারণে গোছল ফরজ হয় যথা;—১। নিদ্রিত অবস্থায়ই হউক বা অনিদ্রিত অবস্থায়ই হউক কামভাবে শুক্র নির্গত হইলে; কিন্তু বিনা কামভাবে শুক্র নির্গত হইলে গোছল ফরজ নহে; ২। স্বামী সহবাস করিলে; তাহাতে বীর্য্য নির্গত হউক বা না হউক; ৩। হায়েজের

এদ্দত শেষ হইলে ; ৪। নেফাসের এদ্দত শেষ হইলে ; ৫। স্বপ্ন-দোষ হইলে।

স্ত্রী কি পুরুষে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া স্বীয় উরুতে বীর্য্যের চিহ্ন পাইলে ; স্বপ্নদোষ হইয়াছে কি না তাহা স্মরণ না হইলেও গোছল করা তাহার প্রতি ফরজ।

নিম্নলিখিত পাঁচ দিবস গোছল করা সোন্নত ; যথা ;—১। জোমার দিন ; ২। ইদল ফেতেরের দিন ; ৩। ইদ-জ্জোহার দিন ; ৪। আরফার দিন ; ৫। হাজিদের এহরাম বাঁধার দিন।

গোছলের ওয়াজেব দুইটী যথা ;—১। জীবিত ব্যক্তির প্রতি মৃত ব্যক্তির গোছল দেওয়া ; ২। কোন কাফের নাপাক অবস্থায় মুসলমান হইবার পূর্ব্বে।

গোছলের মোস্তাহাব তিনটী যথা ;—১। কাফের মোসলমান হইলে ; যদিও সে পাক থাকে তথাপী গোছল করা ; ২। সবেবরাতের গোছল করা ; ৩। বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পানীর বয়ান।

মেঘের পানী, কূপের পানী ও বরফ গলিয়া যে পানী হয়, উহার দ্বারা ওজু করা দোরস্ত। এক স্থানে অনেক দিন পানী আবদ্ধ থাকিলে যদি উহার রং, ঘ্রাণ ও আস্বাদ এই তিনটীর একটী বিনষ্ট হয়, তবে ওজু দোরস্ত হইবে না। বরফ দ্বারা ওজু করা দোরস্ত নহে। কিন্তু সাবান, জাফরান কি মাটি * মিশ্রিত হইয়া

* বালু, পাথর, সুরমা, জাফরান, সাবান ইত্যাদি মাটি হইতে সৃষ্টি হয় বলিয়া, ইহা মাটির মধ্যে ধর্ত্তব্য।

পানীর রং, ঘ্রাণ ও আস্বাদ বিনষ্ট হইলেও ওজু দোরস্ত হইবে। স্রোতের পানীতে যে পর্য্যন্ত নাজাছাতের রং, ঘ্রাণ ও আস্বাদ না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত ওজু করা দোরস্ত। কিন্তু নাজাছাতের রং, ঘ্রাণ ও আস্বাদ পাওয়া গেলে দোরস্ত হইবে না। স্রোতহীন পানীতেও ওজু দোরস্ত হইবে, কিন্তু ওজুর অঙ্গ ধৌত পানী স্রোতের পানীর সহিত মিশিতে না পারে এরূপ স্থানে বসিয়া ওজু করা আবশ্যক। নচেৎ কিয়ৎক্ষণ পর পর পানী তুলিয়া ওজু করিতে হইবে। যেন:ঐ ধৌত পানী সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যায়। যে কোন ছোট হাউজ, যাহার একদিক হইতে পানী প্রবেশ করে ও অন্যদিক হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার সকল দিকেই ওজু করা দোরস্ত।

মৎস্য ভেক ইত্যাদি জন্তু যাহা পানীতে জন্মে, উহা পানীতে মৃত্যু হইলেও ওজু দোরস্ত হইবে। যে জন্তু স্থলচর ও জলচর উহা পানীতে মরিলে ঐ পানী অপবিত্র হইবে। মশা, মাছি ইত্যাদির তরল রক্ত নাই বলিয়া পানীতে মরিলে উহা অপবিত্র হইবে না। কোন গাছ কিংবা ফল পিশিয়া পানী বাহির করিলে উহার দ্বারা ওজু দোরস্ত হইবে না। প্রবাহিত পানীতে ওজু করা দোরস্ত। প্রবাহিত পানীতে অপবিত্র জন্তু পড়িয়া ভাসিয়া গেলে তাহাতে ওজু করা দোরস্ত, তবে যদি নাজাছাতের রং ও দুর্গন্ধ পাওয়া যায় তবে দোরস্ত হইবে না। কারণ উহা পানীর মত রং, ঘ্রাণ, আস্বাদ ও তরল থাকে না। এইরূপ যাহা গাঢ় হয় স্রোতের মত বহিয়া যাইতে পারে না; নাজাছাত হইতে পানী সিদ্ধ করিয়া গাঢ় সরুয়ার ন্যায় হইলে উহার দ্বারা ওজু দোরস্ত হইবে না। কেবল গরম পানীর দ্বারা ওজু দোরস্ত হইবে কিন্তু উহার সহিত কোন বস্তু মিশ্রিত করিয়া গরম করিলে উহা দোরস্ত হইবে না। আবদ্ধ পানীতে নাজাছাত পড়িলে ওজু দোরস্ত হইবে না। যে স্থানে (পুষ্করিণী, হাউজ ইত্যাদি) পানীর পরিমাণ ফল ১০০ বর্গ হাত

ও অঞ্জুলা পূরিয়া পানী তুলিলে হাতের পৃষ্ঠভাগ স্পর্শ না করে এবং ঘোলা না হইলে ওজু দোরস্ত হইবে, এরূপ পানীতে নাজাছাত পড়িলে স্রোতের পানীর মধ্যে ধর্ত্তব্য। ঐ স্থানের কোন দিকে নাজাছাত দেখা গেলে, অন্য দিকে ওজু করিবে। যদি নাজাছাত দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে সমস্ত দিকেই ওজু করা দোরস্ত হইবে; অল্প নাজাছাত পড়িলে পানী নাপাক হইবে না। কিন্তু যদি ঐ পানীতে নাজাছাতের রং, ঘ্রাণ ও আস্বাদ অনুভব করা যায় তবে ঐ পানী নাপাক হইবে। একবার ওজু ও গোছলের ব্যবহৃত পানী অন্যবার ব্যবহার করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কূপের পানীর বয়ান।

কোন নাপাক বস্তু কূপে পতিত হইলে কিংবা কোন ছোট কি বড় জন্তু পড়িয়া মরে ও ফুলিয়া গেলে এবং পচিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে কিংবা মানুষ, কুকুর ছাগল কূপে পড়িয়া মরিলে অগ্রে মৃত জন্তু তুলিয়া পরে সমস্ত পানী তুলিয়া ফেলিবে। যদি কূপের পানী যতই উঠান যায়, ততই উঠিতে থাকে তবে দুই জন লোককে অনুমান করিতে হইবে যে কূপে যে পরিমাণ পানী ছিল ঠিক সেই পরিমাণ পানী উঠিয়াছে কি না, যদি উঠিয়া থাকে তবে পানী পাক হইবে। এমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন যে যদি কেহ অনুমান করিতে না পারে তবে ২০০ হইতে ৩০০ ডোল * পানী তুলিলে কূপের পানী পাক হইবে।

* যাহাতে অনুমান চারি সের পানী ধরে এরূপ একটী পাত্রকে ডোল বলে।

কবুতর, বিড়াল কিংবা মুরগী কূপে পড়িয়া মরিলে তৎক্ষণাৎ তুলিয়া ফেলিবে এবং ৪০ হইতে ৬০ ডোল পানী তুলিয়া ফেলিবে, এইরূপ ইঁদুর, চড়াই কিংবা তত্তূল্য কোন জন্তু বা পাখী কূপে পড়িয়া মরিলে ২০ হইতে ৩০ ডোল পানী তুলিয়া ফেলিবে।

মশা, মাছি, মক্ষিকা, ভেক, মৎস্য কিংবা তত্তূল্য কোন জীব জন্তু কূপে মরিলে, ইহাদের শরীরে তরল রক্ত নাই বলিয়া কূপের পানী নাপাক হইবে না।

কূপে নাজাছাত পড়ার সময় হইতেই ঐ কূপের পানী নাপাক হইবে। কিন্তু ইঁদুর কিংবা তত্তূল্য কোন মৃত জন্তু পড়িয়াছে এ বিষয় অবগত না হইলে দেখিতে হইবে যে, ঐ জন্তু ফুলিয়াছে কি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। যদি ফুলিয়া থাকে অথচ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া না থাকে, তবে এমাম আজম (রঃ) মতে যিনি ঐ কূপের পানী ওজু ও গোছলে ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি এক দিবা-রাত্রের নামাজ কাজা পড়িবেন। যদি ঐ জন্তু ফুলিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে তিন দিবা-রাত্রের নামাজ কাজা পড়িতে হইবে। এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) মতে সম্ভবতঃ চিল কিংবা অন্য কোন জন্তু মৃত জন্তুকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে বলিয়া যে সময় উহা কূপে পাওয়া যাইবে, কেবল ঐ ওক্তের নামাজ কাজা পড়িবে। উহার পূর্ব্বের নামাজ কাজা পড়ার আবশ্যক নাই। প্রথম সতর্কতার জন্য দ্বিতীয় ক্ষতি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জুঠা পানীর বয়ান।

যে জন্তুর মাংস খাওয়া হালাল তাহার জুঠা পানী পাক। ঐরূপ মানুষের ও ঘোড়ার জুঠা পানী পাক। কুকুর, শূকর, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর জুঠা অপবিত্র। গৃহপালিত বিড়াল ও মুরগী যাহারা চরিয়া বেড়ায় তাহার জুঠা মকরূহ। গাধা ও খচ্চতের জুঠা মসকুক (যাহা পবিত্র বলা যায় না, অপবিত্রও নহে) যদি মসকুক পানী ব্যতীত অন্য পানী না থাকে, তবে উহার দ্বারা ওজু তৎপরে তায়াম্মোম করিতে হইবে। ওজু পূর্ব্বে কি পরে করার জন্য কোন ক্ষতি নাই। যদি কেবল মকরুহ পানী ব্যতীত অন্য পানী না থাকে তবে কেবল ওজু করিতে হইবে। তায়াম্মোমের আবশ্যক নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তায়াম্মোমের বয়ান।

পানী স্পর্শের জন্য রোগ বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় ও পানী না পাইবার কারণে ওজু ও গোছলের পরিবর্ত্তে যে উপায়ে পাক হওয়া যায় তাহাকে তায়াম্মোম বলে। ইহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই দোরস্ত। নিম্নলিখিত সাতটীর কোন একটী না থাকিলে তোয়াম্মোম দোরস্ত হইবে। যথা---১। একক্রোশ দূরতার মধ্যে পানী পাওয়া না গেলে; ২। সঞ্চিত পানী ব্যবহার করিলে নিজে কিংবা গৃহ-

পালিত জন্তু পিপাসার্ত্ত থাকিলে; ৩। হিংস্র জন্তুর প্রাণ নাশের আশঙ্কায় পানীর নিকট পৌঁছিতে অপারগ হইলে; ৪। কূপ হইতে পানী তুলিবার কোন বস্তু না থাকিলে; ৫। মূল্য অভাবে পানী ক্রয় করিতে অপারগ হইলে কিংবা উচিত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য লওয়ার ক্ষতি বিবেচনা করিলে; ৬। ওজু ও গোছলে পানী ব্যবহার করায় পীড়া বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা হইলে; ৭। ঈদের ও জানাজা নামাজে ওজু করিলে জামায়াত না পাইবার আশঙ্কা থাকিলে। কিন্তু বাদশাহ্ কিংবা মৃত ব্যক্তির ওলীর জন্য পানী না থাকিলেও তায়াম্মোম দোরস্ত নহে, কারণ ইহাদের নামাজ না পাইবার কোন আশঙ্কা নাই, সকলেই ইহাদের জন্য বিলম্ব করিবে। জোমার ও ওক্তিয়া নামাজ ফউত হইবার আশঙ্কা থাকিলে পানী থাকা সত্বেও তায়াম্মোম দোরস্ত নহে। কারণ এই নামাজ ফউত হইলে, উহার কাজা পড়ার বিধি আছে।

তায়াম্মোম করিবার প্রথা।

প্রথমে নিয়েত করিয়া শুদ্ধ মাটী বা মাটী জাতীয় ধূলির উপর উভয় হাত মারিয়া একটু ঝাড়িয়া ফেলিবে, পরে উভয় হাতে যে ধূলা লাগিয়া থাকিবে, তদ্দারা মুখ (ওজুর মধ্যে যে পরিমাণ ধৌত করা ফরজ সেই পরিমাণ) মুছিবে, দ্বিতীয়বার উভয় হাত মাটীতে মারিয়া বাম হাতের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর পেট ও হাতের তালুর কতক অংশ দিয়া ডান হাতের এক পিঠ কনুইর উপর পর্য্যন্ত মুছিবে ও পরে বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীর পেট ও হাতের তালুর অবশিষ্ট অংশ দিয়া উহা (ডান হাতের) অপর পিঠ মুছিবে। এইরূপ ডান হাত দিয়া বাম হাত মুছিবে। মুখ ও হাত মোছেহ্ করিবার সামান্য বাকি থাকিলে তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে না।

তায়াম্মোমের মধ্যে তিনটী ফরজ যথা;—১। নিয়েত করা; ২। মুখ মোছেহ্ করা; ৩। পুনঃ মাটীতে হাত মারিয়া দুই হাত মোছেহ করা। মাটীতে দুইবার হাত মারিবার হুকুম আছে। কিন্তু উহাতে অঙ্গুলীর ভিতর ধূলা প্রবেশ না করিলে তৃতীয় বার মাটীতে হাত মারিয়া অঙ্গুলী খেলাল করিবে।

কোন ব্যক্তির ওজু ও গোছলের আবশ্যক হইলে, একবার তায়াম্মোম করিলেই চলিবে। কিন্তু ওজু ও গোছলের নিয়েত পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবে। একটীর নিয়েতে অন্যটী দোরস্ত হইবে না। যেমন—ওজুর নিয়েত করিলে কেবল ওজু দোরস্ত হইবে, গোছল দোরস্ত হইবে না। সেইরূপ গোছলের নিয়েত করিলে কেবল গোছল দোরস্ত হইবে ওজু দোরস্ত হইবে না।

মাটী কিংবা মাটী হইতে যাহা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে, যথা—ধূলা, বালি, পাথর, হরতাল, সুরমা ও পাথরের উপর ধূলা জমিয়া থাকিলে তায়াম্মোম করা দোরস্ত; কিন্তু ধূলা জমিয়া না থাকিলে দোরস্ত হইবে না। ধূলা ও কাঁচা ইটের উপর তায়াম্মোম করা দোরস্ত। যাহা মাটি হইতে সৃষ্টি হয় নাই উহাতে তায়াম্মোম দোরস্ত নহে; যেমন—চাঁদি ও সোণা। শস্যের সহিত মাটী কিংবা ধূলা মিশ্রিত থাকিলে তায়াম্মোম দোরস্ত; কিন্তু ধূলা মিশ্রিত না থাকিলে দোরস্ত হইবে না। কোন ব্যক্তির দেওয়াল ভাঙ্গিয়া কিংবা গম মাপিয়া হাতে ধূলা লাগিয়া থাকিলে ঐ হাতে মুখ ও হাত মোসেহ করিলে তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে। ছাইয়ের (ভস্ম) দ্বারা তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে না। যে জমিতে প্রথমে নাজাছাত ছিল, কিন্তু উহাতে কোন চিহ্ন থাকুক বা না থাকুক তথাকার মাটিতে তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে না; নামাজ দোরস্ত হইবে। পাক কাপড় কিংবা কোন দ্রব্যের উপর ধূলা জমিলে উহার উপর তায়াম্মোম দোরস্ত হইবে। কোন কয়েদী ব্যক্তি কয়াদে থাকা অবস্থায় পানী পাওয়া না গেলে কিংবা ওজু করিলে কোন কাফের

হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইলে, এ অবস্থায় তায়াম্মোম করিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু ঐ কাফের তথা হইতে চলিয়া গেলে যদি ওজু করিতে কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তবে ওজু করিয়া নামাজ দোহরাইতে হইবে। যদি নাজাছাত ঘরে কয়েদ করে, এবং সে স্থানে পানীও নাই এমন কি পবিত্র মাটীও নাই এমত অবস্থায় কোন বস্তুর দ্বারা মাটী কিংবা দেওয়াল খুদিয়া তায়াম্মোম করিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে। এমাম আজম (রঃ)-এর মতে— যদি জমি বা দেওয়াল খুদিতে না পারে তবে নামাজ পড়িবে না। পানী কিংবা পাক মাটির অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। এমাম আবু ইউছুফ (রঃ)-এর মতে— নামাজি নিয়মিত সময় এস্তেমাল রাখিবার জন্য ইসারায় নামাজ আদায় করিবে। কিন্তু যখন কোন আপত্তি থাকিবে না, তখন নামাজ দোহরাইতে হইবে। যে স্থানে পানীও পাওয়া যায় না, মাটীও পাওয়া যায় না, কেবল কাদা আছে কিংবা বর্ষার পানীর সহিত মাটী মিশ্রিত থাকায় উক্ত পানীর দ্বারা ওজুও করা যায় না এরূপ স্থানে যদি কোন ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে নিজ অঙ্গে কিংবা কাপড়ে কাদা লাগাইয়া শুকাইবে। পরে উহার দ্বারা তায়াম্মোম করিবে। যদি আশা থাকে যে কতকদূর গমন করিলে পানী পাওয়া যাইবে, কিংবা পানী পাইতে বিলম্ব হয়, তবে উক্ত পানীর দ্বারা ওজু করা মোস্তাহাব। আওয়াল ওক্তে তায়াম্মোম করিয়া নামাজ পড়ার পর ওক্ত থাকিতে কোন স্থানে পানী পাওয়া গেলেও নামাজ দোহরাইতে হইবে না। যদি কাহারও সন্দেহ হয় যে নিকটবর্ত্তী পানী আছে, তবে একতীর * আন্দাজ অনুসন্ধান করা উচিত। এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন যে পানী আছে, কিন্তু উহার দ্বারা ওজু করিলে কাফেলার লোক ক্ষণেকের মধ্যে দৃষ্টি গোচর হইয়া পড়িলে ওজু না করিয়া তায়াম্মোম করিলেই চলিবে। পানীর

* ৩০০ গজ হইতে ৪০০ গজ পরিমাণ স্থানকে এক তীর বলে।

নিকট যাইবার কোন আবশ্যক নাই। লাচারি অবস্থায় তায়াম্মোম দোরস্ত। নামাজের পূর্ব্বে তায়াম্মোম করা দোরস্ত। কাহারও সমস্ত শরীরে জখম কিংবা কোন পীড়া থাকা অবস্থায় ফরজ গোছল আবশ্যক হইলে গোছল করিলে পীড়া বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা থাকিলে তায়াম্মোম করিলেই চলিবে। শরীরের অক্ষত স্থান ধৌত করার আবশ্যক নাই। যদি সামান্য জখম থাকে তবে ক্ষতস্থান মোসেহ করিবে ও অবশিষ্ট সমস্ত শরীর ধৌত করিবে। একবার তায়াম্মোম করিলে ফরজ, সোন্নত ও নফল নামাজ আদায় করিতে পারিবে। যে যে কারণে ওজু ভঙ্গ হয়, সেই সেই কারণে তায়াম্মোমও ভঙ্গ হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তায়াম্মোম করার পর পানী প্রাপ্ত হইলে তায়াম্মোম ভঙ্গ হইবে। রোগী রোগ মুক্ত হইলেও জঙ্গলবাসী গ্রামে আসিলে ওজু করিবে, তায়াম্মোম চলিবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুজা মোসেহ করার বয়ান।

মুজা পরিধান করা অবস্থায় ওজু করিতে হইলে, উহা খুলিয়া ধৌত করা ফরজ নহে। বরং মোসেহ করা ফরজ, যে ব্যক্তির ওজু করা আবশ্যক, তাহার মুজা মোসেহ করা ফরজ। কিন্তু জুনুব অর্থাৎ যাহার গোছল করা আবশ্যক, তাহার মুজা মোসেহ করা ফরজ নহে। ইহা ব্যতীত মোসেহের মধ্যে অন্য কোন ফরজ নাই। পায়ের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে একবার এড়ি পর্য্যন্ত মোসেহ করা সোন্নত; মুজার উপর হাতের তিন অঙ্গুলী দ্বারা মুজার তিন অঙ্গুলী

পরিমাণ স্থান মোসেহ করা কর্ত্তব্য। মোসেহ করিবার সময় হাতের অঙ্গুলীগুলিন পৃথক পৃথক রাখিতে হয়। হাতের অঙ্গুলীর চিহ্ন মুজার উপর প্রকাশ পাওয়া মোস্তাহাব। ছের (মাথা) মোসেহ করার পর পুনঃ হাত ধৌত করিয়া ডাহিন হাতের অঙ্গুলীর দ্বারা ডাহিন পায়ের উপরিভাগ এবং বাম হাতের অঙ্গুলীর দ্বারা বাম পায়ের উপরিভাগ মোসেহ করিতে হয়। পায়ের তলায় মোসেহ করার নিয়ম নয়।

মুজা টাখ্নু (পায়ের নিচের গিরা) পর্য্যন্ত ঢাকা থাকা আবশ্যক। মুজার মুখ খোলা থাকিলে যদি পা দেখা যায় তবে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু পায়ের টাখ্নুর নীচে যদি পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত তিন অঙ্গুলী পরিমাণ খোলা থাকে, তবে উহার উপর মোসেহ করা দোরস্ত হইবে না। জরমুখের (চামড়ার তৈয়ারী যাহা মুজার উপর পরিধান করা যায়) উপর মোসেহ করাও দোরস্ত। এইরূপ পায়তাবার উপর মোসেহ করাও দোরস্ত। যদি উহা শক্ত হয় এবং বিনা বাধায় এড়ি খাড়া থাকে।

প্রথমে ওজু করিয়া মুজা পরিধান করিবে পুনঃ ওজুর ভঙ্গ হইলে হাত মুখ ধৌত করিবে, পা ধৌত করার আবশ্যক হইবে না, মুজার উপর মোসেহ করিলেই হইবে। কিন্তু বিনা ওজুতে যদি কোন ব্যক্তি পা ধৌত করিয়া মুজা পরিধান করে পরে বাকি ওজুর স্থান ধৌত করে, তবে ওজু পুরা হইবে না। কিন্তু মোসেহ দোরস্ত হইবে। কারণ বে-ওজুর সময় পুরা ওজু হইয়াছে, পরিধানের সময় পুরা ওজু হওয়া আবশ্যক নাই। হজরত রছুলে করিম (সঃ) ফরমিয়াছেন ;—" মকিম ব্যক্তির মুদ্দৎ (নির্দ্দিষ্ট সময়) এক দিবা রাত্র এবং মোসাফেরের মুদ্দৎ তিন দিবা রাত্র।" মুদ্দৎ ওজু ভঙ্গের সময় হইতে ধর্ত্তব্য হইবে। যেমন— কোন মকিম ব্যক্তি ফজরের ওক্তে ওজু করিয়া জোহরের পর ওজু ভঙ্গ হইলে তাহার এই সময় হইতে পরদিন জোহর পর্য্যন্ত মোসেহ করার মুদ্দৎ থাকিবে।

মুদ্দতের পর ওজু থাকিলে কেবল পা ধৌত করা ফরজ। পুরা ওজু করার আবশ্যক নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মুজা মোসেহ করিতে হয়, মুদ্দতের সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে মুজা খুলিলে পা ধৌত করিতে হইবে। কিন্তু সময় অতিবাহিত না হইলে মুজা পরা অবস্থায় কেবল মোসেহ করিতে হইবে। যাহাতে ওজু ভঙ্গ হয়, তাহাতেই মোসেহ ভঙ্গ হয়। মুদ্দতের পর এক মুজা কিংবা দুই মুজার ভিতর পানী প্রবেশ করিয়া পায়ের অর্দ্ধেক কিংবা অর্দ্ধেকের বেশী ধৌত হইলেও পানীর দ্বারা পা ধৌত করিতে হইবে; মোসেহ করা দোরস্ত হইবে না। যদি পায়ের তিন অঙ্গুলী অথবা উহা হইতে কম স্থান পানীতে ভিজিয়া যায়, তথাপি মোসেহ বাতেল হইবে না। মুজা পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মত তিন অঙ্গুলী পরিমাণ ফাটা থাকিলে মোসেহ দোরস্ত হইবে না; কিন্তু কম থাকিলে দোরস্ত হইবে। এইরূপ এক মুজার ভিতর ছোট ছোট ছিদ্র থাকিলে উহার সমষ্টি তিন অঙ্গুল পরিমাণ হইলেও মোসেহ দোরস্ত হইবে না। কিন্তু যদি উভয় মুজাই ফাটা হয় আর তাহা একত্রিত করিলে তিন অঙ্গুলীর সমান হয়, তবে মোসেহ করা দোরস্ত। চলিবার সময় তিন অঙ্গুল পরিমাণ খোলা থাকে কিন্তু অন্য সময় খোলা থাকে না; এরূপ অবস্থায়ও মোসেহ দোরস্ত হইবে না।

আমামা, টুপী, বোর্খা ও দাস্তানার উপর মোসেহ করা দোরস্ত নহে।

নবম পরিচ্ছেদ

টাকাট্টী * ও জখমের উপর মোসেহ করিবার বয়ান।

টাকাট্টি উপর মোসেহ করা দোরস্ত। জখম ভাল হইবার পূর্ব্বে টাকাট্টি খুলিয়া পড়িলেও মোসেহ থাকিবে; তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ভাল হইবার পরে খুলিয়া পড়িলে ঐ স্থান ধৌত করিতে হইবে। ওজু থাকা অবস্থায় খুলিয়া পড়িলে কেবল টাকাট্টি বাঁধার স্থান ধৌত করিতে হইবে; অন্য স্থান ধুইবার আবশ্যক নাই। টাকাট্টির উপর মোসেহ করিলে ক্ষতি কিংবা কষ্ট বিবেচনা হইলে মোসেহ করার আবশ্যক নাই। নচেৎ মোসেহ করা জায়েজ। টাকাট্টি ওজু কিংবা বেওজু অবস্থায় বাধার কোন সর্ত্ত নাই। মোহ্দেছ কিংবা জোনুব ব্যক্তি বে-ওজু অবস্থায় টাকাট্টি বাধিলেও মোসেহ করা দোরস্ত হইবে। জোনুব ব্যক্তি গোছল করিয়া টাকাট্টির উপর ভিজা হাতে মোসেহ করা জায়েজ। (মহিত)

ভঙ্গ স্থানের উপর মোসেহ করিতে পারিলে টাকাট্টির উপর মোসেহ করা দোরস্ত নহে। কিন্তু ধৌত করিলে ক্ষতি কিংবা কষ্ট হইলে মোসেহ করিতে হয়। সমস্ত শরীর মোসেহ করিতে পারিলে টাকাট্টির উপর মোসেহ করার আবশ্যক নাই।

শরীরের কোন স্থান ফাটিয়া গেলে যদি ধৌত করিতে কষ্ট হয় তবে কেবল পানী প্রবাহিত করিয়া দেওয়া দোরস্ত। পানী প্রবাহিত করিতে না পারিলে মোসেহ করিতে হইবে। মোসেহ করিতে না পারিলে জখমের চতুর্দ্দিক ধৌত করিবে; ফাটা স্থান ধৌত করিবে না। কাহারও হাত কাটার জন্য নিজে ওজু করিতে অপারগ হইয়া অন্য কাহাকে ওজু করাইয়া দিতে বলিলে যদি সে

* হস্ত কিংম্বা পদ ভাঙ্গার স্থান কাষ্ঠের দ্বারা বাঁধাকে টাকাট্টি বলে।

না দেয়, তবে তায়াম্মোম করা জায়েজ। পায়ের ভগ্ন স্থানে ঔষধ লাগাইলে, পানী প্রবাহিত করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ভাল হইবার পূর্ব্বে ঔষধের উপর পানী প্রবাহিত করিলে যদি ঔষধ পড়িয়া যায় তবে মোসেহ করিতে হইবে।

শরীরের কোন শিরা (রগ) কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ক্ষত স্থানে গদি (১) ও উহার উপর পটি (২) বাঁধিলে তদোপরি মোসেহ করা দোরস্ত। কিন্তু যদি পটি নিজেই খুলিতে ও বাঁধিতে পারে, তবে মোসেহ করা দোরস্ত হইবে না। গদির উপর মোসেহ করিতে হইবে। কিন্তু পটির উপর মোসেহ করা দোরস্ত নহে। নিজে খুলিতে ও বাঁধিতে না পারিলে পটির উপর মোসেহ করিতে হইবে। পটির নীচে ঘা নাই কিন্তু ধৌত করিতে কষ্ট হয়, তবে পটির উপর মোসেহ করিবে, কষ্ট না হইলে পটি খুলিয়া ধৌত করিতে হইবে। গদি ও পটি খুলিলে খোলা যায় ; কিন্তু খুলিয়া ফেলিলে ঘায়ের ক্ষতি হয়, এরূপ অবস্থায় গদির উপর মোসেহ করিতে হইবে।

টাকাটি ও পটির উপর মোসেহ করিবার সর্ত্ত— উহার উপরোস্থ সমস্ত মোসেহ করা। টাকাটি কিংবা গদি ও পটির উপর মোসেহ করার পর খুলিয়া ক্ষত স্থানের উপর পুনঃ বাঁধিলে উহার উপর মোসেহ করিতে হইবে। কিন্তু না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। এইরূপ ক্ষত স্থান হইতে খুলিয়া পড়িলে অন্য টাকাটি কিংবা পটি বাঁধিলে উহার উপর মোসেহ করা ভাল। কিন্তু মোসেহ না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। তিনবার মোসেহ করার কোন সর্ত্ত নাই বরং একবার মোসেহ করিতে হইবে। ইহার মুদ্দতের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই।

---

(১) ক্ষতস্থানে কাপড় কিংবা তুলা দেওয়াকে গদি বলে।

(২) গদির উপর ব্যণ্ডিস বাঁধাকে পটি বলে।

দশম পরিচ্ছেদ

হায়েজ, নেফাছ, এস্তেহাজা ও মাজুরের বিবরণ।

বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের রেহেম হইতে বিনা বেদনায় যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে হায়েজ (ঋতু) বলে। খোদা চাহেত বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। নয় বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বয়ঃপ্রাপ্ত বা বালেগ বলে। উহার ন্যূন বয়স্কা বালিকার রক্তস্রাব হইলে হায়েজের মধ্যে গণ্য হইবে না; উহা পীড়ার মধ্যে গণ্য হইবে। নয় বৎসরের বালিকার রেহেম হইতে রক্তস্রাব না হইলে কিংবা বেদনা হইয়া রক্তস্রাব হইলেও হায়েজ নহে; উহা পীড়ায় গণ্য হইবে। হায়েজের উদ্ধ সংখ্যা ৬০ বৎসর। উহার বেশী বয়সে রক্তস্রাব হইলে হায়েজে গণ্য নহে। কিন্তু উক্ত বয়স অতিক্রম হওয়ার পর কাল কিংবা লাল বর্ণ রক্তস্রাব দেখা গেলে হায়েজে ধর্ত্তব্য। যদি জরদ, সবুজ কিংবা মাটির বর্ণ রক্ত দেখা যায় তবে উহা হায়েজ নহে। উহাকে এস্তেহাজা (পীড়া) বলে। হায়েজের ন্যূন কাল তিন দিন ও উহার রাত্র। অর্থাৎ তিন দিন অতীত হওয়ার পর যে রাত্র আইসে সেই রাত্র পর্য্যন্ত। যেমন কোন স্ত্রীলোকের শনিবার ফজরের সময় হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়া সোমবার সূর্য্যাস্তের সময় বন্ধ হইল; ইহাতে তিন দিন ও দুই রাত হইল। ইহাকেই হায়েজ বলে। হায়েজের উদ্ধ সংখ্যা ১০ দিন। হজরত পয়গম্বর (সঃ) ফর্ম্মাইয়াছেন—

اَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ
وَّلَيَالِيْهَا وَاَكْثَرُهٗ عَشَرَةُ اَيَّامٍ

"স্বামী সহবাস করুক বা না করুক হায়েজের ন্যূন সংখ্যা তিন দিন এবং উহার রাত ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০ দিন।" হায়েজ হইতে পাক বা পবিত্র হওয়াকে তোহর বলে। এক হায়েজ হওয়ার পর অন্য হায়েজের পূর্ব্বে যে কয় দিন পাক বা পবিত্র থাকে উহাকে তোহর বলে। যেমন কোন স্ত্রীলোক রমজান মাসের প্রথম তারিখে হায়েজ আরম্ভ হইয়া ১০ই তারিখে হায়েজ বন্ধ হইয়া পাক বা পবিত্র হইল। পুনঃ সওয়াল মাসের প্রথম তারিখ হইতে হায়েজ আরম্ভ হইল। অতএব রমজান মাসের ১০ই তারিখ হইতে শওয়াল মাসের প্রথম তারিখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে ২০ দিন পবিত্র থাকে উহাকেই তোহর বলে। তোহরের ন্যূন সংখ্যা ১৫ দিন কিন্তু ঊর্দ্ধ কালের কোন সময় নির্দ্ধারিত নাই।

হায়েজেওয়ালী স্ত্রীলোক হায়েজের মধ্যে সাদা রক্ত ব্যতীত যে কোন বর্ণের রক্ত দেখুক না কেন উহা হায়েজে গণ্য হইবে। হায়েজের রক্তের বর্ণ ছয় প্রকার যথা—১। লাল, ২। কাল, ৩। জরদ, ৪। সবুজ, ৫। তিরা, * ৬। মাটিয়া বর্ণ।

হায়েজের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে দুই দিন অন্তর রক্ত দেখা দিলে পবিত্র থাকা অবস্থা ও হায়েজে পরিগণিত হইবে। যেমন—কোন একজন স্ত্রীলোকের নির্দ্ধারিত সময় ছয় দিন। দুই দিন রক্ত দেখিয়া দুই দিন পাক বা পবিত্র রহিল। তৎপর দুই দিন রক্ত দেখা দিল। মধ্যের দুই দিন পাক বা পবিত্র অবস্থা ও হায়েজে গণ্য হইবে। ইহাকে তোহরে মোতাখাল্লাল বলে। হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোক নামাজ পড়িবে না এবং রোজাও রাখিবে না। কিন্তু হায়েজ হইতে পাক হইলে রোজার কাজা করিতে হইবে। নামাজের কাজা পড়িতে হইবে না। রোজার কাজা করিতে হইবে, নামাজের কাজা পড়িতে হইবে না, উহার কারণ এই— পৃথিবীর আদি মাতা হজরত হাওয়া (রাঃ আনহা) একদিন নামাজ পড়িতেছিলেন এমন

* সাদার সহিত কিছু ময়লা মিশ্রিত থাকাকে তিরা বলে।

সময় তাঁহার হায়েজ দেখা দিল; তিনি হজরত আদম (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন— হায়েজের সময় নামাজ পড়িব কি না? তিনি ইহা শুনিয়া হজরত জিব্রাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন— তিনি পরম করুণাময় খোদাওন্দ করিমের নিকট জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যাদেশ হইল যে, হায়েজ অবস্থায় নামাজ পড়িতে হইবে না এবং উহার কাজাও পড়িতে হইবে না। ইহার কতক দিন পর হজরত হাওয়া (রাঃ আন্হা) রোজা রাখিয়াছিলেন। এমন সময় হায়েজ আরম্ভ হইল। তখন তিনি হজরত আদম (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন—হায়েজের সময় রোজা রাখিব কি না? প্রত্যুত্তরে হজরত আদম (আঃ) বলিলেন— রোজা রাখিতে হইবে না। হজরত হাওয়া (রাঃ আন্হা) যখন হায়েজ হইতে পাক হইলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা হজরত জিব্রাইল (আঃ)-কে আদেশ করিলেন— তুমি হজরত হাওয়া (রাঃ আন্হা)-কে রোজার কাজা রাখিতে বল। হজরত আদম (আঃ) ইহা শ্রবণ করিয়া খোদাওন্দ করিমের নিকট মোনাজাত করিলেন— আয় খোদা! নামাজের কাজা পড়িবার আদেশ হয় নাই; কিন্তু রোজার কাজা করিবার কারণ কি? খোদাওন্দ করিম বলিলেন— আমি আদেশ করিয়াছি যে, নামাজ পড়িতে হইবে না এবং তাহার কাজাও পড়িতে হইবে না, কিন্তু তুমি রোজা রাখিতে নিষেধ করিয়াছ; সেজন্য আমি তাহাকে উহার কাজা করিতে আদেশ করিলাম।

হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের মস্জিদে যাওয়া ও কাবা শরিফ তওয়াফ করা নিষেধ। হায়েজ অবস্থায় সহবাস করা হারাম। যে ব্যক্তি ইহাকে হালাল বলিয়া জ্ঞান করে সে ব্যক্তি কাফের। হায়েজ অবস্থায় চুমা দেওয়া ও স্পর্শ করা যায় উহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের নাভি হইতে জানু (হাটু) পর্য্যন্ত কোন প্রকার ফায়দা লওয়া পুরুষের জন্য হারাম। নাভির উপর হইতে মাথা পর্য্যন্ত ফায়দা লওয়া হালাল। যদি কোন ব্যক্তি ভুল বশতঃ

কিংবা অজ্ঞানতা বশতঃ কামের বশীভূত হইয়া স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় সহবাস করে তবে, তাহার প্রতি দিবারাত্র আস্তাগফার পড়া ওয়াজেব এবং এক দিনার কিংবা অর্দ্ধ দিনার কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) দেওয়া মোস্তাহাব। হায়েজ, নেফাছ ও জানাবতওয়ালী স্ত্রীলোকের কোরাণ-শরিফ স্পর্শ করা ও পাঠ করা নিষেধ। মোহ্‌দেছ (বেগর ওজু) অবস্থায় কোরাণ-শরিফ স্পর্শ না করিয়া কণ্ঠস্থ পড়িতে পারে। কিন্তু জোজদানের দ্বারা আবদ্ধ থাকিলে হায়েজ, নেফাছ, জানাবত ও মোহ্‌দেছ অবস্থায় স্পর্শ করিতে পারে। জামার আস্তিন হাতে জড়াইয়া কোরাণ-শরিফ স্পর্শ করা মকরুহ।

সন্তান প্রসব করার পর স্ত্রীলোকের যে রক্তস্রাব হয় উহাকে নেফাছ বলে। নেফাছের ন্যূনকালের কোন সময় নির্দ্ধারিত নাই কিন্তু উহার উর্দ্ধ সংখ্যা ৪০ দিন। কোন স্ত্রীলোকের জমজ (জোড়া) পুত্র প্রসব করিলে প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে নেফাছের কাল পরিগণিত হইবে। প্রথম সন্তান প্রসবের পর দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করার পূর্ব্বে যে সময় থাকে, উহাও নেফাছে গণ্য হইবে। কোন স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইলে, উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা গেলে, সন্তান বলিয়া ধর্ত্তব্য এবং স্ত্রীলোকেরও নেফাছ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

হায়েজ ও নেফাছের একই প্রকার আদেশ উল্লিখিত হইয়াছে। হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের ১০ দিনের পর এবং নেফাছওয়ালী স্ত্রীলোকের ৪০ দিনের পর রক্তস্রাব বন্ধ হইলে গোছল করিবার পূর্ব্বে সহবাস করা দোরস্ত। কিন্তু যদি স্ত্রীলোকের ১০ দিনের কমে হায়েজ বন্ধ হয় এবং ৪০ দিনের কমে নেফাছ বন্ধ হয় তবে স্ত্রীলোকের প্রথমে গোছল করিয়া পাক হওয়ার পর সহবাস করা দোরস্ত, নচেৎ সহবাস করা নিষেধ। এরূপ সময় সহবাস করা কর্ত্তব্য যে সহবাস অন্তে গোছল করিয়া নামাজের তহরিমা বাঁধিতে পারে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে উক্ত সময় টুকুও যদি না থাকে তবে

সহবাস হইতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। কিন্তু গোছল না করিয়া নামাজ পড়া দোরস্ত নহে। কোন হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের ১০ দিনের কমে (যথা—৩,৪,৫,৬,৭,৮ কিংবা ৯ দিন) তাহার পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, পূর্ব্ব লিখিত নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া গোছল করিতে হইবে। যেমন-পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সময় জোহরের ওয়াক্ত, পরের বার দ্বিপ্রহরের সময় রক্তস্রাব বন্ধ হইলে, জোহরের শেষ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া গোছল করিতে হইবে। কারণ-তাহার পুনঃ রক্তস্রাব হইতে পারে। নামাজ কাজা হইবার সম্ভাবনা হইলে গোছল করিয়া নামাজ পড়িবে, যেন নামাজ কাজা না হয়।

যদি কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিয়া ১০ দিনের মধ্যে পবিত্র হয়, তবে তাহার নামাজ পড়া ও রোজা রাখা কর্ত্তব্য। ৪০ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার আবশ্যক নাই। যে স্ত্রীলোক ৪০ দিনের পূর্ব্বে পবিত্র হয় তাহার নামাজ ও রোজা আদায় করা কর্ত্তব্য, আদায় না করা অত্যন্ত ভুল; এরূপ করা কর্ত্তব্য নহে।

যদি হায়েজ তিন দিনের পূর্ব্বে বন্দ হয় কিংবা উর্দ্ধ সংখ্যা ১০ দিনের বেশী এবং নেফাছ ৪০ দিনের বেশী কিংবা গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব হইলে উহাকে এস্তেহাজা (পীড়া) বলে। হায়েজ ও নেফাছের পূর্ব্ব নিয়মিত কালের অধিক সময় স্থায়ী থাকিলে উহাও এস্তেহাজায় (পীড়ায়) গণ্য হইবে। যেমন— হায়েজের নির্দ্ধারিত কাল ৭ দিন কিন্তু পরে ১২ দিন রক্তস্রাব হইলে, উক্ত ১২ দিনের মধ্যে ৭ দিন হায়েজে গণ্য ও বক্রি ৫ দিন এস্তেহাজায় (পীড়ায়) গণ্য হইবে। এইরূপ নেফাছের নিয়মিত কাল ৩০ দিন কিন্তু পরে ৫০ দিন রক্তস্রাব হইলে উক্ত ৫০ দিনের মধ্যে ৩০ দিন নেফাছে গণ্য ও বক্রি ২০ দিন এস্তেহাজায় (পীড়ায়) গণ্য হইবে। উক্ত নিয়ম কেবল মোহ্তাদা (যাহার পূর্ব্বে হায়েজ ও নেফাছ হইয়াছে) স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্ধারিত। কোন স্ত্রীলোক বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ)

হইয়াছে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে হায়েজ ও নেফাছ হয় নাই। কারণ ইহাই তাহার সর্ব্বপ্রথম হায়েজ কিংবা নেফাছ। এরূপ অবস্থায় (হায়েজে) ১০ দিনের বেশী রক্তস্রাব হইলে ১০ দিন হায়েজে গণ্য এবং উহার অতিরিক্ত যে কয়দিন রক্তস্রাব হইবে, উহা এস্তেহাজায় (পীড়ায়) গণ্য হইবে। এইরূপ নেফাছের কাল ৪০ দিন এবং উহার অতিরিক্ত কাল রক্তস্রাব হইলে এস্তেহাজায় (পীড়ায়) গণ্য হইবে। এস্তেহাজা গ্রস্থা স্ত্রীলোকের নামাজ পড়া, রোজা রাখা ও সহবাস করা দোরস্ত।

এস্তেহাজাওয়ালী কি জখমওয়ালী স্ত্রীলোকের সদা সর্ব্বদা রক্ত ও পুঁয নির্গত হইলে কিংবা কোন ব্যক্তির সর্ব্বদা প্রস্রাব, নাক হইতে রক্ত নির্গত, সতত বাত কর্ম্ম কিন্তু উহা বন্দ করিবার ক্ষমতা নাই এবং এইরূপ আরও কোন পীড়া থাকিলে তাহাদের প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে ওজু করিয়া ফরজ নফল আদায় (প্রতিপালন) করিবার আদেশ আছে। উহাদের যে পর্য্যন্ত নামাজের ওয়াক্ত থাকিবে সে পর্য্যন্ত ওজুও থাকিবে। নামাজের ওয়াক্ত অতীত হইলে উহাদের ওজু ভঙ্গ হইবে। অন্য ওয়াক্ত নামাজের সময় হইলে দ্বিতীয়বার ওজু করিতে হইবে। যেমন— কোন ব্যক্তি জোহরের সময় ওজু করিয়াছিল উহার পর উক্ত ওয়াক্ত অতীত হইলেই ওজু ভঙ্গ হইবে। উল্লিখিত লোকদিগকে আরবি ভাষায় মাজুর বলে। কোন ব্যক্তি যেন এ কথা মনে না করে যে নামাজের ওয়াক্ত অতীত হইবার পূর্ব্বে তাহার ওজু ভঙ্গ হয়। অর্থাৎ মাজুর ব্যক্তির যে পর্য্যন্ত নামাজের ওয়াক্ত অতীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার ওজু থাকিবে। কিন্তু কোন অশৌচ * কার্য্যে ওজু ভঙ্গ হইবে। কোন ব্যক্তির শরীরে ঘা কিংবা পাচড়া হইতে সর্ব্বদা রক্ত পড়িতেছে এরূপ অবস্থায় ওজু করার পর রক্ত নির্গত

* বাহ্য, প্রস্রাব, বায়ু নিঃসরণ, শরীর হইতে রক্ত নির্গত হওয়াকে অশৌচ বলে।

হইলে ওজু ভঙ্গ হইবে না। কিন্তু অশৌচ কার্য্যে ওজু ভঙ্গ হইবে। যে ব্যক্তি এক মুহূর্ত্তের জন্য অশৌচ না হইয়া থাকিতে পারে না সে মাজুরের মধ্যে গণ্য হইবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নাজাসাত পাক করিবার বিবরণ।

যদি তাজা কি শুষ্ক নাজাসাত— যেমন রক্ত, প্রস্রাব ইত্যাদি কিছুতে লাগিয়া তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা ধৌত করিবে ; নচেৎ নামাজীর অঙ্গ, কাপড় ও বিছানা পাক হয় না। কোন তরল পাক বস্তু পানীতে ধুইলে পাক হয়, যেমন-গোলাপ, ছেরকা ইত্যাদি। কিন্তু যে নাপাক বস্তুর দাগ সাবানে ধুইলেও উঠে না, তাহা কেবল তিনবার ধৌত করিবে ; আর তিনবার নিঙড়াইবে। দাগ না উঠিলেও পবিত্র হয়। শরাব কি প্রস্রাব ধৌত করিলেও যদি দাগ থাকে তবে উহা পাক হয় ; এইরূপ দুধ, কি তেলের দাগ থাকিলে কোন ক্ষতি নাই।

যদি শারাব কি প্রস্রাব অঙ্গে লাগে তবে তিনবার ধৌত করিবে। কাপড়ে লাগিলে তিনবার ধৌত করিয়া তিনবার নিঙড়াইবে, যেন শেষকালে তাহাতে একটুও পানী না থাকে। যদি নিঙড়াইবার বস্তু না হয়, যেমন— বিছানা, সতরঞ্জি ইত্যাদি,- উহা এক একবার ধৌত করিয়া সম্পূর্ণভাবে পানী পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঝরিতে দিবে। এইরূপ তিনবার ধৌত করিয়া তিনবার ঝরাইবে। তাহা হইলে উহা পাক হইবে।

জুতাতে যদি মানুষ কি গরুর মল লাগিয়া থাকে, তবে

জমিনে ঘষিয়া উহা তুলিয়া দিলে পাক হইবে। প্রস্রাব লাগিলে জুতা ও মুজা ধৌত করিতে হইবে। ঐরূপ কাপড়ে বীর্য্য লাগিলে তিনবার ধুইয়া লইবে। মাটি হইতে নাজাসাতের চিহ্ন উঠিয়া গেলে ঐ জমি পাক হয়। উহার উপরে নামাজ পড়া জায়েজ, কিন্তু ঐ মাটিতে তায়াম্মোম করা জায়েজ নহে। কোন খাড়া গাছে নাজাছাত লাগিয়া থাকিলে তাহা সুখাইয়া গেলে পাক হইবে। যদি কাটা ঘাস বা গাছে নাজাসাত লাগে তবে ধৌত না করিলে পাক হইবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নাজাসাতের রকমের বিবরণ।

নাজাসাত (নাপাক) দুই প্রকার। প্রথম প্রকার—'গলিজা (অত্যন্ত গুরুতর নাপাক,) দ্বিতীয়—'খফিফা' (উহা হইতে কম) শরাব, মানুষের প্রস্রাব, বীর্য্য, গয়ের, রক্ত, পূঁজ, গোবর, মল ইত্যাদি নাজাসাত গলিজার মধ্যে গণ্য।

মহিত ও সরেবেকায়ার মধ্যে আছে, যেজন্তুর মাংস ভক্ষণ করা হারাম, ঐ জন্তুর মল মূত্র নাজাসাত গলিজা, যেমন গর্দ্দভ, বিড়াল, কুকুর, ইন্দুর ইত্যাদির মল মূত্র। আর হাঁস মুরগী প্রভৃতি হালাল হইলেও উহার মল মূত্র নাজাসাত গলিজা।

অশ্বের প্রস্রাব আর যেজন্তুর মাংস হালাল ঐ জন্তুর প্রস্রাব গরু, ছাগল, উষ্ট্র ইত্যাদি পশুর মূত্র। চিল, বাজ ইত্যাদির বিষ্ঠাও নাপাক। উহাকে নাজাসাত খফিফা বলে।

পাখী হালাল হইলে উহার বিষ্ঠা সাধারণতঃ নাপাক নহে। কিন্তু বিষ্ঠা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইলে উহা নাপাক। হংস্র ও মুরগীর বিষ্ঠায় দুর্গন্ধ আছে বলিয়াই ইহা নাপাক।

কবুতর, তিতর, গৌরিয়া ইত্যাদি— পাখীর বিষ্ঠা নাপাক নহে, উহা পাক। নাজাসাত-গলিজা সারাই দেরেম * পরিমাণ লাগিলে ধৌত করা ওয়াজেব। ইহার কম লাগিলে মাফ আছে, নামাজ পড়িলেও দোরস্ত হইবে। সারাই দেরেম পরিমাণের বেশী হইলে মাফ নাই এবং নামাজ পড়িলেও দোরস্ত হইবে না।

নাজাসাত-খফিফা কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কমভাগে লাগিলে মাফ আছে। উহা পরিধান করিয়া নামাজ পড়িলেও দোরস্ত হইবে। কিন্তু তাহার বেশী হইলে কাপড় ধৌত করিতে হইবে। কাপড় না ধুইয়া নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে না।

মৎস্যের রক্ত নাপাক নহে।

গাধা খচ্চরের লাল (লয়াব) পাক বস্তুকে নাপাক করিতে পারে না। গাধার ঝুটা পানী মশকুক্। ছুঁচের ডগায় যতটুকু কোন বস্তু থাকে ততটা প্রস্রাবের ছিটা পড়িলে ধুইতে হয় না।

কাপড়ের আস্তরে নাপাক কোন বস্তু লাগিয়া থাকিলে, উহা খুলিয়া রাখিলে নামাজ দোরস্ত হইবে।

যদি বিছানার এক পার্শ্ব হেলাইলে অন্য পার্শ্ব না হেলে এইরূপ স্থলে এক পার্শ্বে নাপাক লাগিয়া থাকিলে, অপর পার্শ্বে নামাজ পড়া দোরস্ত। সুতরাং এইরূপ কাপড় বিছাইয়া নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে। অন্য বিছানা নহে। (ফাতাবি, সরে বেকায়া)

যদি কেহ নাপাক ভিজা কাপড়ের উপর পাক কাপড় বিছাইয়া নামাজ পড়ে, আর ঐ কাপড়ের পানীতে শুষ্ক কাপড় ভিজিয়া না যায়, কি নিংড়াইলে পানী পড়ে না এমত হইলে নামাজ দোরস্ত হইবে, নচেৎ নহে।

---

* হাতের তালুর গর্ত্তে যতটুকু পানী ধরে এরূপ পরিমাণকে সারাই দেরেম বলে।

যে গৃহ গোবর-মাটির দ্বারা লেপা হইয়া শুষ্ক হইয়াছে, উহার উপর ভিজা কাপড় বিছাইয়া নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে।

কাপড়ের কোন্ দিকে নাপাক লাগিয়াছিল, কেহ যদি তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অন্য দিকে ধুইয়া নামাজ পড়ে, তাহা হইলে নামাজ দোরস্ত হইবে। যেমন— দুইজন চাষীর দুই মন গমের উপর গাধায় প্রস্রাব করে এবং তাহারা এক এক মন ভাগ করিয়া লইয়া উভয়ে স্থির করিল যে, নাপাক অংশ গম উহার ভাগে পড়িয়াছে, তাহা হইলে উভয়ের গমই পাক বলিয়া গণ্য হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এস্তেঞ্জা ও কুলুখ লইবার বয়ান।

প্রস্রাব করিবার পরে তিনবার গলা খাঁকার করিয়া লিঙ্গকে তিনবার দোহন করিয়া প্রস্রাব বাহির করিয়া দিবে, তত্‌পরে কুলুখ লইয়া টহ্‌লাইতে থাকিবে।

টহ্‌লাইবার সম্বন্ধে ফকিহগণের মতের বিভিন্নতা আছে। কেহ বলেন— চারি শত কদম, কেহ বলেন— দুই শত কদম, কেহ বলেন— দশ কদম, কেহ বলেন— যত বৎসরের বয়স তত কদম। কিন্তু সন্দেহ দূর হইলে আর কুলুখ ব্যবহার করিতে হয় না ; ইহা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কুলুখ লওয়া হইলে পানী লইয়া বাম হস্তের দ্বারা লিঙ্গ ও হস্ত তিনবার ধুইয়া ফেলিবে। কেননা পানীর দ্বারা ধৌত করা মোস্তাহাব। যদি পানী না পাওয়া যায়, তবে কুলুখ লইলেই শুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ নাজাসাত পাক করাকেই এস্তেঞ্জা বলিয়া থাকে। কুলুখ লইবার সময় আস্তিনের কাপড়

গুটাইয়া বাম হস্তে তিনটী কুলুখ্ লইবেন। কম বেশী লইলেও ক্ষতি হয় না।

পায়খানা যাইবার সময় বাম পা আগে রাখিবে; কাবার দিকে মুখ, পিঠ করিয়া বসিবে না। খোদাতায়ালার নাম লিখিত কোন বস্তু কি কোরান শরিফ সঙ্গে রাখিবে না। পায়খানা বসিবার অগ্রে তিনটী কুলুখ সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, পরে শয়তানের ধোকা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই দোয়া পড়িবে,—

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الرِّجْسِ الْخَبِيْثِ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ—আউজ বিল্লাহে মেনারেজ্ছেল খাবিছেশ্ শায়তানের রাজিম।

পায়খানা ফিরিবার সময় বাম-পদে খুব ভর দিয়া বসিবে; উহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাহ্য হইয়া যায়। টাটীতে পায়খানা ফিরিলে ঐ খানেই বসিয়া এস্তেঞ্জা করিবে। ময়দান হইলে একটু নির্জ্জন স্থানে বাহ্যে বসিবে। পায়খানা বসিবার অগ্রে 'দূরে হইতে সতর খুলিও না; যাহাতে অন্য লোকের দৃষ্টি না পড়ে তজ্জন্য খুব সতর্ক থাকিবে। মানুষের বসিবার স্থানে, পথে-ঘাটে, ফলবান বৃক্ষের নীচে পায়খানায় কখনই বসিবে না, বায়ুমুখে প্রস্রাব-পায়খানা করিবে না এবং চন্দ্র সূর্য্যের দিকে ঐ সময় চাহিয়া দেখিবে না। কেননা ফেরেশ্তাগণ চন্দ্র, সূর্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন, উহাদিগকে আদব করিতে হয়।

পুরুষ লোক গ্রীষ্মকালে পায়খানা করিয়া এই নিয়মে কুলুখ লইবে, প্রথম কুলুখ্ সম্মুখ দিক হইতে টানিয়া পশ্চাৎ দিকে ফেলিবে, দ্বিতীয় কুলুখ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে, তৃতীয় কুলুখ পূর্ব্বের ন্যায় সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে টানিয়া নিক্ষেপ করিবে। তিনটী কুলুখ লওয়া সোন্নত। কিন্তু ইহার কমে ময়লা পরিষ্কার হইয়া যায় তবে কম লইলেও দোষ হয় না। শীতকালে ইহার

বিপরীত ভাবে লইবে, প্রথম কুলুখ্ পশ্চাৎ হইতে অগ্র ভাগে, দ্বিতীয়বার সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ, তৃতীয় কুলুখ্ পশ্চাৎ হইতে সম্মুখদিকে টানিয়া নিক্ষেপ করিবে। কেননা শীতকালে অণ্ডকোষ নড়ে না উহাতে নাজাসাত্ লাগিবারও আশঙ্কা নাই।

স্ত্রীলোক সকল সময়েই পায়খানা ফিরিয়া কুলুখ্ সম্মুখ দিয়া টানিয়া পশ্চাৎ দিকে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। কুলুখ্ লইবার পরে পানীতে বাম হস্তের চারি অঙ্গুলির দ্বারা আবদস্ত (ধৌত) করা উত্তম। কিন্তু অঙ্গুলির নখের দ্বারা আবদস্ত করিবে না। উহাতে অর্শরোগ হয়। আবদস্ত করিয়া উত্তমরূপে মুখ হাত ধৌত করিবে।

কেহ বলেন, এস্তেঞ্জা সাতবার অথবা তিনবার করিবে। কিন্তু আসল কথা, সন্দেহ দূর হইলেই আবদস্ত করা সঠিক হয়। কুলুখে পরিষ্কার করিবার পরেও সারাই দেরেমের কম নাজাসাত লাগিয়া থাকিলে পানীতে আবদস্ত করা সোন্নত। ইহার বেশী লাগিয়া থাকিলে পানীতে আবদস্ত করা ফরজ; সারাই—দেরেম পরিমাণ লাগিলে পানীতে আবদস্ত করা ওয়াজেব। জরুরাত সময় পানীতে আবদস্ত করিবার কালে সতরের দিকে কাহারও নজর পড়িলে ফাসেক হইবে না।

নিম্ন লিখিত বস্তু দ্বারা এস্তেঞ্জা করা জায়েজ যথা—পাথর, মাটি, ঢিলা, ধূলা, বালি, তুলা, নেকড়া (ছেড়া বস্ত্র)। কিন্তু হাড় কাষ্ঠ, শিশা, ইট, কয়লা, ঘাস, ঘুটে, গোবর, কোন খাবার বস্তুতে, যেমন— লবণ ইত্যাদি দ্বারা এস্তেঞ্জা কুলুখ করা দোরস্ত নহে। সাদা কাগজে কিম্বা ডাহিন হস্তে এস্তেঞ্জা করা মকরুহ তহরিমা। কিন্তু জরুরাত কালে মকরুহ হয় না।

কান্জাল এবাদ গ্রন্থে লিখিত আছে, সাদা কাগজে এস্তেঞ্জা না করা ভাল, কারণ ইহাতে মোস্লেমগণের পক্ষে আদব করা হয়। এস্তেঞ্জা করা পানী উরুতে বহিয়া পড়িলে ভিন্ন ছেঁড়া কাপড়ে মুছিয়া ফেলা ভাল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ।

ফজরের নামাজ ছোবেহ্-ছাদেক হইতে আরম্ভ হয়। ভোরের সময় পূর্ব্ব আকাশের ধারে একটা সাদা বর্ণ যাহা দৃশ্য হয়, উহাকেই ছোবেহ্-ছাদেক বলে। ঐ সময় হইতে যতক্ষণ সূর্য্যোদয় না হয় ততক্ষণ ফজরের ওয়াক্ত থাকে। ইহার পূর্ব্বে যে ওয়াক্ত তাহাকে ছোবেহ-কাজেব বলে। ঐ সময় ফজরের নামাজ পড়া দোরস্ত হইবে না।

জোহরের নামাজের ওয়াক্ত সূর্য্য পশ্চিমদিকে একটু ঢলিলেই আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ প্রত্যেক বস্তুর আসল ছায়া ছাড়িয়া দ্বিগুণ না হয়, ততক্ষণ জোহরের ওয়াক্ত থাকে। কিন্তু হজরত এমাম আবু হানিফাঃ (রাঃ) বলেন, যতক্ষণ প্রত্যেক বস্তুর আসল ছায়া ব্যতীত উহার সমতুল্য ছায়া না হয় ততক্ষণ থাকে।

কেহ যদি নামাজের ওয়াক্ত চিনিতে চায় তবে এইরূপ করিবে। একটী কাষ্ঠ (লাকড়ী) জমিতে পুঁতিয়া রাখিবে। মালেক ওলমা কাজী শাহাবুদ্দীন লিখিয়াছেন, কাটীর ছায়া যখন বেশী বা কম হয় না ঠিক থাকিয়া যায়, তাহাকে আসল ছায়া বলে। উহা হইতে বেশী হইলে জোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। সুতরাং আসল ছায়া ভিন্ন যখন ছায়া কাঠের পরিমাণ হয়, তখন জোহরের ওয়াক্ত থাকে না। আসর নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হইয়া থাকে ও ঐ আসরের ওয়াক্ত সূর্য্যাস্ত না যাওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। সূর্য্য ডুবিলে আর থাকে না, মগরেবের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়।

যতক্ষণ পশ্চিমাকাশে সরখি (লালবর্ণ) দেখা যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মগরেবের ওয়াক্ত থাকিবে। সরখি রং অদৃশ্য হইলে মগরেবের ওয়াক্তও চলিয়া যাইবে। ইহার পর হইতে এশার ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। উহা ছোবেহ্‌- ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। বেতের নামাজ পড়ার ওয়াক্ত এশার নামাজ পড়া শেষ হইলেই আরম্ভ হয়, আর ছোবেহ্‌-ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত বেতেরের সময় পাওয়া যায়। সুতরাং এশা ও বেতের নামাজের একই ওয়াক্ত ; কিন্তু ইহার তরতিবের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এশা অগ্রে পড়িয়া পরে বেতের নামাজ পড়িতে হয়।

মোস্তাহাব ওয়াক্তের বয়ান।

সূর্য্যোদয় হইলে ফজরের নামাজ পড়া আরম্ভ করা মোস্তাহাব। কিন্তু এমন সময় আরম্ভ করিবে যেন ওজু নষ্ট হইলে ওজু করিতে পারা যায় এবং (নামাজে) চল্লিশ আয়েত কেরাত পাঠ করা যায়। হজরত রসুলে করিম (সঃ) বলিয়াছেন,—

(হাদিস)

أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهٗ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ

উচ্চারণ—আছফেরু বিল ফাজরে ফা-ইন্নাহু আজামো লেল্ আজ্‌রে।

ফজরের নামাজ রৌশন (উজালা) হইলে আদায় করিবে। সকালের আলোকে ফজরের নামাজ পড়িলে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। আর গরম কালে জোহর নামাজে তাখির (বিলম্ব) করা মোস্তাহাব। যেমন হজরত রসুলে করিম (সঃ) বলিয়াছেন—

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلٰوةِ

উচ্চারণ—এজাস্ তাদ্দাল্ হার্‌রো ফা আবরেদু বেচ্ছালাত।

গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ তাখির করিয়া পড়িবে যেন রৌদ্রের তেজ কিছু কম হয়। ছহি বোখারিতে লিখিত আছে—

فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

উচ্চারণ—ফাইন্না শেদ্দাতাল হার্‌রে মেন ফায়হে জাহান্নামা।

গ্রীষ্মকালে এই জন্য গরম বেশী হয় যে নরকের অগ্নির তেজ অধিক হয়। আসরের নামাজ পড়িতে চিরকাল 'তাখির' করা মোস্তাহাব। কিন্তু এরূপ 'তাখির' করা উচিত নহে, যাহাতে সূর্য্যের রৌসন মলিন আকার ধারণ করে। এরূপ প্রকার অধিক গৌণ করিয়া নামাজ পড়া মকরুহ। এশার নামাজ রাত্রের এক তৃতীয়াংশ গৌণ করিয়া পড়া মোস্তাহাব। কিন্তু অৰ্দ্ধেক রাত্রি বিলম্ব করা মোবাহ. আর বিনা আপত্তিতে অৰ্দ্ধেক রাত্রির বেশী গৌণ করা মকরুহ। বেতের নামাজ শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত 'তাখির' করা মোস্তাহাব। মোস্তাহাব ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তির রাত্রি জাগরণ অভ্যাস আছে, নতুবা শয়ন করিবার পূর্ব্বে এশার সঙ্গে বেতের পড়িয়া লইবে। বর্ষাকাল ব্যতীত মগরেবের নামাজ সকল সময় আওয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব। এইরূপ বর্ষাকালে আসর ও এশার নামাজ আওয়াল ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব। ইহা ব্যতীত সকল সময়ে 'তাখির' করা উত্তম।

যে সকল ওয়াক্তে নামাজ পড়া মকরুহ, ও না দোরস্ত তাহার বয়ান।

সূর্য্য লাল হইয়া উঠিবার সময়, সূর্য্য মস্তক বরাবর হইলে; অর্থাৎ ঠিক দুই প্রহরের সময় ও সূর্য্যাস্ত যাইবার কালে ওয়াক্তিয়া

নামাজ বা জানাজার নামাজ পড়া ও তেলাওত-সেজদা করা দোরস্ত নহে। আসর পড়িতে পড়িতে এক রাকাত বাকী থাকিতেই যদি সুর্য্য ডুবিয়া যায় তবে দোরস্ত আছে। কিন্তু অবহেলা করিয়া বিলম্ব করিবে না, যে হেতু ঐ সময় পড়া মকরুহ্।

সূর্য্য ডুবিবার পূর্ব্বে যদি এক রাকাত আসর পড়া যায় তবে তাহার পুরা আসর পাওয়া হইল। কিন্তু অন্য কোন নামাজ এ তিন সময় পড়া দোরস্ত নহে। এমাম জুমার খোৎবা পাঠ করিতে উঠিলে নফল নামাজ পড়া মকরুহ্। ছোবে ছাদেকের ভিতর আসরের ওয়াক্তে আসর পড়ার পরে নফল নামাজ পড়া মকরুহ। সকালে ফজরের সোন্নত দুই রাকাত নামাজ কাজা হইলে উহা পড়া, সেজদা-তেলাওত করা আর জানাজা পড়া দোরস্ত ; (আসর ও ফজরের ওয়াক্তের মধ্যে) মক্কায় বিনা হজ্জের সময় ব্যতীত দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া দোরস্ত নাই। জোহর, আসর, মগরেব কখনই এক ওয়াক্তে এক সঙ্গে পড়া দোরস্ত হয় না। কাজা নামাজ যে ওয়াক্তে ইচ্ছা হয় পড়িতে পারে। এখানে ইহার কোন কথাই নাই।

আসর ও এশার ওয়াক্তের পূর্ব্বে যে স্ত্রীলোক হায়েজ ও নেফাছ হইতে পাক হয় তাহাকে আসর ও এশার নামাজ পড়িতে হইবে।

একজন বালক বালেগ (যুবক) হয় কি একজন কাফের বালক অথবা বালেগ এমন ওয়াক্তে মোসলমান হয় যে, তাহাতে কেবল তহরিমা বাঁধা যায়, এমত অবস্থায় উভয়কে ঐ ওয়াক্তের কাজা নামাজ পড়া ওয়াজেব। কিন্তু শেষ ওয়াক্তে স্ত্রীলোকের যদি হায়েজ হয় তাহার পক্ষে সে ওয়াক্তের কাজা নামাজ পড়া ওয়াজেব হয় না।

সওয়াল। খোদাতায়ালা রাত্র দিবার মধ্যে যে সতর রাকাত নামাজ ফরজ করিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি কি সওাব পাওয়া যায় ?

জওয়াব। দিবসের আট রাকাত ফরজ নামাজ আদায়কারীর জন্য খোদাতায়ালা বেহেস্তে আটটী দ্বার খুলিয়া দেয় আর রাত্রের সাত রাকাত ফরজ নামাজের পরিবর্ত্তে দোজখের সাতটী দ্বার বন্ধ হয়।

ছোবে সাদেকের সময় যে দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়িতে হয়, উহা রাত্র-দিবার মধ্যে গণ্য। তন্নিমিত্ত ঐ দুই রাকাতের পরিবর্ত্তে নামাজীর রাত্র দিবার পাপ বিমোচন হইয়া যায় (*)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজান ও আকামতের বয়ান।

পুরুষের পক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার নামাজে আজান দেওয়া সোন্নতে মোয়াক্কেদাহ্। কিন্তু স্ত্রীলোকের আজান দেওয়া সোন্নত নহে। আর নফল নামাজ, জানাজার নামাজ ও ঈদের নামাজের জন্য আজান দেওয়া সোন্নত নহে। নামাজের ওয়াক্তে আজান দেওয়া সোন্নত; কিন্তু ওয়াক্তের পরে নামাজ বাদে আজান দেওয়া সোন্নত নহে। ওয়াক্তের পূর্ব্বে কেহ যদি আজান দেয় দোহরাইতে হইবে। কিন্তু এমাম ইউসুফ ও এমাম শাফি (রঃ) মতে ফজরের নামাজের জন্য অৰ্দ্ধেক রাত্রে আজান দেওয়া জায়েজ আছে। আজান ঐ লোক দিবেন, যিনি ঠিক ওয়াক্ত চিনিতে পারেন। নতুবা আজান দিবে না। আজান দিবার সময় কেবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে, আর আপনার দুইটী অঙ্গুলি দুই কর্ণে রাখিয়া যখন "হাইয়া আলাছ্ছালাত" কহিবে, তখন মুখ ডাহিন দিকে ফিরাইবে। তৎপরে যে সময় "হাইয়া আলাল্‌ফালাহ্" বলিবে,- তখন মুখ বামদিকে ফিরাইবে। ফজরের সময় আজানের শেষে "আছ্ছালাত খায়রম্মিনান্নাউম্" দুইবার বলিতে হইবে; আজান দিবার সময় আজানের শব্দগুলি বিশুদ্ধভাবে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া

(*) গোণা ছগিরা। কবিরা গোণা নহে।

বলিবে, আজানের একটী অক্ষর এমন কি আকার ওকার পর্য্যন্ত কম বেশী বলা না হয়। খোস্‌ এলহানে আজান দেওয়া অতি উত্তম। আজান দিবার কালে পা দুইটী এক স্থানেই রাখিবে।

আজানের স্থান এমন হওয়া উচিত যেন তথা হইতে শব্দ দূরে যায়। 'হাইয়ালাছ্‌ছালাত বলিয়া মুখ ফিরাইবার সময় পা তুলিবে না। কিন্তু পা না তুলিলে যদি আওাজ বেশী না হয় তবে পা তুলিতে পারিবে। আজানের অর্থ— নামাজের সংবাদ দেওয়া।

আকামত প্রায় আজানের তুল্য। তবে পৃথক এই যে আকামতের শব্দগুলি শীঘ্র শীঘ্র বলিবে। 'হাইয়া আলালফালাহ্‌' বলিবার পরে ঠিক কাবামুখী হইয়া দাঁড়াইয়া 'কাদ্‌কামাতে্‌ চ্ছালাত' দুইবার বলিবে। আজান ও আকামত দিতে দিতে কোন কথা বলিবে না।

মত্তাখারিন্‌ লোকে সকল নামাজেই তছুয়েবকে পছন্দ করিত। কিন্তু প্রাচীন লোকের নিকট উহা মকরুহ্‌। তবে ফজরের ওয়াক্তে মকরুহ নহে। মজাহেদ লোক হইতে বর্ণিত আছে, কোন মজাহেদ বলিয়াছেন, একদা আমি হজরত আব্‌দুল্লা-বিন্‌-হজরত উমর (রাঃ) সহিত এক মস্‌জিদে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাহাতে আজান হইয়া গিয়াছে, আমরা ইচ্ছা করিলাম নামাজ পড়িব; এমন সময় মোয়াজ্জেন "তছুয়েব" বলেন তখন হজরত আবদুল্লা আমাকে সঙ্গে লইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, এই বেদাতীদিগের মস্‌জিদে নামাজ পড়িব না। "তছুয়েব" হজরতের পরে বাহির হইয়াছে, তিনি "তছুয়েব" বলা মকরুহ্‌ জানিতেন। আ-য়ালাম আ-য়ালাম, কিম্বা আছ্‌ছালাত আছ্‌ছালাত শব্দ গুলিকে তছুয়েব বলে।

মোয়াজ্জেন আজান আর আকামতের মধ্যে চার রাকাত নামাজ পড়িতে যতটা সময় লাগে ততটা গৌণ করিবে। কিন্তু মগরেবের ওয়াক্তে গৌণ করিবে না। একটু পরেই আকামত দিয়া নামাজ পড়িবে।

যদি এক ওয়াক্তের নামাজ ফওত হয়, তবে আজান আকামত দুইটাই বলিবে। আর অধিক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হইলে, প্রথম ওয়াক্তের কাজার জন্য আজান আকামত বলিবে, ইহা ভিন্ন বাকী ওয়াক্তের নামাজের জন্য দুইই বলা যাইতে পারে, নতুবা শুধু আকামত বলিলেই হইবে।

বেওজু লোকের আজান বলা দোরস্ত, কিন্তু আকামত বলা দোরস্ত নহে, ইহা মকরুহ। যদি বিনা ওজুতে কেহ আকামত দেয় তবে উহা দোহরাইতে হইবে না। জুনুব অবস্থায় আজান ও আকামত দেওয়া মকরুহ্। যদি কেহ ঐরূপ অবস্থায় আজান ও আকামত দিয়া ফেলে, তবে আজান দোহরাইয়া দিবে, আকামত দিতে হইবে না। কেননা শরিয়তে দুইবার আকামত দিবার আদেশ নাই। আকামত উপস্থিত লোককে শুনান প্রয়োজন। অতএব একবার বলায় সকলেই শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু আজান উপস্থিত ও অনুপস্থিত লোকদিগকে শুনান দরকার। কাজেই এ অবস্থায় কেহ যদি শুনিতে না পাইয়া থাকে তবে দ্বিতীয়বার আজান দেওয়াগতি উত্তম কার্য্য।

জুনুব, মাতাল, পাগল, স্ত্রীলোক ইহাদের আজান দেওয়া মকরুহ। যদি ইহাদের মধ্যে কেহ আজান দেয়, অন্যকে পুনর্ব্বার আজান দোহরাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব।

মোসাফেরের পক্ষে আজান আকামত দেওয়া জায়েজ। যদি কোনটাই না দেয় তবে তাহার পক্ষে মকরুহ। শুধু আকামত দিয়া নামাজ পড়াও জায়েজ; মসজিদে জামাতে নামাজ পড়িলে, আজান ও আকামত দিয়া নামাজ পড়িবে। শুধু আকামত দিয়া নামাজ পড়া মকরুহ্। সহর নিবাসী লোক ঘরে নামাজ পড়িলে আজান ও আকামত দুইই বলিবে। যদি না বলে তাহাও জায়েজ; যেহেতু সহরের মসজিদের আজান ও আকামতে তাহার জন্য কেফায়েত করে। এবনে সউদ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, ঐ আজান মহল্লার মধ্যে কেফায়েত করে।

যেমন সহরবাসীর প্রতি আদেশ, সেইরূপ কোন গ্রামের মস্‌জিদে প্রত্যহ আজান আকামত হইলে গ্রামবাসীর বিনা আজান আকামতে নামাজ দোরস্ত। যে মস্‌জিদে প্রত্যহ আজান আকামত হয় সেই গ্রামের লোকের নামাজের পূর্ব্বে আজান ও আকামত দিতে হইবে। নতুবা মোসাফেরের ন্যায় কেবল আকামত দিয়া নামাজ পড়াও জায়েজ। কিন্তু উভয়টী ত্যাগ করা মকরুহ।

আকামত দিবার সময় যখন "হাইয়া আলাচ্ছালাত" বলিবে, তখন এমাম ও মোক্তাদিগণ খাড়া হইবে; এবং যখন "কাদকামতে-চ্ছালাত" বলিতে আরম্ভ করিবে তখন এমাম নামাজ আরম্ভ করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাজের শর্ত্তের বয়ান।

নামাজের ছয়টী শর্ত্ত উহা নামাজের পূর্ব্বে সমাধা করিতে হয়। এই এক একটা শর্ত্ত পালন করা ফরজ। ইহা পালন না করিলে নামাজ পড়া দোরস্ত হইবে না।

প্রথম শর্ত্ত—নামাজীর পাক হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ ওজু না থাকিলে ওজু করা, জুনুব থাকিলে স্নান করিবে, এবং শরীরে কোন নাজাসাত লাগিয়া থাকিলে সেই স্থান ধুইয়া ফেলিবে।

দ্বিতীয় শর্ত্ত— পরিধানের কাপড় পাক ও ছাফ হওয়া উচিত। যদি কোন লোক বিনা ওজরে নাপাক কাপড়ে নামাজ পড়ে তবে তাহার নামাজ বাতিল হইবে।

যে ব্যক্তির তিন অংশ কাপড় নাপাক ও একাংশ কাপড়

পাক এমত অবস্থায় অন্য কাপড় অভাবে কিম্বা কাপড় ধুইবার জন্য পানী ইত্যাদি অভাবে ঐ কাপড়েই নামাজ পড়িবে, দোহরাইবার আবশ্যক নাই। ঐরূপ কাপড় থাকাসত্ত্বেও উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। সুতরাং যদি তিন অংশের বেশী কাপড় নাপাক ও এক অংশের কম পাক হয় তবে ঐ কাপড়েই নামাজ আদায় করা আফজল। অথবা কাপড় রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িলেও দোরস্ত হইবে। যদি সমুদয় কাপড় নাপাক থাকে তবে ঐ কাপড় পরিয়া নামাজ পড়া উত্তম; কারণ ইহাতে ছতর ঢাকা থাকে। কিন্তু উলঙ্গ হইয়া নামাজ পড়িলেও হইবে; সুতরাং এ অবস্থায় বসিয়া নামাজ পড়া মোস্তাহাব, কারণ ইহাতে গুপ্ত অঙ্গ প্রকাশ হয় না।

তৃতীয় শর্ত্ত—জমি পাক হওয়া দরকার, দুই পা ও জানু রাখিয়া সেজদা করা যায় এই পরিমাণ জমি, পাক হইলেই চলিতে পারে। ইহা ভিন্ন বাকী স্থান নাপাক হইলেও নামাজ দোরস্ত হইবে।

যদি বিছানা ছোট হয় তবে পাক স্থানে বিছাইয়া তাহাতে পা রাখিবে। অশিক্ষিত লোক পা জমিতে রাখিয়া বিছানায় সেজদা করে, ইহা উচিত নহে। বিমারী লোক নাপাক স্থানে যদি কাপড় বিছায় এবং তাহার উপর বিছানা বিছাইয়া নামাজ পড়ে তবে জায়েজ হইবে। নাপাক জমিতে একটা কাপড় বিছাইলে যদি নাপাক হয়, এবং উহার উপর আর একখানি কাপড় বিছাইলেও যদি উভয় কাপড় নাপাক হইয়া যায় তথাপি বিমারী লোকের এই নাপাক কাপড়ের উপর নামাজ পড়া দোরস্ত হইবে। যদি কোন স্থান কর্দ্দমে পরিপূর্ণ থাকে এবং অন্য স্থান নাপাক হয়, আর পাক স্থান না পাওয়া যায়, তবে ঐ কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া ইশারায় নামাজ আদায় করিবে। (উমদাতল ইসলাম)

চতুর্থ শর্ত্ত—নামাজী লোকের 'সতর' ঢাকা ফরজ। পুরুষের পক্ষে নামাজের জন্য নাভীর নীচে হইতে হাটুর নিম্ন পর্য্যন্ত এবং

ক্রীতদাসীর নাভীর নীচে হইতে হাটুর নিম্নে এবং বুক ও পীঠ আচ্ছাদিত করা উচিত। স্বাধীন স্ত্রীলোক নামাজ পড়িবার সময় সমুদয় অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবে। হাতের তালু, পা, মুখ বাহির থাকিলে নামাজ দোরস্ত হইবে। কিন্তু কু-অভিপ্রায়ে কোন পুরুষকে হাত, পা, মুখ খুলিয়া দেখাইলে—তাহা হারাম।

নামাজের ভিতরে স্ত্রীলোকের ছতরের চতুর্থ অংশের একাংশ বাহির হইলে নামাজ বাতেল হইবে। যেমন স্ত্রীলোকের পিঠ, পেট, মস্তকের কেশ, গুপ্ত অঙ্গ এই সকল অঙ্গের কোন একটীর চার ভাগের এক ভাগ খোলা থাকিলে নামাজ দোরস্ত হইবে না। পুরুষের নামাজের মধ্যে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ চতুর্থাংশের এক অংশ খোলা থাকিলে নামাজ বাতেল হইবে। ঐরূপ ক্রীতদাসীর জন্যও আদেশ আছে।

ছতর ঢাকা, কেবল অন্য লোকের জন্য ফরজ; নিজের দেখার জন্য নহে। সুতরাং কেহ যদি নামাজ পড়িতে পড়িতে উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং নিজের গুপ্ত অঙ্গ নিজেই দেখে তবে নামাজ দোরস্ত হইবে। অপর লোক দেখিলে নামাজ হইবে না। যাহার একবারেই কাপড় নাই, সে বসিয়া বিনা রুকু সেজ্দায় নামাজ আদায় করিবে। ইহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত।

পঞ্চম-শর্ত্ত— কেবলার দিকে মুখ করা। যদি কাবার দিকে হিংস্র জন্তু কি কোন শত্রু থাকে, জন্তু কর্ত্তৃক মারা যাইবার ভয়ে বা শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইবার ভয়ে, খাড়া হইয়া বসিয়া এমন কি শয়ন করিয়া যেদিক ইচ্ছা, মুখ করতঃ নামাজ পড়িলে নামাজ দোরস্ত হইবে।

যদি কেহ এমন স্থানে যাইয়া পৌঁছায় যে, কোন দিকে কাবা নির্ণয় করিতে পারে না তবে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া নামাজ পড়িবে। বিনা জিজ্ঞাসায় দেলের নির্ণয়ে যদিও সে ঠিক কাবা মুখে নামাজ পড়ে, তাহা কখনই দোরস্ত হইবে না। কিন্তু কোন লোক

যদি নিকটে না থাকে তবে যে দিক কেবলা দেলের মধ্যে স্থির করিয়া নামাজ সেইদিকে পড়িলে দোরস্ত হইবে। নামাজ পড়িবার পরে মনে যদি সন্দেহ হয়, 'যে কেবলা-মুখে নামাজ পড়া হয় নাই; এ অবস্থায়ও নামাজ দোরস্ত হইবে, আর দোহরাইয়া পড়িতে হইবে না। কেননা, পূর্ব্বে দেলের একিনে নামাজ ছহি হইয়াছে।

একজন লোক দেলের একিনে একদিক কাবা নির্ণয় করতঃ এক রাকাত নামাজ পড়িবার পরে অন্য দিকে কাবা আছে বলিয়া দেলে বিশ্বাস করিল, এঅবস্থায় যেদিক কেবলা বলিয়া বিশ্বাস, সেইদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িবে। যে এক রাকাত নামাজ পড়িয়াছিল তাহাও দোরস্ত হইবে।

দেলের একিনে কেবলা নির্ণয় না করিয়া যদি কেহ ঠিক কাবামুখী হইয়া নামাজ পড়ে। তাহা দোরস্ত হইবে না।

অন্ধকার রাত্রে এমাম একজামাত লোক লইয়া নামাজ পড়িতেছে। কিন্তু জামাতের লোক দেলের একিনে কাবা নির্ণয় করিয়া যে যাহার কাবা নির্ণয়ানুসারে বিভিন্ন মুখে নামাজ পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহারা অবগত নহে এমাম কোন মুখে নামাজ পড়িতেছেন; তবে সকলের বিশ্বাস এমাম আমাদের পশ্চাতে নাই সম্মুখেই আছে। ইহাতে সকলেরই নামাজ দোরস্ত হইবে। কিন্তু যাহার এমন বিশ্বাস হইল যে, এমামের মুখ আমার মুখের দিকে আছে, তাহার নামাজ দোরস্ত হইবে না। ঐরূপ যাহার বিশ্বাস এমাম আমার পশ্চাতে আছে তাহারও নামাজ হইবে না। শীত ও গ্রীষ্মকালে যে স্থানে সূর্য্য ডুবিয়া যায়, ঠিক ইহার মধ্যস্থলে কেবলা। এই দুইয়ের মধ্যস্থল ভিন্ন কেবল একদিকে নামাজ পড়িলে দোরস্ত নহে। আর কেহ বলেন, ডাহিনদিকে দুই ভাগ আর বামদিকে এক ভাগ ছাড়িয়া ইহার মধ্যে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবে।

ষষ্ঠ-শর্ত্ত—নিয়েত করা। নিয়েতের অর্থ অমুক ওয়াক্তে অমুক

নামাজ পড়িতেছি ইহা মনস্থ করা ফরজ। আর মুখে বলা মোস্তাহাব। সুতরাং নিয়েতকারী দেলে এমন বুঝে যে এইটী ফরজ নামাজ, আর মুখেও এই কথা বলে। কেহ যদি মুখে বলে, দেলে নিয়েত না করে, নামাজ দোরস্ত হইবে না। দেলে নিয়েত করিয়া মুখে বলাই উত্তম।

নফল, তারাবি ও সমস্ত সোন্নত নামাজে নিয়েত করিতে হইবে। নফল, তারাবি ও সমস্ত সোন্নত নামাজে সালাতেল নফল, সালাতে তারাবি কি সালাতেল সোন্নত না বলিয়া যদি কেবল আল্লার নামাজ আদায় করিতেছি বলে, তবে তাহার নামাজ দোরস্ত হইবে। কিন্তু ফরজ নামাজের নিয়েতে ওমুক ওয়াক্তের ফরজ নামাজ আদায় করিতেছি বলিতে হইবে। যেমন—জোহর, আসর ইত্যাদি।

গৃহবাসী (মকিম) কেবল জোহরের ফরজ নামাজের নিয়েত করিলে নামাজ দোরস্ত হইবে, চারি রাকাতের নাম না লইলেও হইবে। যে হেতু জোহরের চারি রাকাত ফরজ নামাজ। যখন জোহরের নিয়েত করা হইল, তখন চারি রাকাত বলাও দোরস্ত হইয়া গেল। কেহ বলেন, নিয়েতের সঙ্গে " কত রাকাত নামাজ " বলা শর্ত্ত নহে।

এমামের এমামতির জন্য নিয়েত করা শর্ত্ত নহে। যেমন এক ব্যক্তি ফরজ নামাজ পড়িতে ছিল, আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে এক্তেদার নিয়েত করিল, ইহাতে এমাম মোক্তাদী উভয়ের নামাজ দোরস্ত হইল। কেবল মোক্তাদীর জন্য এক্তেদার নিয়েত করা শর্ত্ত হইতেছে। আর মোক্তাদী যদি এক্তেদার নিয়েত না করে উহার নামাজ দোরস্ত হইবে না। এক্তেদার অর্থ এমামের তাবেদারী করা।

এমাম রুকুতে যাইতেছে এমন সময় কেহ যদি আসিয়া জামাতে ভর্ত্তি হইবার জন্য পুরা নিয়েত বলিতে যায় এবং প্রথম রাকাত না

পাইবার আশঙ্কা থাকিলে মোক্তাছার এইরূপ বলিলেও হইবে যথা :—

دَخَلْتُ فِي الصَّلٰوةِ هٰذَا الْإِمَامِ ❋

উচ্চারণ—"দাখালতো ফি ছালাতে হাজাল এমাম" কিম্বা হিন্দিতে বলে,— দাখেল হুয়া মেয় এস্ এমাম কি নামাজ মে; এইরূপ বাঙ্গালা জবানে বলিলেও হইবে।

নামাজের নিয়েত যে কোন ভাষায় হউক না কেন, নামাজ দোরস্ত হইবে।

কেহ যদি দেলে জানে যে, আমি জোহরের নামাজ পড়িতেছি, আর নিয়েত করিবার সময় মুখ হইতে আসরের নিয়েত বাহির হইয়া পড়ে, ইহাতে জোহরের নামাজ দোরস্ত হইবে। কেননা মুখের নিয়েতের মর্ত্তবা বেশী নহে, দেলের নিয়েতই আসল। মুখের ভুলে কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু দেলের বিশ্বাসের প্রতি নামাজের শর্ত্ত। আল্লাহ দেলের দিকেই লক্ষ্য রাখেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নামাজের ছেফতের বয়ান।

নামাজের ভিতর সাতটী ফরজ। এই সাত ফরজকে নামাজের ছেফ্‌ত বলে। প্রথম ফরজ নামাজের তকবির তহরিমা বলা। এজন্য তকবির-তহ্‌রিমা বলিয়া থাকে। নামাজের পূর্ব্বে পানাহার যে কোন কার্য্য ইত্যাদি মোবাহ্‌ ছিল, তক্‌বির-তহ্‌রিমা বলা মাত্রেই পানাহার কথা-বার্ত্তা করা সকলই হারাম হইয়া যায়।

তহরিমা ইহাকেই বলে, আল্লার তাজিম শব্দের সহিত নামাজ আরম্ভ করা। যেমন— আল্লাহো আকবর, কি ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান, কি সোবহানাল্লাহে কি আলহামদো লিল্লাহে. কি লাএলাহা ইল্লাল্লাহো এইরূপ কোন শব্দ বলিয়া নামাজ আরম্ভ করা।

যে শব্দের দ্বারা আল্লার নিকটে প্রার্থনা করা যায়, ঐ সকল শব্দে নামাজ আরম্ভ করা দোরস্ত নহে। যেমন— " আল্লাহোম্মাগ্‌-ফের্‌লি " বলা, কি আস্‌তাগ্‌ ফেরুল্লাহ বলিয়া নামাজ আরম্ভ করিলে দোরস্ত হয় না। তকবির বলিবার সময় আল্লাহ্‌ শব্দ " মদ " দিয়া ব্যবহার করিবে না। যেহেতু আল্লাহ শব্দ 'মদের' টান দিয়া উচ্চারণ করিলে নামের বিপরীত অর্থ হয় এবং উহার প্রতি বিশ্বাস করিলে কাফের হয়, আর নামাজ বাতেল হইয়া যায়। ঐরূপ " আকবর " শব্দের " বে " অক্ষরে " আলিফ " যোগ দিয়া 'আকবার' বলিয়া টানের সহিত 'আকবার' শব্দ উচ্চারণ করিলে নামাজ বাতেল হয় এবং নামের অর্থের প্রতি বিশ্বাস করিলে কাফের হইবে। কেননা শয়তানের একটী নাম আকবার। মোক্তাদী এমামের অগ্রে 'তক্‌বির-তহরিমা' বলিলে, মোক্তাদীর নামাজ বাতেল হইবে।

দ্বিতীয় ফরজ— নামাজের মধ্যে কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া।

দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া ফরজ, যতক্ষণ কেরাত পড়িবে নামাজে ততক্ষণ খাড়া থাকিতে হইবে। কেয়াম বিমারী-ওজর ব্যতীত ত্যাগ করিতে পারিবেক না। ফরজ নামাজে কেয়াম ফরজ ; কিন্তু সোন্নত ও নফল নামাজ বসিয়া পড়িলেও দোরস্ত হইবে। কেবল ফজরের সোন্নত নামাজ বসিয়া পড়া দোরস্ত নয়। যেহেতু এই সোন্নত নামাজ ওয়াজেবের নিকটবর্ত্তী।

তৃতীয় ফরজ— নামাজে কেরাত পড়া। কেরাত অর্থ

কোরান পড়া। আয়তাল কুরশির ন্যায় এক আয়েত পড়িবে; অথবা :—

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ *

উচ্চারণ—কুলেল্লা হুম্মা মালেকাল্ মোল্‌কে।

এইরূপ কোন ছোট তিন আয়েত পড়া ফরজ। এমাম আবু ইউসুফ, এমাম আহ্‌মদ, এমাম আজম (রঃ) বলেন,—ছোট হউক কিম্বা বড় হউক এক আয়েত পড়া ফরজ। যেমন 'তা-হা, ইয়াসিন্' ইত্যাদি। সারে বেকায়ার মধ্যে লিখিত আছে— এক আয়েত পড়া ফরজ। কিন্তু এক আয়েতের উপর যদি কেফায়েত করে তবে ঐ লোক গোণাগার হইবে। কেননা ওয়াজেব ত্যাগ করা হইল, কেবল কেরাত পড়া ফরজ। কিন্তু ফাতেহা পড়া ওয়াজেব এবং ফাতেহার সহিত অন্য কোন সুরা সংযোগ করিয়া পাঠ করা ও ওয়াজেব।

ফরজ নামাজের দুই রাকাতে কোরান পড়া ফরজ। ইহা ব্যতীত বেতের, সোন্নত, নফল ইত্যাদি সকল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কোরান পড়া ফরজ। জুমার নামাজে, দুই ঈদের নামাজে, ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজে, মগরেবের প্রথম দুই রাকাত ফরজ নামাজে, এশার প্রথম দুই রাকাত ফরজ নামাজে, রমজান মাসে বেতেরের তিন রাকাত নামাজে এমাম উচ্চৈঃস্বরে কোরান পড়িবে। এমন ভাবে কোরান পড়িতে হইবে যেন পার্শ্বের লোক শুনিতে পায়। ইহা ভিন্ন সকল নামাজে খফি অর্থাৎ চুপে চুপে কোরান পড়িবে। খপি পড়িতে হইলে যেন নিজেই স্বকর্ণে শুনে। একেলা পড়িলে ইচ্ছা হয়ত নিঃশব্দে নতুবা শব্দ করিয়া পড়িবে। কাজা নামাজ চুপে পড়া ওয়াজেব। মোসাফের পরবাসে শত্রু কর্ত্তৃক বিপদ গ্রস্ত হইবার ভয় থাকিলে চুপে পড়িবে, নতুবা শব্দ করিয়া পড়িতে হইবে। যে সময় নির্ভয় হইবে ঐ সময় ফজর জোহর নামাজে ফাতেহা পড়িবার পরে সুরা বুরুজ ও এজাচ্ছামায়ের ন্যায় কোন

সুরা পড়িবে। আসর ও এশার নামাজে সুরা ফাতেহার পরে সুরা বুরুজের ন্যায় কিম্বা উহা হইতে ছোট সুরা পড়া উচিত। মগরেবের নামাজে খুব ছোট সুরা পড়িতে হয়। জরুরতের সময় কিম্বা ওয়াক্ত কম থাকিলে, ছোট সুরা পড়িয়া লইবে। মুতম্ ব্যক্তি কোরান না পড়িয়া এমামের কোরান শুনিবে ও চুপ করিয়া থাকিবে। মুতম্ ঐ লোককে বলে, যে ব্যক্তি এমামের সহিত প্রথম রাকাতে মিলিয়াছে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে মিলিয়াছে, সে ব্যক্তি প্রথম রাকাতের নামাজে এমামের আগের সুরা পড়িবে। এমামের সঙ্গে নামাজ পড়িবার সময় মোক্তাদি চুপ থাকে আর শুনে। যেমন—খোদাতায়ালা আপনার পাক কালাম কোরান শরিফ সুরা আরাফে ফরমিয়াছেন,—

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *

উচ্চারণ—অয়েজা কোরেয়াল্ কোর্‌য়ানো ফাছতামেউ লাহু ওয়ান্‌ছেতু লা-আল্লাকুম তোরহামুন।

যখন (কেহ) নামাজে কোরান পড়ে তুমি শুন ও চুপ করিয়া থাক। যতক্ষণ এমাম কোরান পাঠ করে ততক্ষণ তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হইবে। জুমার দিনে যখন এমাম খোৎবা পাঠ করিবে তখনও চুপ করিয়া থাকিবে ও শুনিবে, এই জন্যই খোৎবায় কোরানের আয়েত পাঠ করা হয়। এমন কি যে স্থানে কোরান তেলাওত হইবে সেখানেও চুপ করিয়া শুনিবে।

হজরত আবু হোরেরা (রাজিঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন, যে হজরত নবী করিম (সঃ) ফরমিয়াছেন,—

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ *

উচ্চারণ - ইন্নামা জোয়েলাল এমামোল্ ইউতেম্মা বিহি।

এমাম এজন্য করা হইয়াছে 'যে উহার প্রতি এক্তেদা করিয়া উহারি তাবেদারী করিবে। এজন্য মোক্তাদিকে এমামের পয়রুবী করা উচিত। আবু দাউদ ও নেসাই; ও এবনে মাজা রওয়ায়েত করিয়াছেন।

فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا *

উচ্চারণ—ফায়েজা কাব্বারো ফাকাব্বেরু অ-য়েজা কোরেয়া ফান্‌ছেতু।

এমাম যখন তকবির দেয় তোমরাও তাহার সঙ্গে তকবির দাও, আবার যখন সে কেরাত পড়ে তোমরা চুপ করিয়া শুন। যখন এমাম খোৎবা পাঠ করিতে করিতে হজরতের নাম উচ্চারণ অথবা নিম্নলিখিত আয়েত পাঠ করিবেন, তখন তোমরা চুপে চুপে হজরতের প্রতি দরুদ পড়িবে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ

وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

উচ্চারণ—ইয়া আইয়োহাল্লাজিনা আমানু ছাল্লু আলায়হে ওছাল্লেমু তাছলিমা।

যদি কেহ ভুলে এ ার নামাজে ফাতেহা পড়িয়া অন্য সুরা না পড়ে, তবে শেষ দুই রাকাতে শব্দ করিয়া ফাতেহা পড়িয়া দুই সুরা পড়িয়া লইবে। এমাম কিম্বা অন্য ব্যক্তি প্রথম দুই রাকাতে ফাতেহা না পড়িলে শেষ দুই রাকাতে আর পড়িবে না। কেননা আখেরি রাকাতে দুইবার করিয়া ফাতেহা পড়া গায়ের মকরুহ।

চতুর্থ ফরজ— রুকু করা। রুকু করার অর্থ পিঠ বাঁকা করিয়া মস্তক নত করা।

কোন লোক যদি কুব্জা হয় তবে ঐ ব্যক্তি ইশারায় মস্তক হেট করিলে রুকু করা হইবে।

পঞ্চম ফরজ— সেজদা করা। সেজদা করার অর্থ—জমিনে কপাল রাখা। সুতরাং সেজদা করিবার সময় মাটিতে কপাল ও নাসিকা দুইই লাগাইয়া রাখিবে। যদি কপাল দ্বারা সেজদা করে আর নাসিকা মাটিতে না ঠেকায় তাহা হইলেও দোরস্ত হইবে, কিন্তু ইহার বিপরীত করিলে দোরস্ত হইবে না। যদি কাহারও কপালে ঘা থাকে তবে কেবল নাসিকা মাটিতে ঠেকাইলে দোরস্ত হয়। সাতটী অঙ্গের দ্বারা সেজদা করা সোন্নত। যথা— দুই পা, দুই জানু, দুই হাত, ও কপাল। দুই পা আর কপালের দ্বারা সেজদা করা ফরজ। সেজদাতে যদি কেহ দুইটী পা তুলিয়া শূন্যে রাখে তাহার নামাজ বাতেল হইবে। বিনা জরুরাতে একটী পা শূন্যে রাখিলে নামাজ মকরুহ্ হয়। পাগড়ীর পেঁচের উপর সেজদা করিলে দোরস্ত হইবে না। কিন্তু জমিনে পেসানী ঠেকিলে দোরস্ত হইবে। সেজদা করিবার সময় অঙ্গের কাপড় উড়িয়া সেজদার স্থানে পড়িলে তাহার উপর সেজদা করা দোরস্ত। কিন্তু নাপাক স্থানে কাপড় পড়িলে তাহার উপর সেজদা করিলে দোরস্ত হইবে না। বর্শা, সঙ্গিনের উপর সেজদা করিলে দোরস্ত হইবে না। কিন্তু জমিনে কপাল ঠেকিলে দোরস্ত হইবে। একই নামাজ এক জামাতে পড়িতে যদি লোকের ভিড় বেশী থাকে নামাজী নামাজীর পৃষ্ঠে সেজদা করিলে দোরস্ত হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় বা বিভিন্ন নামাজ আদায়কারীর পৃষ্ঠে সেজদা করিলে দোরস্ত হয় না। যেমন—যে কাজা পড়িতেছে তাহার পিঠে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজের সেজদা হয় না, যে একেলা পড়িতেছে তাহার পৃষ্ঠে জামাতী লোকের সেজদা করা চলে না, যে আসর পড়িতেছে তাহার পিঠে জোহর নামাজ আদায়কারী সেজদা করিলে হইবে না, যে নামাজ পড়ে না তাহার পৃষ্ঠে সেজদা করিলে নামাজ দোরস্ত হইবে না।

সওাল। এক রুকুতে দুই সেজদা করিবার কারণ কি?

জবাব। ইহাতে দুইটী কারণ আছে, প্রথম কারণ—যখন খোদাতায়ালা ফেরেশ্তাদিগকে আদম (আঃ)-কে সেজদা করিতে আদেশ করেন, তখন শয়তান ইবলিস্ ব্যতীত সকল ফেরেশ্তাগণেই তাঁহাকে সেজদা করেন, ইবলিস হুকুম অমান্য করিলে, আল্লাহ তাহার গলায় লানতের তওক, পরাইয়া দেন। এদিকে ফেরেশ্তাগণ সেজদা হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া ইবলিসের দুর্দ্দশা দর্শন করতঃ পুনর্ব্বার আর একটী সেজদা করেন। তাহাদের প্রথম সেজদা ফরজ, দ্বিতীয় সেজদা শোকরের। এজন্য আমাদের প্রতি দুই সেজদা ফরজ। দ্বিতীয় কারণ মানুষ মাটির দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে আবার মরিলে মাটিতেই মিশিবে এই কারণেই দুইটী সেজদা ফরজ। উম্দাতুল ইস্লাম গ্রন্থে লিখিত আছে, প্রথম সেজদা ইমানের অনুগ্রহের, দ্বিতীয় সেজদা মৃত্যু পর্য্যন্ত ইমান বজায় রাখিবার জন্য। অনুবাদকারী বলে;—আল্লাহ্ সমুদয় নামাজিগণের ইমান যেন কায়েম রাখেন।

ষষ্ঠ ফরজ— আখেরী কায়দা পর্য্যন্ত যেন তাশ্হদ পড়া হয়। কায়দার অর্থ বৈঠক করা।

(তাশ্হদ)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ—আত্তাহিয়াতো লেল্লাহে অস্ সালাওয়াতো অ-

স্তাইয়েবাতো অস্ সালামো আলায়কা আইওহান্ নবিও অ-রাহ্মাতোল্লাহে অ-বারাকাতোহু। আচ্ছালামো আলায়না অ-আলা এবাদেল্লাহেস্ সালেহীন। আশ্হাদো আন্ লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অ-আশ্ হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু অ-রাসুলোহু।

অর্থ—যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক এবং মালি (ধনের দ্বারা যে উপাসনা হয়) উপাসনা, আল্লাহের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। হে নবি! আপনার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্ষণ হউক। আমাদের ও খোদার সৎ বান্দাদের প্রতি তাঁহার শান্তি বর্ষণ হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই এবং আর ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত-পুরুষ।

সপ্তম ফরজ— নামাজীর নামাজ হইতে বাহির হওয়া। যাহাতে নামাজীর নামাজ নষ্ট হয়। যেমন কোন লোক আখেরী কায়দার শেষে কথা বলিয়া, কি হাহা করিয়া হাসিতে হাসিতে নামাজ ছাড়িয়া দিল অর্থাৎ নামাজ পড়া শেষ করিল। কিন্তু সালাম শব্দের সহিত নামাজ হইতে বাহির হওয়া ওয়াজেব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নামাজের ওয়াজেবের বয়ান।

নামাজের মধ্যে অনেক গুলি ওয়াজেব আছে— ১। সুরা ফাতেহা পড়া; ২। সমস্ত সুরা মিলাইয়া পড়া, অথবা বড় এক আয়েত কিম্বা ছোট তিন আয়েত পড়া; ৩। প্রথমবারের

দুই রাকাতে কেরাত পড়া, শেষ দুই রাকাতে পড়িলেও দোরস্ত হইবে, কিন্তু প্রথম দুই রাকাতে পড়াই ওয়াজেব ; ৪। প্রত্যেক ফরজ ওয়াজেবের নির্দ্দিষ্ট স্থানানুযায়ী আদায় করার জন্য লক্ষ রাখা ; ৫। রুকু সেজদার মধ্যে একবার তসবিহ পড়িতে যতক্ষণ দরকার, ততক্ষণ সময় বিলম্ব করা ; ৬। চারি রাকাত নামাজ হইলে উহার দুই রাকাতে বৈঠক করা ; সোন্নত নামাজ হইলেও উহাই করিতে হইবে ; ৭। প্রথম ও শেষ কায়দায় বসিয়া তাশ্হদ পড়া ; তাশ্হাদ অর্থ আত্তাহিয়াতো। হজরত মসউদ (রাজিঃ) সারে বেকায়া, হেদায়া ও কদুরীর মধ্যে তাশ্হদকে আত্তাহিয়াতো বলিয়াছেন ; ৮। সালাম শব্দের সহিত নামাজ হইতে বাহির হওয়া ; ৯। বেতের নামাজে দোওয়া কুনুত পড়া ; ১০। দুই ঈদের নামাজে তকবির বলা ; ১১। উচ্চ শব্দ করিয়া পড়িবার স্থানে উচ্চ শব্দে পড়া। এমামের নির্দ্দিষ্ট স্থানে শব্দ করিয়া পড়া ওয়াজেব। একাকী নামাজ পড়িলে, শব্দ করিয়া পড়া মোস্তাহাব। স্ত্রালোক নিঃশব্দে পড়িবে। ১২। চুপে পড়িবার স্থানে চুপে পড়িবে ; যেমন— জোহর ও আসরের নামাজে।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, হজরত নুর নবী (সঃ) ইস্লাম প্রচারের প্রথমে উচ্চ শব্দ করিয়া নামাজ পড়িতেন, কিন্তু মোশরেকগণ তাঁহাকে নামাজ পড়িবার সময় কটু বাক্য বলিত ও নানারূপ কষ্ট দিত। তজ্জন্য খোদাতায়ালা রাত্রের নামাজ উচ্চ শব্দে আর দিবসে জোহর ও আসরের নামাজ নিঃশব্দে পড়িবার জন্য আদেশ করেন। এজন্য হজরত ঐ দুই ওয়াক্তের নামাজ নিঃশব্দে পড়িতেন। মগরেবের সময় মোশরেকগণ আহারে লিপ্ত থাকিত আর এশার সময় হইতে ফজরের সময় পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইত, তজ্জন্য হজরত নিঃসন্দেহে শব্দ করিয়া নামাজ পড়িতেন। ফরজ ও ওয়াজেব ব্যতীত নামাজের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা সোন্নত আর মোস্তাহাব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোন্নতের বিবরণ।

নামাজের মধ্যে দুই হাত তোলা সোন্নত। সুতরাং তহরিমার তকবির, দোওয়া কুনুতের অগ্রে তকবির ও দুই ঈদের তকবির বলিতে কাণের লোল পর্য্যন্ত হাত উঠাইবে। তহরিমা তকবির দিবার সময় স্ত্রীলোক স্কন্ধ পর্য্যন্ত হাত তুলিবে। হাত তুলিবার সময় অঙ্গুলি স্বাভাবিকরূপে রাখিবে, যেন হাতের মুঠা বাঁধা না থাকে। এমামের শব্দ করিয়া তকবির বলার পর, সকল নামাজেই কি মোক্তাদি কি এমামের সানা পড়া কর্ত্তব্য।

সানা।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ❋

উচ্চারণ- সোবহা-নাকা আল্লাহুম্মা অ-বেহাম্‌দেকা অ-তাবারা কাস্‌মোকা অ-তায়ালা জাদ্দোকা অ-লা-এলাহা গায়রোকা।

অর্থ—হে আল্লাহ্‌! তুমিই পবিত্রতাময় এবং তুমিই প্রশংসনীয় তোমার নামই মর্য্যাদাশালী এবং তোমার সম্মানই উচ্চ; তোমা ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই।

উমদাতুল ইস্‌লাম গ্রন্থে লিখিত আছে, সানা পড়ার বরকতে হজরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল হইয়া ছিল। এজন্য আমাদের 'সানা' পড়িলে খোদার নিকটে নামাজ কবুল হইবে। সানাকে' কেহ কেহ তস্‌বিহ বলিয়াও থাকে; কেননা ফেরেশ্‌তাগণ

" সানা " পড়িয়া পবিত্র আরশ তুলিয়াছিলেন। প্রথম ফেরেশ্তা—" সোবহানাকা আল্লাহোম্মা অ-বেহামদেকা " দ্বিতীয় ফেরেশ্তা "অ-তাবারা কাস্মোকা " তৃতীয় ফেরেশ্তা " অ-তায়ালাজাদ্দোকা "; চতুর্থ—ফেরেশ্তা " অ-লা-এলাহা গায়রোকা " পড়িয়াছিলেন।

সানা পড়ার পরে এমামকে চুপে চুপে তাউজ পড়িতে হইবে;

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ *

উচ্চারণ—"আউজ বিল্লাহে মিনাশ্ শায়তানের রাজিম।"

অর্থ—বিতাড়িত শয়তানের ধোকা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

কোরান পড়িবার জন্য মসবুকের তাউজ (আউজো বিল্লা) পড়া সোন্নত। মসবুক যখন বাকী নামাজ পড়িবার জন্য উঠিবে প্রথমে তাউজ পড়িয়া পরে কেরাত আরম্ভ করিবে। যে মোক্তাদি প্রথম হইতে এমামের সহিত নামাজ পড়িতে দাঁড়াইয়াছে তাহাকে তাউজ পড়িতে হইবে না। যেহেতু তাহাকে কোরান পড়িতে হয় নাই। (সারেবেকায়া, হেদায়া)

ঈদের নামাজে সানা পড়িবার পরে তকবির দিবে, তাহার পর তাউজ, তসমিয়া (বিছমেল্লা) আলহামদো এক সুরা পড়িবে। " বিসমিল্লাহের রাহামানের রাহিম " আলহামদো ও সুরার মধ্যস্থলে যেন না পড়া হয়। জামাতে কিম্বা একেলা নামাজে সুরা ফাতেহা পড়া হইলে অমনি নিঃশব্দে "আমিন " বলিবে। এমাম " অলাদ্দালিন " বলিলে, মোক্তাদি নিঃশব্দে " আমিন " কহিবে। " আমিন " অর্থ-কবুল হওয়া।

পুরুষে নাভীর নিম্নে বাম হস্তের উপর ডাহিন হাত রাখিবে। স্ত্রীলোক ছাতির উপর হাত বাঁধিবে। রুকুতে যাইবার সময়

তকবির বলিবে, রুকুতে দুই হাঁটু দুই হস্তে কষিয়া ধরিবে, হাটু ধরিবার সময়ে অঙ্গুলি পৃথক রাখিবে। সেজদায় গিয়া অঙ্গুলি সংলগ্নভাবে রাখিবে ; ইহা ব্যতীত সকল সময় অঙ্গুলি স্বাভাবিক রূপে রাখিবে।

রুকুতে তিনবার বলিবে।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ❋

উচ্চারণ—সোবাহানা রাব্বিয়াল্ আজিম্।

রুকু হইতে খাড়া হইবার সময় একবার বলিবে ;

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ❋

উচ্চারণ—সামি আল্লাহোলেমান্ হামেদা।

আর মোক্তাদিগণ একবার বলিবে।

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ❋

উচ্চারণ—রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ।

সারে বেকায়া ও হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে, একাকী নামাজ পড়িলে—"সামে আল্লাহো লেমান হামেদাহ্" আর "রাব্বানা লাকাল হামদো" দুইটীই বলিবে। "সামে আল্লাহোলেমান হামেদার" অর্থ—আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করেন ঐ (নামাজী) ব্যক্তিকে। কুমা অর্থাৎ—রুকু হইতে ঠিক সরল হইয়া দাঁড়ান। সেজদায় যাইবার সময় তকবির বলা ;

সেজদায় গিয়া তিনবার বলিবে।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلٰى ❋

উচ্চারণ—সোব্হানা রাব্বিয়াল আলা।

কায়দায় বাম পা বিছাইয়া উহার উপর বসিবে, আর ডাহিন পা খাড়া রাখিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক দুই পা ডাহিন ভাগে বাহির করিয়া বামদিগের চুতড়ে ভর দিয়া বসিবে। ইহাকে আরবীতে 'তুরক্' বলে। আর দুই সেজদার মধ্যে সোজা হইয়া অল্পক্ষণ বসিবে। শেষ কায়দায় দরুদ শরিফ ও দোওয়া মাসুরা পড়িয়া দুইবার সালাম শব্দের সহিত দুইদিকে সালাম ফেরান—এই গুলি সোন্নত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোস্তাহাবের বয়ান।

নামাজের মধ্যে যে কার্য্যগুলি করা অতি উত্তম এবং করিলে অধিক সওয়াব পাওয়া যায় তাহাকে আদাব বা মোস্তাহাব বলিয়া থাকে। কেয়ামে সেজদা করিবার স্থানে নজর করিবে; রুকুতে পায়ের উপর দৃষ্টি রাখিবে; সেজদায় নাকের দিকে দেখিবে; আত্তাহিয়াতো পড়িবার সময় কোলের দিকে নজর করিবে। এই মোস্তাহাব গুলি ফরজ, বেতের, সোন্নত, নফল সমুদয় নামাজেই আদায় করিতে হয়। তহরিমা তকবির দিবার সময় আস্তিন হইতে হাত বাহির করিবে; হাই উঠিলে মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে; কাশি আসিলে সাধ্যমত বন্ধ করিবার উপায় দেখিবে; মোওয়াজ্জেন আকামতে "হাইয়া আলাল্ ফালাহ্" বলিলে, নামাজের জন্য খাড়া হইবে; "কাদকা মাতেচ্ছালাত" বলিলে, এমাম নামাজ আরম্ভ করিবে। তরতিল অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে কোরান পড়িবে; রুকুতে মস্তক পিঠের সমতুল্য রাখিবে; সেজদায় যাইবার

সময় প্রথম দুই জানু, দুই হাত, নাসিকা তৎপরে কপাল রাখিবে! সেজদা হইতে উঠিবার সময় বিপরীত ভাবে অর্থাৎ কপাল হইতে আরম্ভ করিয়া দুই জানু উঠাইতে হইবে। সেজদায় দুই হস্তের মধ্যস্থলে মস্তক রাখিবে, হাত ও পায়ের অঙ্গুলি কেবলার দিকে রাখিবে। কেয়ামে চারি আঙ্গুল পা পৃথক করিবে, কায়দায় দুই হাত দুই জানুর উপর রাখিবে, সালাম ফিরিবার সময় ডাহিন ও বামে মুখ ফিরাইবে, রুকু সেজদায় তিনবারের অধিক তসবিহ পড়িবে; এমাম বেশী কেরাত পড়িলে মোক্তাদী পলায়ন না করে এমন কেরাত পড়িবে। মোহিত, ফাতাবী ও শাফি গ্রন্থে লিখিত আছে, এমাম পাঁচবার আর মোক্তাদী তিনবার তসবিহ্ বলিবে, সেজদায় বাজু কোসাদাহ্ রাখিবে, স্ত্রীলোকে উহার বিপরীত অর্থাৎ চাপিয়া রাখিবে। মসবুক হইলে ফজরের নামাজে প্রথম রাকাতে ত্রিশ আয়েত দ্বিতীয় রাকাতে বিশ আয়েত পড়িবে। জোহর, আসর, এশার নামাজের বিশ আয়েত করিয়া পড়িবে, মগরেবে কম আয়েত পড়িবে, যাহাতে নামাজ শীঘ্র হয় কিন্তু আবশ্যক মতে যাহা ইচ্ছা তাহাই পড়িতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নামাজ আদায় করার কায়দার বয়ান।

যখন নামাজ পড়িতে দাঁড়াইবে দেল পরিষ্কার করিয়া খোদা তায়ালার দিকে রুজু রাখিবে এবং দুনিয়ার ফেকের (চিন্তা) দূর করিয়া দিবে। মনে এমন ভাবিবে আমি আল্লাহকে দেখিতেছি, তিনিও আমাকে দেখিতে পাইতেছেন। যেমন— হজরত

বলিয়াছেন, "আন্‌ তায়া বোদাল্লাহা কা-আন্নাকা তারাহু" তুমি এমন ভাবে খোদাতায়ালার এবাদত কর যেন তাঁহাকে দর্শন করিতেছ। অন্তরে খোদাতায়ালাকে দর্শন করিতেছে এইরূপ জ্ঞান করিয়া বাদসাহের নিকটে যেরূপ ভীতভাবে দাঁড়াইতে হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক বিনীত ভাবে আজিজি ও নম্রতার সহিত মস্তক অবনত করিয়া নামাজে দাঁড়াইবে।

নামাজ পড়িতে ঠিক কাবা মুখে দুইটী পা চারি আঙ্গুল ফাঁক রাখিয়া দাঁড়াইবে। পরে দুই হাত স্বাভাবিকরূপে ছাড়িয়া দিয়া এই দোওয়া পড়িবে,—

জায় নামাজে দাঁড়াইয়া পড়িবার দোওয়া।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ
وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ *

উচ্চারণ—ইন্নি ওয়াজ্জ জাহ্‌তো ওয়াজ হেইয়া লেল্লাজি ফাতারাস্‌ সামাওয়াতে অল্‌ আর্‌দে হানিফাও অ-মা আনা মেনাল্‌ মোস্‌রেকিন্‌।

অর্থ—যিনি আকাশ সমুহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয় আমি তাঁহারই দিকে মুখ করিলাম এবং আমি কখনই মোস্‌রেকগণের দলভুক্ত নহি।

এই দোওয়া পড়িয়া তৎপরে নিয়েত বান্ধিয়া দুইটী কর্ণের লোল পর্য্যন্ত হাত উঠাইবে। আর তক্‌বির—তহরিমা অর্থাৎ আল্লাহো আকবর বলিবে। স্ত্রীলোক তক্‌বির বলিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত হাত তুলিবে। পুরুষে নাভীর নিম্নে বাম হাতের উপর ডাহিন হাত রাখিবে, স্ত্রীলোক ছাতির উপর হাত বান্ধিবে। তক্‌বির বলিবার

সময় হাত দুইটা ছাড়িয়া দিবে। কোরান পড়ার সময় হাত বান্ধিয়া রাখা উচিত। যেমন— নামাজে কোরানের আয়েত দোওয়া কুনুত পড়িতে জানাজার নামাজেতে হাত বাঁধিতে হয়, সেইরূপ কোরান পড়িতেও হাত বান্ধিতে হয়। হাত বান্ধিবার নিয়ম ডাহিন হাতের কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধ অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের কব্জা কষিয়া ধরিবে, কেবল তিনটী অঙ্গুলি বাম হাতের উপর সরলভাবে পড়িয়া থাকিবে। ইহার পরে সানা, তাউজ, বিস্‌মিল্লাহ্ সুরা ফাতেহা পড়িয়া আস্তে 'আমিন' বলিবে, তৎপরে উহার সঙ্গে কোন একটা সুরা মিলাইয়া পড়িবে। আল্লাহো আকবর বলিয়া রুকুতে যাইবে, রুকুতে যাইয়া অঙ্গুলি ভিন্ন ভিন্ন রাখিয়া দুই জানু দুই হাতে ধরিবে; রুকুতে মস্তক ও পিঠ সমতুল্য হইয়া থাকিবে। রুকুতে তিনবার "সোব্‌হানা রাব্বেইয়াল্ আজিম" বলিবে ইহার পর "সামে আল্লাহ হোলেমান হামেদাহ্" বলিতে বলিতে খাড়া হইবে! মোক্তাদি "রাব্বানা লাকাল হামদো" বলিবে। তৎপরে তক্‌বির বলিতে বলিতে সেজদায় যাইবে। সেজদায় যাইয়া প্রথমে দুই হাটু, দুই হাত, নাসিকা ও কপাল জমিতে রাখিবে। সেজদায় দুই হস্তের মধ্যস্থলে মুখ, এবং কর্ণের বরাবর হাতের আঙ্গুল থাকিবে। দুই বাজু কোশ্‌দাহ্ থাকিবে এবং পেটে ও উরুতে এক সঙ্গে সংলগ্ন না হয়। হেদায়ার মধ্যে লিখিত আছে, পেট এমন ফাঁক রাখিবে যেন বকরির বাচ্চা ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পায়ের আঙ্গুলের মাথা কাবার দিকে থাকিবে। সেজদায় গিয়া "সোবহানা রাব্বিইয়াল আলা" তিনবার, এমাম হইলে পাঁচবার বলিবে। দ্বিতীয় সেজদা করিবার জন্য "আল্লাহো আকবর" বলিয়া সেজদায় সোবহানা রাব্বিয়াল আলা বলিয়া প্রথম মস্তক, নাসিকা দুই হাত, দুই জানু তুলিয়া দাঁড়াইবে। সেজদা হইতে উঠিবার সময় জমিতে হাত ভর করিয়া দাঁড়াইবে না। প্রথম রাকাতের ন্যায় সানা, তাউজ না

পড়িয়া দ্বিতীয় রাকাতে আলহাম্দো ও ছুরা রুকু সেজদা ইত্যাদি পড়িয়া ডাহিন পা একটু খাড়া রাখিয়া বাম পা বিছাইয়া বসিবে এবং দুই হাত দুই জানুতে রাখিবে, যেন অঙ্গুলি কাবার দিকে থাকে। কিন্তু "আশ্হাদো আল্লা বলিবার সময় ডাহিন হাতের শাহাদত অঙ্গুলি তুলিবে।

সারে বেকায়ার মধ্যে লিখিত আছে, আমাদের মজহাবে আঙ্গুল তুলিয়া ইশারা করা সোন্নত। মধ্যের বৈঠকে আত্তাহিয়াতো পড়ার বেশী আর কিছু পড়িবে না। শেষ দুই রাকাতে কেবল আলহামদো পড়িবে। যদি উহার পরিবর্তে "সোব্হানাল্লা" পড়ে কি চুপ করিয়া থাকে তাহা ও জায়েজ; কিন্তু শেষ দুই রাকাতে শুধু আল্-হামদো পড়াই উত্তম। ইহার পরে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতো পড়ার পরে এই দরুদ পড়িবে ;—

দরুদ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ❋

উচ্চারণ—আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদেও অ-আলা আলে মোহাম্মাদেন্ কামা ছাল্লায়তা আলা এব্রাহিমা অ-আলা আলে এব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারেক

আলা মোহাম্মাদেও অ-আলা আলে মোহাম্মাদেন্ কামা বারাক্‌তা আলা এব্রাহিমা অ-আলা আলে এব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ।

মোহিত ও মেশকাত গ্রন্থে লিখিত আছে, দরুদের পরে দোওয়া মাসুরা পড়িবে,—

দোওয়া মাসুরা।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ
وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ٭

উচ্চারণ—আল্লাহুম্মাগ ফেরলি অলে ওয়ালেদাইয়া ওয়ালেমান তাওয়ালেদা অলে জামিয়েল্ মোমেনিনা ওয়াল্ মোমেনাতে ওয়াল মোসলেমিনা ওয়াল্ মোসলেমাতে আল্ আহ্ইয়ায়ে মেন্হুম্ ওয়াল্ আম্ওয়াতে বে-রাহ্মাতেকা ইয়া আর্-হামার্ রাহেমিন।

উল্লিখিত মাসুরা না পড়িলে নিম্নোক্ত মাসুরা পড়িবে;—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ
اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٭

উচ্চারণ:—আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতো নাফ্‌ছি জোলমান

কাছিরান্‌ ওলা ইয়াগ্‌ফেরোজ্জোনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগ্‌ফেরলি মাগ্‌ফেরাতাম মেন্‌ এন্‌দেকা ওয়ার হাম্‌নি ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ গাফুরোর রাহিম।

ইয়া এলাহি! আমি আমার প্রাণের উপর নিশ্চয় জুলুম করিয়াছি সুতরাং আমি নিতান্ত অত্যাচারী আর আপনি ব্যতীত পাপী বান্দাকে কেহই ক্ষমা করিতে পারে না, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।

মেস্কাত শরিফের মধ্যে বর্ণিত আছে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাজিঃ) বলেন, একদা আমি হজরতকে বলিলাম, ইয়া রসুলোল্লা (সঃ)! আপনি আমাকে কোন দোওয়া শিখাইয়া দেন, উহা আমি শেষ নামাজের মধ্যে পড়িব? তখন তিনি আমাকে দোওয়া মাসুরা শিখাইয়া দিলেন। অতএব নামাজীকে দোওয়া মাসুরা পড়িয়া "আস্‌সালামো আলায়কুম অ-রাহমাতুল্লাহে" বলিয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। সালাম ফিরিবার সময় স্কন্ধের দিকে দৃষ্টি করিবে এবং এমাম নিয়েত করিবে যে ফেরেশ্‌তা ও মোক্তাদিদিগকে সালাম করিতেছি, একাকী হইলে কেবল ফেরেশ্‌তাকে সালাম করার নিয়েত রাখিবে। সালাম ফেরান হইলে ইচ্ছামত ডাহিন দিকে কিম্বা বাম দিকে ফিরিয়া মোনাজাত করিবে। *

(মোনাজাত)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ * رَبَّنَا اٰتِنَا

---

* ফজর ও আসর এই দুই ওয়াক্তে ফিরিয়া মোনাজাত করা জায়েজ, অন্য ওয়াক্তে জায়েজ নহে।

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ

اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

উচ্চারণ-রাব্বানা লা-তোজেগ কুলুবানা বায়াদা এজ্ হাদায়তানা ওয়া-হাব্‌লানা মেল্‌লাদোন্‌কা রাহ্‌মাতান্ ইন্নাকা আন্‌তাল্ ওহাব। রাব্বানা আতেনা ফেদ্দুনিয়া হাছানাতাও ওয়াফিল্ আখেরাতে হাছানাতাও ওয়াকেনা আজাবান্নার ওয়াছাল্লাল্লাহো আলা খায়রে খাল্‌কেহি মোহাম্মাদিন ওয়ালেহি ওয়াছহাবেহি আজ্‌মাইন বে-রাহ্‌মাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমিন।

নবম পরিচ্ছেদ

জামাতের বয়ান।

হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন—

اَلْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا الْمُنَافِقُ *

উচ্চারণ—আল্ জামায়াতো মেন্ ছোনানেল হোদা লা-ইয়াতা খাল্লাফো আন্‌হা ইল্লাল মোনাফেকো।

জামাতে নামাজ পড়া সোন্নত মোওয়াক্কেদাহ। কিন্তু যে

ব্যক্তি ইহার খেলাফ করে সে মোনাফেক। সুতরাং একাকী নামাজ পড়া অপেক্ষা জামাতে নামাজ পড়া বেশী সওাব। যেমন হজরত উমর ফারুক (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হজরত নবী (সঃ) ফরমিয়াছেন,

صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً *

উচ্চারণ—ছালাতুল্‌ জামায়াতে তাফ্‌দোলো ছালাতাল্‌ ফাজ্জে বেছাবয়েও ওয়া এশ্‌রিনা দারাজাতান্‌।

জামাতে নামাজ পড়ায় বেশী সওাব; একাকী নামাজ পড়া হইতে সাতাশ গুণ দর্জ্জা বেশী। হাদিস মেস্কাত শরিফে আছে, জামাতে নামাজ পড়া সোন্নতে মোওয়াক্কেদাহ এবং ওয়াজেবের নিকটবর্ত্তী, অন্য মতে ইহা ওয়াজেব।

যিনি সকল অপেক্ষা মসলা মসায়েল বেশী জানে তিনি এমামের উপযুক্ত যদি সকলেই সমান জ্ঞানী হয়, তবে যাঁহার কোরান শরিফ পড়া ভাল, তিনি এমাম হইবেন। কোরান পড়ায়ও যদি দুই জন তুল্য হন, যিনি পরহেজগার তিনি এমাম হইবেন। যেমন হজরত পয়গম্বর (সঃ) বলিয়াছেন,

وَمَنْ صَلّٰى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَاَنَّمَا صَلّٰى خَلْفَ نَبِيٍّ *

উচ্চারণ—ওয়ামান্‌ ছাল্লা খাল্‌ফা আলেমিন্‌ তাকিইন্‌ ফাকায়ান্নামা ছাল্লা খাল্‌ফা নাবিইন।

যে ব্যক্তি পরহেজগার আলেমের পশ্চাতে নামাজ পড়ে, সে যেন নবীর পশ্চাতে নামাজ পড়িল। পরহেজগারীতে সমতুল্য হইলে যাঁহার বয়স সকল অপেক্ষা বেশী তিনি এমামের উপযুক্ত। ইহাতে

তুল্য হইলে যাঁহাকে সকলে মত করিয়া এমাম নিযুক্ত করিবে তিনি এমাম হইবেন।

কৃতদাস, জঙ্গলি (যাহারা সহরের বাহিরে থাকে) অন্ধ ইহাদের এমামতি করা মকরুহ। কেননা অন্ধের কাপড়ে কোন নাপাক বস্তু লাগিলে হঠাৎ ধরিতে পারে না এবং হারাম— জাদার এমামতি করা মকরুহ। কিন্তু ইহারা এমাম হইলে দোরস্ত হইবে। হাদিসের মধ্যে আছে, প্রত্যেক নেক ও বদ মুসলমানের পশ্চাতে জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজেব ; যদিও সে গোণাহ কবিরা করে, উপস্থিত জামাতের নামাজে ভর্ত্তি হইতে হইবে। জামাতের জন্য এমাম নিযুক্ত করিবার সময় পরহেজগার লোক থাকিতে ফাছেককে এমাম করিয়া তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়া যাইবে না। আবু দাযুদের একটী হাদিসে আছে, কবিরা গোণাহ্‌কারী লোক জানাজা নামাজের যদি এমাম হয়, সকলের পক্ষে তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়া ওয়াজেব।

মেফ্তাহ শরিফে আছে,— বেদাতী ও স্ত্রীলোকের জামাতে এমাম হইয়া নামাজ পড়ান মকরুহ। কিন্তু কেবল স্ত্রীলোকের জামাতে স্ত্রীলোক এমাম হইলে, আগে না দাঁড়াইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইবে। ঐরূপ উলঙ্গ ব্যক্তিদের জামাতে উলঙ্গ লোক এমাম হইলে আগে দাঁড়াইবে না মধ্যস্থলে দাঁড়াইবে। যুবতী স্ত্রীলোক জামাতে উপস্থিত হইয়া নামাজ পড়া মকরুহ ; কিন্তু বৃদ্ধা রমণী সকল ওয়াক্তে জামাতে নামাজ পড়িলে দোষ নাই।

ওজুওয়ালা তায়াম্মকারীর পশ্চাতে, পা ধৌতকারী মোজা মোসেহ্‌কারীর পশ্চাতে, দণ্ডায়মানকারী বসে নামাজ পড়া লোকের * পশ্চাতে এক্তেদা করিলে দোরস্ত হইবে।

পুরুষ-স্ত্রীলোকের পশ্চাতে, বালেগ-নাবালেগের পশ্চাতে, জ্ঞানবান উন্মাদের পশ্চাতে এক্তেদা করিলে দোরস্ত হইবে না।

* যিনি ওজর বশতঃ বসিয়া নামাজ পড়িতে ছিলেন

ঐরূপ আলেমের নামাজ জাহেলের পশ্চাতে নফল পড়নেওয়ালার পশ্চাতে ফরজ নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে না।

যে ব্যক্তি অন্য ওয়াক্তে ফরজ নামাজ পড়ে, তাহার পশ্চাতে বিভিন্ন ফরজ নামাজ পড়া দোরস্ত হয় না। যেমন-জোহরের ফরজ নামাজীর পশ্চাতে আসরের ফরজ নামাজ পড়া যাইবেক না।

বিমারী মাজুর লোকের পশ্চাতে সুস্থ লোকের নামাজ দোরস্ত নহে। মাজুর ব্যক্তিকে প্রত্যেক ওয়াক্তে ওজু করিয়া নামাজ পড়িতে হয়। উমদাতুল ইসলাম গ্রন্থে লিখিত আছে, রাফজীর পশ্চাতে এক্তেদা করা দোরস্ত নহে। উহারা হজরত আবুবকর (রাজিঃ)-এর পরম শত্রু।

হেদায়ার মধ্যে লিখিত আছে, জামাতের নামাজে বেশী বড় কেরাত পড়িবে না। যেমন হজরত নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন

فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ *

উচ্চারণ—ফাইন্না ফিহেমুচ্ছাকিমো ওয়াজ্জাইফো ওয়াল্ কাবিরো।

কেননা তোমার পশ্চাতে বিমারী, কমজোর ও কত বৃদ্ধলোক নামাজ পড়িতেছে, তাহাদের কষ্ট হইবে। যে পর্যান্ত কেরাত পড়া সোন্নত সেই পর্যান্ত পড়, ইহার অধিক পড়িও না। যখন একেলা নামাজ পড়িবে তখন যত ইচ্ছা হয় কেরাত লম্বা পড়িতে পার। ফজরের ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য ওয়াক্তের প্রথম রাকাত হইতে দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত বেশী পড়িবে না।

একজন এমাম ও একজন মোক্তাদি জামাতে নামাজ পড়িলে মোক্তাদি এমামের ডাহিন দিকে বরাবর দাঁড়াইবে। কিন্তু মোক্তাদি একের অধিক হইলে, এমাম আগে যাইয়া দাঁড়াইবে।

এমামের " হাদস " হওয়া নামাজ নষ্ট হইলে মোক্তাদিকেও

নামাজ দোহরাইতে হইবে। কারণ এমামের সহিত মোক্তাদির নামাজ জড়িত আছে।

প্রথম কাতারে বালেগগণ, দ্বিতীয় কাতারে না-বালেগ (বালকগণ,) তৃতীয় কাতারে হিজ্‌ড়া, চতুর্থ কাতারে স্ত্রীলোকগণ দাঁড়াইবার নিয়ম।

যদি কোন যুবতী স্ত্রীলোক পুরুষের জামাতের প্রথম হইতে (অর্থাৎ মছবুক না হইয়া) দুইজনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ে এবং এমাম যদি ঐ স্ত্রীলোকের এমামতির নিয়েত করে তবে পুরুষের নামাজ বাতেল হইবে। কিন্তু এমামতির নিয়েত না করিলে স্ত্রীলোকের নামাজ বাতেল হইবে। হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে— স্ত্রীলোক এমামের নিয়েত বাঁধিবার অগ্রে যদি জামাতে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে এমামের এমামতি নিয়েত করা কর্ত্তব্য। যদি কোন মূর্খ এমাম হইয়া কারি লোকের নামাজ পড়ায়, সকলের নামাজ নষ্ট হইবে।

যদি এমামের দুই রাকাত নামাজ পড়িবার পরে হাদছ হয় এবং শেষ দুই রাকাতে উম্মি মূর্খকে খলিফা করে, তবে ইহাতে সকলের নামাজ বাতেল হইবে। উমদাতুল ইসলাম গ্রন্থে লিখিত আছে,— যদি একটী গ্রামে দুইটী মস্‌জেদ থাকে, তবে পুরাতন মস্‌জিদে নামাজ পড়িবে। যদি একদিনেই দুইটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়, তবে নিকটবর্ত্তী মস্‌জিদে নামাজ পড়া উচিত।

দশম পরিচ্ছেদ

নামাজে হাদছ হইবার বয়ান।

যদি কোন ব্যক্তির একা নামাজ পড়িতে পড়িতে 'হাদছ' (বাত কর্ম্ম) হয়, তবে তখনই নামাজ ছাড়িয়া ওজু করতঃ যেস্থানে নামাজ ছাড়িয়া ছিল, সেইস্থান হইতে পড়িতে হইবে; কিন্তু শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতো ও দরুদ পড়ার পরে হাদছ হইলে তখন ওজু করিয়া সালাম ফিরিয়া নামাজ শেষ করিবে। নামাজ দোহরাইয়া পড়াই উত্তম।

এমামের নামাজে হাদছ হইলে, একজনকে টানিয়া লইয়া ভর্ত্তি করতঃ খলিফা করিয়া ওজু করিতে যাইবে। খলিফা যে স্থানে ভর্ত্তি হইয়াছে সেই স্থান হইতে নামাজ পড়িবে; যদি খলিফার নামাজে এমাম আসিয়া দাখেল হয়, তবে যেখানে নামাজ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন এমাম সেই স্থান হইতে পড়িবে। যদি জামাতে পুনর্ব্বার দাখেল হইতে না পারে, তবে তাহার ছাড়িবার স্থান হইতে পড়িবে, নচেৎ প্রথম হইতে আরম্ভ করিবে। যদি খলিফার নামাজ শেস হইয়া না থাকে, এমাম মোক্তাদি হইবে এবং খলিফার নামাজ শেস হইলে, তিনি ওজু করিবার পূর্ব্বে যে পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, পরে তাহার পর হইতে একাকী পড়িয়া লইবে। ইহাকে লাহক বলে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

লাহেকের বয়ান।

যে ব্যক্তি প্রথম জামাতে দাখেল হইয়া হাদছ হইবার জন্য এমামের সঙ্গে পুরা নামাজ পায় নাই তাহাকে লাহক বলে। যদি নামাজে হাদছ হয়, কাহারও সঙ্গে কথা না বলিয়া জামাত হইতে বাহির হইয়া ওজু করতঃ যে নামাজ টুকু পায় নাই অগ্রে সেইটুকু বিনা কেরাতে পড়িয়া পরে এমামের সঙ্গে পড়িবে। *

যেমন— এক রাকাত নামাজ পড়িয়া হাদছ হওয়াতে ওজু করিতে যাওয়ায়, এমামের আর এক রাকাত পড়া হইল, ঐ ব্যক্তি আসিয়া বিনা কেরাতে দ্বিতীয় রাকাত পড়িয়া পরে এমামের তাবেদারী করিবে। যদি লাহকের দ্বিতীয় রাকাতে পড়িতে পড়িতে এমামের নামাজ শেষ হইয়া যায়, তবে ঐ ব্যক্তি বাকী নামাজ চুপে চুপে পড়িয়া লইবে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মসবুকের বয়ান।

যে ব্যক্তি এমামের শেষ রাকাতে আসিয়া জামাতে ভর্ত্তি হয় তাহাকে মসবুক বলে। যেমন ফজরের ওয়াক্তে এমামের একরাকাত পড়ার পরে, কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে আসিয়া মিলে; তাহাকে এমামের দ্বিতীয় রাকাত পড়া হইলে অর্থাৎ এমাম ডাহিন বামে

* আবুহানিফার মতে আগে এমামের সঙ্গে পরে যাহা পায় নাই তাহাই পড়িবে।

সালাম ফিরিলে, মসবুক সালাম না ফিরিয়া প্রথম রাকাত পড়ার জন্য "আল্লাহো আকবর" বলিয়া খাড়া হইবে। তৎপরে ছানা, তাউজ, বিসমিল্লাহ, আলহামদোর সহিত সুরা মিলাইয়া বিনা কেরাতে চুপে চুপে সেই রাকাত পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে। এমাম কোন সুরা আগের রাকাতে পড়িয়াছে যদি জানিতে না পারা যায়, তবে আলহামদো পড়িয়া সুরা এখলাছ পড়াই উত্তম। যদি কেহ শেষ রাকাতে তাসহুদের মধ্যে এমামের সঙ্গী হয়, তবে ফজরের নামাজের ন্যায় দুই রাকাত নামাজ সম্পূর্ণ আদায় করিবে। ঐরূপ যে ওয়াক্তের নামাজ হউক না কেন, যাহা না পাইবে তাহা বিনা কেরাতে পড়িয়া সালাম ফিরিবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নামাজ ফাছেদ হইবার বয়ান।

১। ভুলে কি স্বেচ্ছায়, শুইয়া কি জাগিয়া বেশী কিম্বা কম কথা কহিলে নামাজ ফাছেদ (বিনষ্ট) হয়। স্বজ্ঞানে ছালাম করিলে নামাজ ফাছেদ হইবে কিন্তু ভুলে সালাম করিলে নামাজ ফাছেদ হয় না *। কেননা উহা আল্লার জেকের। ভুলে সালাম করিলেও আল্লার জেকেরে গণ্য হইবে। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া সালাম করিলে কি সালামের জবাব দিলে কথার মধ্যে গণ্য হইয়া নামাজ নষ্ট হইবে, ২। ভুলে কাহাকে সালামের জবাব দেওয়া, ৩। শব্দ করিয়া কাঁদা, ৪। বিমারীতে আহ, উহু করা, ৫। ব্যাথায় কাতর হইয়া কাঁদা, ৬। বিনা ওজরে গলা-

* মুখের কি হাতের ইশারায় সালাম করিলে নামাজ মকরুহ হয়।

খাকার দিলে, ৭। ছিকে (হাঁচিতে) আলহামদো পড়া, ছিকের জবাবে 'রহমাকাল্লাহো' বলিলে, ৮। মৃত্যু সংবাদে "ইন্নালিল্লাহে" পড়িলে, ৯। সুসংবাদ শুনিয়া "আলহামদো" পড়িলে, ১০। আশ্চর্য্য সংবাদ পাইয়া "সোবহানাল্লাহে" কহিলে, ১১। আপনার এমাম ব্যতীত অন্য এমামকে লোকমা দিলে, ১২। নামাজে কোরান দেখিয়া পড়িলে, ১৩। নাপাক স্থানে সেজদা করিলে, ১৪। নামাজে দুনিয়ার কোনবস্তুর জন্য প্রার্থনা করিলে ; যেমন কেহ বলে খোদা ! আমার যেন অমুক রমণীর সহিত বিবাহ হয় কি অনেক অর্থ পাই ইত্যাদি বলা, ১৫। নামাজে পানাহার করিলে, ১৬। আমলে কছির করিলে, অর্থাৎ যে কার্য্যে নামাজীকে নামাজ পড়িতেছে বলিয়া বুঝায় না, নামাজ বাতেল হইয়াছে বলিয়া বুঝায় এমন কোন কাজ করিলে নামাজ বাতেল হয়। বেহেস্তের আশায় কি দোজখের ভয়ে চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হওয়া মোস্তাহাব ইহাতে নামাজ নষ্ট হয় না। ওজর বশতঃ গলা খাকার দিলে, কি এমাম ভাল আওয়াজ শুনাইতে গলা খাকার দেয়, কি সামান্য কিছু করিলে নামাজ ফাছেদ হয় না ; কিন্তু নামাজী গোনাগার হয়। ছোট মস্‌জিদে কাহাকেও নামাজ পড়িবার কালে তাহার সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলে গোণাগার হইবে ; কেননা ছোট মস্‌জিদ একটী স্থানের মধ্যে গণ্য। ঐরূপ বড় মস্‌জিদে কি ময়দানে নামাজ পড়িবার সময় কেহ সম্মুখ দিয়া গেলেও গোণা হয়। সামান্য উচু গৃহে কি দোকানে কেহ নামাজ পড়ে এরূপ অবস্থায় কেহ তাহার সম্মুখ দিয়া গেলে পাপী হইবে। কিন্তু এক মানুষের তুল্য উচ্চ গৃহ হইলে গমনাগমনকারী পাপী হইবে না।

মাঠে (ময়দানে) নামাজ পড়িতে হইলে এক গজ পরিমাণ লাঠি সম্মুখে পুঁতিয়া তাহার আড়ালে নামাজ পড়িবে ; উহার বাহির দিয়া গেলে দোষ নাই। কিন্তু লাঠির ভিতর আসিলে

নামাজী 'সোবহানাল্লা' বলিয়া আসিতে নিষেধ করিবে। অন্য কোন তস্‌বি পড়িয়া কি ইশারা করিয়া আসিতে নিষেধ করিবে না। যদি সেই স্থান দিয়া কেহ গমনাগমন না করে, তবে লাঠি পুঁতিয়া আড়াল করিবার আবশ্যক করে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নামাজ মকরুহ হইবার বয়ান।

নামাজের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণে নামাজ মকরুহ হয় যথা:— ১। কাপড়ের কেনারা গলা কি মস্তক হইতে ঝুলিয়া নীচে পড়িলে, ২। সেজদায় যাইবার সময় কাপড় সাম্লাইয়া লইলে, ৩। অঙ্গের কাপড় টানিয়া রাখিলে, ৪। আলু[illegible] কেশ বন্ধন করিলে, ৫। অঙ্গুলি মট্‌কাইলে, ৬। ডাহিন-বামে চাহিয়া দেখিলে, ৭। মুখ কি ঘাড় কেব্‌লার বিপরীত দিকে ফিরাইয়া রাখিলে, ৮। চক্ষের ইশারায় এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিলে, ৯। এক-বারের অধিক সেজদার স্থান হইতে কাঙ্কর ফেলিলে, ১০। কোমরে হাত রাখিলে, ১১। আলস্য রাখিলে, ১২। কুকুরের মত বসিলে, ১৩। জানু খাড়া করিয়া উরুতে বসিলে, ১৪। পুরুষে দুই বাজু বিছাইয়া রাখিলে, ১৫। বিনা ওজরে চারি জানু হইয়া বসিলে, ১৬। এমাম মস্‌জিদের মেহরাবে দাঁড়াইলে, ১৭। এক মানুষের উচ্চ স্থানে এমাম দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িলে এবং মোক্তাদি নীচে থাকিলে, ১৮। কোন মূর্ত্তির চিত্র বা পট নামাজীর সম্মুখে, ডাহিন-বামে, ছাদে কি মস্তকের উপরি ভাগে, কি কাবার দিকে লট্‌কান থাকিলে, ১৯। কিন্তু পদতলে কি পশ্চাতে থাকিলে

মকরুহ হয় না, ২০। সুস্তি করিয়া নামাজ পড়িলে, ২১। নিলর্জ্জ হইয়া দৃষ্টি করিলে, ২২। নামাজীকে ঘৃণা করিলে, ২৩ ভাল কাপড় থাকিতে ছেঁড়া কাপড়ে নামাজ পড়িলে, ২৪। কপালের ধূলা ঝাড়িলে, ২৫। আকাশের দিকে চাহিলে, ২৬। পাগড়ীর পেঁচের উপর সেজদা করিলে, ২৭। অঙ্গুলির দ্বারা তস্‌বি গণনা করা হইলে, ২৮। জন্তুর ছবিওয়ালা কাপড়ে নামাজ পড়িলে, ২৯। মস্‌জিদের ছাদের উপর নামাজ পড়িলে, ৩০। মস্‌জিদের দ্বার বন্ধ রাখিয়া নামাজ পড়িলে,

মস্‌জিদে বার্ণিস করা কি সোণার জলে কোন কারুকার্য্য করা, কি মেহরাবে সেজদা করা মকরুহ হয় না।

৩১। যে লোক পিঠ ফিরাইয়া কথা বলিতেছে তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া নামাজ পড়া, ৩২। কোন ছবির উপর সেজদা করা। কিন্তু ক্ষুদ্র ছবি যেমন মাছি মশা, জাহাজ, বৃক্ষ লতা, পাতা, কি মস্তক হীন জন্তুর ছবির উপর সেজদা করা মকরুহ হয় না। এইরূপ যে গৃহে মেহরাব করিয়াছে তাহার ছাদের উপর প্রস্রাব করিলে দোষ নাই, যেহেতু ঐ গৃহ মস্‌জিদের মধ্যে গণ্য নহে। ৩৩। সম্মুখের কাতারে স্থান থাকিলে মোক্তাদির একাকী একটী কাতারে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া কিন্তু কাতারে স্থান না থাকিলে মকরুহ হয় না। পিছের কাতারে নিজের কাছে কাহাকে টানিয়া লওয়াই ভাল। যে ব্যক্তি মস্‌লাহ্ অবগত নহে তাহাকে টানিবে না। ৩৪। তকবির ও তহরিমার অর্থাৎ আল্লাহ আকবর দুইবার বলা, ৩৫। নামাজে জোরে ফুক দেওয়া। কিন্তু কেহ শুনিতে পাইলে নামাজ বাতেল হইবে, ৩৬। বিসমিল্লা আওাজ করিয়া বলা, ৩৭। শব্দ করিয়া আউজোবিল্লা পড়িলে, ৩৮। সোবাহানাকা কি আত্তাহিয়াতো শব্দ করিয়া পড়া, ৩৯। কেরাত পড়িতে পড়িতে রুকুতে গেলে, ৪০। রুকুর তস্‌বি পড়িতে পড়িতে খাড়া হইলে, ৪১। সেজদার তসবি কম করিয়া

পড়া, ৪২। প্রথম রাকাত হইতে দ্বিতীয় রাকাতে অধিক আওাজে পড়া, ৪৩। প্রথম রাকাত হইতে দ্বিতীয় রাকাতে বেশী আয়াত পড়িলে, ৪৪। অঙ্গ হইতে পিরহান খুলিলে, ৪৫। মস্তকে টুপি দিলে। কিন্তু আমলে কছির হইলে নামাজ বাতেল হইবে, ৪৬। কোন ফুলের সুগন্ধ লইলে, ৪৭। কাপড়ের বাতাস লইলে, ৪৮। চক্ষু মুদিয়া নামাজ পড়িলে কিন্তু একাকী হুজুরি দেলে চক্ষু মুদিয়া নামাজ পড়িতে দোষ নাই, ৪৯। কোন একটা সোন্নত ত্যাগ করিলে, ৫০। কোন বস্তু মুখের ভিতর রাখিয়া নামাজ পড়িলে, (যাহাতে কেরাত পড়া অশুদ্ধ হয় এমন বস্তু থাকিলে), ৫১। দাঁত হইতে কোন চিজ বাহির করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে কি গিলিয়া ফেলিলে, ৫২। সেজদায় যাইবার সময় হাঁটু রাখিবার পূর্ব্বে দুই হাত জমিনে রাখিলে, ৫৩। সেজদা করিয়া উঠিবার সময় বিনা ওজরে অগ্রে হাটু তুলিলে, ৫৪। রুকু ভিন্ন সকল সময়ে অঙ্গুলি কোসাদা রাখিলে, ৫৫। থুথু ফেলিলে, ৫৬। সিকেন ফেলিলে, ৫৭। কোন সুরা নির্দ্ধারিত করিয়া পড়িলে. ৫৮। এক রাকাতে দুই সুরা পড়িলে, ৫৯। প্রথম রাকাতে যে সুরা পড়া হয় দ্বিতীয় রাকাতে তাহার পরের সুরা না পড়িয়া তাহার পর যে সুরা সেই সুরা পড়িলে, ৬০। আগের সুরা পিছে পড়িলে, ৬১। এক সুরা বারম্বার পড়িলে, ৬২। এমাম বড় সুরা পড়িলে (যাহাতে মোক্তাদি বিরক্ত হয়,) ৬৩। এক রাকাতে একই সুরা দুইবার পড়িলে ৬৪। পিরহানের আস্তিন কুনুয়ের উপর গুটাইয়া রাখিলে, ৬৫। কোন বস্তুতে ঠেক দিয়া নামাজ পড়িলে, ৬৬। জ্বলন্ত আগুনের টপ সম্মুখে রাখিলে। কিন্তু সম্মুখে প্রদীপ রাখিয়া নামাজ পড়ায় দোষ হয় না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বেতের নামাজের বয়ান।

বেতেরের তিন রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজেব। তিন রাকাত নামাজ পড়িয়া সালাম ফিরিবে তিন রাকাত নামাজে তিনবার আলহামদো ও তিন সুরা পড়িতে হয়। কিন্তু তৃতীয় রাকাতে আলহামদো ও ছুরা পড়ার পরে তকবির বলিয়া দুই হাত তুলিয়া কর্ণ স্পর্শ করতঃ নাভিতে হাত বাঁধিয়া দোওয়া কুনুত পড়িবে।

দোওয়া কনুত।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ
نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى
عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ※

উচ্চারণ—আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তায়ীনোকা অ নাস্তাগ ফেরোকা অ-নোমেনো বেকা অনা-তাওয়াকাল্লো আলায়কা অনো-ছনী আলায়কাল্‌ খায়রা অ-নাশ্‌কোরোকা অ-লানাক্‌ ফোরোকা অ-নাখলায়ো অ-নাৎরোকো মাইয়াফ জোরোকা আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা নায়া বোদো অলাকা নোছাল্লি অ-নাছ জোদো অ-এলায়কা নাছয়া অনাহ্‌ফেদো অ-নারজু রাহমাতাকা অ-নাখ্‌শা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বেল্‌ কোফ্‌ফারে মোলহেক।

যদি কোন লোক দোওয়া কুনুত না জানে তবে এই দোওয়া পড়িবে—

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

উচ্চারণ—রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও অফিল আখেরাতে হাসানাতাও অকেনা আজাবান্নার।

নতুবা "আল্লা হুম্মাগ্ ফেরলি" কিম্বা "ইয়া রব" তিনবার করিয়া বলিবে। বেতের ব্যতীত অন্য কোন নামাজে দোওয়া কুনুত পড়া দোরস্ত নহে।

শাফি মজহাবের লোক রুকুর পরে দোওয়া কুনুত পড়িবে, এবং এমাম ফজরের নামাজে দোওয়া কুনুত পড়িলে মোক্তাদি পড়িবে না বরং চুপ করিয়া খাড়া থাকিবে সালাম ফিরিয়া "সোবহানা মালেকুল কুদ্দুস" তিনবার বলিবে, কিন্তু শেষে একবার প্রকাশ্যে বলিতে হইবে। মেসকাত শরিফে হজরত উম্মে সোলেমাহ্ হইতে বর্ণিত আছে,—বেতের নামাজ বাদে দুই রাকাত হাল্কি নফল বসিয়া পড়িবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সোন্নত নামাজের বয়ান।

ফজরে ফরজ নামাজের প্রথমে, জোহরের ফরজ নামাজের পরে, মগরেবের ফরজ নামাজের পরে ও এশার ফরজ নামাজের

বাদে দুই রাকাত করিয়া সোন্নত নামাজ পড়িতে হয়। জোহরের ফরজ নামাজের প্রথমে, জুমার ফরজ নামাজের প্রথমে ও পরে চারি রাকাত সোন্নত নামাজ পড়িতে হয়। এমাম ইউসুফ (রঃ) মতে ছয় রাকাত যথা— জুমার ফরজ নামাজের প্রথমে চারি রাকাত ও শেষ দুই রাকাত পড়া সোন্নত। মহিত গ্রন্থে লিখিত আছে— আসরের ফরজ নামাজের প্রথম চারি রাকাত, আর এশার ফরজ নামাজের প্রথম চারি রাকাত, বাদ এশার চারি রাকাত ও মগরেবের নামাজের পরে ছয় রাকাত নামাজ মোস্তাহাব।

দিবসে এক সালামে চারি রাকাতের বেশী নফল নামাজ পড়া মকরুহ। রাত্রে এক সালামে আট রাকাতের বেশী নামাজ পড়া দোরস্ত নহে। এমাম আবুহানিফা (রঃ) নিকট রাত্রে কি দিবসে চারি রাকাত নামাজের নিয়েত করা উত্তম।

ফরজ নামাজের দুই রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ, আর সোন্নত, ওয়াজেব ও নফল নামাজ ইচ্ছা করিয়া পড়িতে সুরু করিলে সম্পূর্ণ করা ফরজ হইয়া যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তারাবিহ্ নামাজের বয়ান।

রমজান মাসের চাঁদ উদয় হইলে, চন্দ্র রাত্রি হইতে ৩০ দিন অর্থাৎ শওয়াল মাসের চন্দ্র উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এশার নামাজের পরে ও বেতের নামাজের পূর্ব্বে জামাত করিয়া ১০ সালামে ২০ রাকাত নামাজ পড়াকে তারাবিহ্ নামাজ বলে; ইহা পড়া সোন্নতে মোয়াক্কেদা। বিনা জামাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পৃথক

পৃথক পড়াও সোন্নতে মোয়াক্কেদা। ১০ সালামে ২০ রাকাত নামাজ আদায় করিবে অর্থাৎ দুই রাকাতের নিয়েত বাঁধিবে এবং উহা পড়া শেষ হইলে সালাম ফিরাইবে। এইরূপ দুই সালামে চারি রাকাত নামাজ পড়া হইলে, চারি রাকাত নামাজ পড়িতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ বসিয়া তিনবার এই দোওয়া পড়িবে।

দোওয়া।

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ
ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ
الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا
وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ *

উচ্চারণ—সোব্‌হানা জিল্ মোল্কে ওয়াল্ মালাকুতে সোব্‌হানা জিল্ এজ্জতে ওয়াল্ আজ্‌মাতে ওয়াল্ হায়বাতে ওয়াল্ কুদরাতে, ওয়াল্ কিব্‌রিয়ায়ে, ওয়াল্ জাব্‌রুতে, সোব্‌হানাল্ মালেকেল্ হাইয়েল্ লাজি লা-ইয়ানামো অলা ইয়া মুতো সব্বুহুন্ কুদ্দুসুন্ রাব্বোনা অ-রাব্বোল্ মালায়েকাতে অর্‌রুহে

ইহার পর দুই হাত উঠাইয়া নিম্নলিখিত মোনাজাত করিবে।

মোনাজাত।

اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ
يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ
يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا خَالِقُ
يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ
يَا مُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ✱

উচ্চারণ—আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলোকাল্ জান্নাতা অ-নাউজোবেকা মেনান্নারে ইয়া খালেকাল্ জান্নাতে অন্নার বেরাহ্মাতেকা ইয়া আজিজো, ইয়া গাফ্ফারো, ইয়া কারিমো, ইয়া সাত্তারো, ইয়া রাহিমো, ইয়া খালেকো, ইয়া বাররো আল্লাহুম্মা আজেরনা মিনান্নারে ইয়া মুজিরো, ইয়া মুজিরো, ইয়া মুজিরো বেরাহ্মাতেকা ইয়া আর্ হামার্ রাহেমিন।

এইরূপ প্রত্যেক চারি রাকাত নামাজের পরে উক্ত দোওয়া ও মোনাজাত করিবে। তারাবির ২০ রাকাত নামাজ পড়া শেষ হইলে বেতেরের নামাজ জামাতের সহিত পড়িতে হইবে। এমাম কেরাত করিয়া বেতেরের নামাজ পড়িবে এবং মোক্তাদিগণ চুপ করিয়া রুকু সেজদা ইত্যাদিতে এমামের তাবেদারি করিবে। এমাম প্রথম রাকাতে "আল্হামদো" পড়ার পরে সুরা "সাব্বে-হেস্মা" কিংবা সুরা "ইন্না আনজাল্না" পড়িবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে "আল্হামদো" পড়ার পর "কুল্ ইয়া আইওহাল্ কাফেরুনা" পড়িয়া বসিবে। তৎপর "আত্তাহিয়াতো" পড়িয়া দাঁড়াইবে এবং "আল্হামদো" ও "কুলহো আল্লাহ" কেরাত সহ

পড়িয়া তকবির বলিয়া দুই হাত কর্ণ লোল পর্য্যন্ত উঠাইবে। পরে এমাম ও মোক্তাদিগণ দোওয়া কুনুত পড়িয়া রুকু সেজদা করতঃ আত্তাহিয়াতো, দরুদ ও দোওয়া মাসুরা পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে।

রমজান শরিফে তারাবিহ নামাজে এক খতম কোরান শরিফ পড়া সোন্নত। মোক্তাদিগণ অবহেলা করিয়া পড়িতে ইচ্ছা না করিলেও অন্ততঃ এক খতম পড়া কর্ত্তব্য। দুই খতম করিতে পারিলে উহা অপেক্ষা উত্তম এবং তিন খতম করিতে পারিলে সর্ব্বোত্তম। মহিত গ্রন্থে কোরান শরিফ খতমের এইরূপ নিয়ম লিখিত আছে যে প্রত্যেক রাকাতে ১০ আয়েত পড়িলে এক খতম, ২০ আয়েত পড়িলে দুই খতম এবং ৩০ আয়েত পড়িলে তিন খতম হয়। এমাম হাফেজ না হইলে সুরা তারাবিহ পড়িতে হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কসুফ ও খসুফ নামাজের বয়ান।

আরবি ভাষায় সূর্য্য গ্রহণকে কসুফ আর চন্দ্র গ্রহণকে খসুফ বলে। এই দুই সময়ে নামাজ পড়া সোন্নত। সূর্য্য গ্রহণ হইলে; যিনি জুমা পড়ান সেই এমামকে লইয়া গ্রামবাসিগণের জামাত করিয়া, বিনা আকামত এবং খোতবা না পড়িয়া কেবল দুই রাকাত এক রুকুর সঙ্গে দুই সেজদায় কেরাত শব্দ করিয়া কিম্বা নিঃশব্দে নামাজ পড়িবে। নামাজ শেষ হইলে যতক্ষণ সূর্য্য গ্রহণ না ত্যাগ হয় ততক্ষন দোওয়া পড়িতে থাকিবে। এমাম উপস্থিত না থাকিলে একাকী চুপে চুপে নামাজ পড়িবে। যখন চন্দ্র গ্রহণ হইবে তখন প্রত্যেকে পৃথক পৃথক নামাজ পড়িবে। নামাজ পড়িয়া চন্দ্র গ্রহণ না ছাড়া পর্য্যন্ত দোওয়া পড়িতে থাকিবে। এইরূপ ভয়ানক

কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে যেমন ঘোরতর অন্ধকার হইলে, শত্রু উপস্থিত হইলে, মুষলবেগে অনবরত বৃষ্টিপাত হইলে, ঘন ঘন বজ্রপাত হইলে, গ্রামে গ্রামে মহামারী পৌঁছিলে ঐরূপ নামাজ পড়িয়া দোওয়া পড়িতে হয়। এইরূপ বিপদ নাশের জন্য দোওয়া ও নামাজ পড়া সোন্নত।

সমুদয় সোন্নত ও নফল নামাজ জামাত করিয়া পড়া মকরুহ; কেবল কসুফ ও তারাবিহ্ নামাজ জামাতে পড়া মকরুহ নহে। কসুফের নামাজ মকরুহ ওয়াক্তে (যে সময় নামাজ পড়া মকরুহ সেই সময়) পড়া নিষেধ। (উমদাতুল ইসলাম)

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এস্তেস্কা নামাজের বয়ান।

কোন গ্রামে যখন অনাবৃষ্টি হয়, তখন দেশের লোক একত্রিত হইয়া মাঠের মধ্যে গিয়া দোওয়া আস্তাগফার করিয়া বিনা খোৎবা ও জমাতে, কেবলামুখে পৃথক পৃথক নামাজ পড়িয়া বৃষ্টিপাতের জন্য খোদাতায়ালার নিকটে তিন দিন পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিবে। খোদাতায়ালা সুরা নুহের মধ্যে এই মত ফর্মিয়াছেন,—

(আয়েত)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا *

উচ্চারণ—ফাকোলতাছ তাগফেরু রাব্বাকুম্ ইন্নাহু কানা গাফ্ফারাই ইউরছেলেছ ছামায়া আলায়কুম্ মেদরারা।

হজরত নুহ (আঃ) আপনার কওমদিগকে বলিয়াছিলেন,—তোমরা বল, হে প্রতিপালক পাপ হইতে মুক্ত কর নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী, তোমরা তওবা কর গোণা হইতে আল্লার নিকট। কেননা খোদাতায়ালা তোমাদের প্রতি পানীর বণ্যা পাঠাইবেন।

এস্তেসকা নামাজের জন্য প্রতিবাসী-গোণাগার কাফেরগণকে ডাকিবে না। আর জগৎবাসী আপনার কৃতপাপের জন্য তওবা করিলে দয়াময় খোদাতায়ালা অনুগ্রহ করিয়া পানী বর্ষণ করিবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ফরজ পাইবার বয়ান।

কোন ব্যক্তি একাকী ফরজ নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একদল লোক আসিয়া জামাত পড়িবার জন্য আকামত দিলে ঐ একাকী ব্যক্তি যদি প্রথম রাকাতের জন্য সেজদা না করিয়া থাকে, তবে নিজের নামাজ ছাড়িয়া জামাতে ভর্ত্তি হইবে। যদি প্রথম রাকাতের সেজদা করিয়া থাকে, তবে দুই রাকাত কি তিন রাকাত নামাজ পড়ার নিয়েত থাকিলেও নিজের নামাজ ছাড়িয়া জামাতে মিলিবে। যদি চারি রাকাত নামাজের এক রাকাতের সেজদা করিয়া থাকিলে আর এক রাকাত নামাজ পড়িয়া জামাতে ভর্ত্তি হইবে। উহার ঐ দুই রাকাত নামাজ নফলে গণ্য হইবে। কিন্তু আসরের নামাজ বাদে নফল পড়া মকরুহ। একাকী তিন রাকাত নামাজ পড়িবার পরে জামাত হইতেছে দেখিতে পাইলে সে ব্যক্তি আর এক রাকাত পড়িয়া পুরা করিবে, জামাতে পড়িতে পারিবে না। কারণ তখন তাহার

অর্দ্ধেকের বেশী নামাজ পড়া হইয়া ছিল। বেশীর ভাগ পড়া হইলে সম্পূর্ণ হইবার মধ্যে ধর্ত্তব্য।

মস্‌জিদে আজান হইলে যাহারা নামাজ পড়ে নাই তাহাদিগকে মস্‌জিদ হইতে বাহির হওয়া মকরুহ্‌। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্য মস্‌জিদের লোক যেমন মোওয়াজ্জেন কি এমাম কিংবা যাহাদের আদেশে জামাত খাড়া হয় এমন লোকের বাহির হওয়া মকরুহ্‌ নহে। ঐরূপ যাহারা একবার এশা কি জোহরের নামাজ পড়িয়াছে তাহাদের বাহির হওয়া কিছুতেই মকরুহ হয় না; কিন্তু জামাতের জন্য আকামত হইলে উঁহাদের বাহিরে যাওয়া মকরুহ্‌। কেননা উঁহারা পুনরায় জামাতে নামাজ পড়িয়া জামাতের বেশী পুণ্যলাভ করিতে পারিত। দ্বিতীয় জামাতের লোক আকামত হইলে তাহারা যদি বাহির হয়, নিজেদের নির্দ্ধারিত জামাতে নামাজ পড়িয়া সওাব পাইবে এবং যদি না যায় সে জামাতের মধ্যে ক্ষতি হইবে। যে ব্যক্তি ফজর কি আসর কি মগরেবের নামাজ পড়িয়াছে আর ঐ ওয়াক্তে জামাতের লোক আকামত দেয় উঁহারা অনায়াসে বাহির হইতে পারে, যেহেতু উঁহারা আর জামাতে পড়িতে পারে না। কারণ— উঁহারা যদি জামাতে পড়ে ঐ নামাজ নফলে গণ্য হইবে, কিন্তু ফজর ও আসরের পরে নফল মকরুহ হয়। মগরেবে এরূপ পড়া নিষেধ, কারণ শরিয়তে তিন রাকাত নামাজ নফল হয় না।

ফজরের সোন্নত পড়িতে গেলে জামাত না পাইবার আশঙ্কা থাকিলে সোন্নত না পড়িয়া জামাতে ভর্ত্তি হইবে। কিন্তু সোন্নত পড়িয়া জামাতের শেষ রাকাতে ভর্ত্তি হইবে বুঝিলে ফজরের সোন্নত অগ্রে পড়িয়া পরে জামাতে ভর্ত্তি হইবে।

কাহারও কেবল ফজরের সোন্নত নামাজ ফউত হইলে সূর্য্যোদয় হইতে বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পড়িয়া লইবে। *

* এমাম আবুহানিফা ও এমাম ইউসুফ (রঃ) বলেন, ফজরের সোন্নতের কাজা আর পড়িতে হইবে না।

কিন্তু ফজরের সোন্নত ও ফরজ নামাজ ফউত হইলে বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উভয় নামাজ কাজা পড়িবে। দ্বিপ্রহরের পরে সোন্নতের কাজা পড়িতে হইবে না।

জোহরের সোন্নত পড়িয়া জামাতে দুই রাকাত পাইবার আশা থাকিলে আগে সোন্নত পড়িয়া লইবে, নচেৎ পড়িবে না। কিন্তু জোহরের সোন্নত না পড়িয়া জামাতে পড়িবে। তৎপরে আগে চারি রাকাত সোন্নত পরে দুই রাকাত সোন্নত পড়িতে হয়। এমাম মহাম্মদ (রঃ) বলেন, ফরজ নামাজ বাদে প্রথমে দুই রাকাত সোন্নত তৎপরে চারি রাকাত সোন্নত ও নফল নামাজ পড়িবে। ফজর ও জোহরের সোন্নত ব্যতীত অন্য কোন সোন্নত নামাজের কাজা পড়িতে হয় না।

মসজিদে নামাজ পড়িতে গেলে অগ্রে সোন্নত পড়িবে। কিন্তু সোন্নত পড়িলে জামাত না পাইবার আশঙ্কা হইলে, কি ওয়াক্ত শেষ হইয়া গেলে, উভয় ব্যবস্থানুসারে সোন্নত না পড়িয়া অগ্রে ফরজ পড়িয়া লইবে।

এমাম রুকুতে থাকিতে থাকিতে কেহ যদি এক্তেদা করে তবে তাহার সেই রাকাত পাওয়া হইল। এমাম রুকু হইতে মস্তক তুলিয়া ফেলিলে তাহার সে রাকাত পাওয়া হইল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ফউত নামাজের কাজা পড়িবার বয়ান।

পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ কাজা হইলে তর্তিব সহকারে পড়া ফরজ। ওয়াক্তের এবং তাহার তর্তিবের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত

আবশ্যক। যেহেতু ফউত নামাজের কাজা না পড়িয়া ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িলে দোরস্ত হয় না। অগ্রে ফউত নামাজের পরস্পর কাজা পড়িয়া তৎপরে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে। কাহারও এক ওয়াক্তের নামাজ ফউত হইলে তাহার কাজা পড়িয়া উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়িতে হইবে। যেমন— বেতের নামাজ কাজা না পড়িয়া ফজরের ওয়াক্তের ফরজ নামাজ পড়া দোরস্ত হয় না। তরতিব অর্থ—অগ্রে পরস্পর কাজা পড়া, তৎপরে ওয়াক্তের নামাজ পড়া। তোমাদের জানিয়া রাখা উচিত, তরতিব তিন কারণে নষ্ট হয়, যথা প্রথম— ওয়াক্ত কম থাকিলে অর্থাৎ কাজা পড়িতে গেলে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পাওয়া যায় না, এ অবস্থায় কাজা থাকিতেও ওয়াক্তের নামাজ পড়িয়া লইবে। যদি কিছু কাজা পড়িয়া ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া যায় তাহাই পড়িবে। যেমন— এশার নামাজ ফজরের ওয়াক্তে কাজা পড়িতে গেলে ফজরের ফরজ নামাজ পাওয়া না যাইবার সম্ভাবনা থাকিলে বেতেরের কাজা পড়িয়া ওয়াক্তিয়া পড়িবে। কিন্তু সূর্যোদয়ের পরে এশার কাজা পড়িতে হইবে। ঐরূপ কাহারও জোহর ও আসর ফউত হইলে মগরেবের সময় সাত রাকাতের বেশী পড়ার সময় পাওয়া না গেলে জোহরের কাজা পড়িয়া পরে মগরেবের তিন রাকাত ফরজ পড়িবে। দ্বিতীয়— ফউত নামাজের কথা স্মরণ না থাকিলে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়িলে দোরস্ত আছে। যেমন— এক ব্যক্তির এক ওয়াক্তের নামাজ কাজা ছিল, এমত অবস্থায় উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ পড়িবার পরে তাহার কাজা নামাজের কথা স্মরণ হইলে ওয়াক্তিয়া নামাজ দোরস্ত হইবে পুনঃ দোহরাইতে হইবে না। কিন্তু তৎপরে কাজা নামাজ পড়িবে। তৃতীয়—ছয় ওয়াক্তের নামাজ ফউত হইলে তরতিব নষ্ট হয়। তখন তরতিবের প্রতি লক্ষ রাখিতে হয় না। ঐ সময় ফউত নামাজের কথা মনে থাকিলে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া

দোরস্ত আছে। অতএব কাহারও বেশী নামাজ কাজা ছিল, উহা আদায় করিতে করিতে কম হইয়া যায়, তথাপি তর্তিব খাটীবে না। যেমন— কোন লোকের ছয় ওয়াক্তের কিংবা এক-মাসের নামাজ ফউত হইয়াছিল, উহার কাজা আদায় করিতে করিতে দুই তিন ওয়াক্তের নামাজ কাজা বাকী থাকিলে এ অবস্থাতে তর্তিব নষ্ট হইবে, তখন তর্তিব হইতে পারে না। উহা স্মরণ থাকা সত্বেও ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া দোরস্ত। যখন কাজা নামাজ পড়া শেষ করিয়া আবার এক ওয়াক্ত ফউত হইবে, তখন পুনরায় তরতিবের প্রতি দৃষ্টি রাখা ফরজ হইবে।

কোন লোকের ছয় ওয়াক্তের নামাজ ফউত হইয়াছিল কিন্তু কাজা পড়ে নাই। এক মাস পরে পুনঃ এক ওয়াক্তের ফউত নামাজ এক সঙ্গে মিলাইয়া সাত ওয়াক্তের ফউত নামাজ একত্রিত করিলে তরতিবে গণ্য হইবে না; ঐ নামাজ মনে থাকিলেও ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়া দোরস্ত হইবে

এক ব্যক্তি জোহরের নামাজ পড়িতে পড়িতে চিন্তা করিতে লাগিল যে, ফজরের নামাজ পড়িয়াছি কি না? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জোহর পড়িয়া মনে স্থির করিল যে, আমার ফজরের নামাজ পড়া হয় নাই। তখন তাহাকে ফজরের নামাজ পড়িয়া পুনরায় জোহরের নামাজ দোহরাইয়া পড়িতে হইবে।

উমদাতুল ইসলাম গ্রন্থে লিখিত আছে, গোণা করিয়া তওবা করিলে গোনা মাফ হইবে। কিন্তু ফউত নামাজের কাজা না পড়িলে উহার বোঝা গরদান হইতে নামিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি নামাজের ওয়াক্তের তাখির (বিলম্ব) করে আশা করা যায় যে তওবা করিলে খোদা মাফ করিতেও পারেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ছহো সেজদার বয়ান।

ছহো অর্থ ভুল। নামাজের ওয়াজেব ভুলে ত্যাগ করিলে ছহো সেজদা করা ওয়াজেব। ছহো সেজদা এইরূপ করিতে হয়, ইহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য; যথা—শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াতো পড়া হইলে ডাহিন দিকে সালাম ফিরিয়া দুই সেজদা করিয়া পুনরায় আত্তাহিয়াতো, দরুদ ও দোওয়া মাসুরা পড়িয়া দুই দিকে সালাম ফিরিয়া নামাজ শেষ করিবে।

সারে বেকায়ার মধ্যে এইরূপ মসলা আছে যে, নামাজের কোন রোকন নিয়মিতরূপে আদায় না করিলে, কেরাতের অগ্রে রুকু দিলে, কোন রোকন আদায় করিতে বিলম্ব করিলে, তিন রাকাত কিংবা চারি রাকাতের দুই রাকাত পড়িয়া বৈঠকে আত্তাহিয়াতোর বেশী কিছু পড়িলে অর্থাৎ দরুদ কি মাসুরার কিছু পড়িলে, কোন রাকাতে কেয়ামে বেশী বিলম্ব করিলে, কোন রোকন দুইবার আদায় করিলে, এক রাকাতে দুইবার রুকু করা হইলে, ছহো সেজদা ওয়াজেব।

ছওয়াল— নামাজে কোন ওয়াজেব ত্যাগ না করিয়া যদি বেশী পড়া হয় তবে ছহো সেজদা ওয়াজেব কেন?

জওয়াব— সারে আওরাদের মধ্যে বর্ণিত আছে, যেখানে এক রোকন দুইবার করা হয়, সেখানে অন্য রোকন আদায় করিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে নিয়মিত বা নির্দ্দিষ্ট স্থানের ওয়াজেব ত্যাগ হয়। কেননা যেখানের যে ফরজ ও ওয়াজেব ঐ মকামের মধ্যে আদায় করা ওয়াজেব তাহা আদায় হইল না। সুতরাং কোন ওয়াজেবকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেক না, যেমন শব্দ করিয়া কেরাত পড়িবার স্থলে, চুপে চুপে পড়িয়া ভুলিয়া এই ওয়াজেব ত্যাগ

করিবার কারণেই সহো সেজদা করা ওয়াজেব হইল। এইরূপ কেহ দোওয়া কুনুত কি ঈদের তকবির সহোতে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাকে সহো সেজদা করা ওয়াজেব।

ফরজ স্বেচ্ছায় কি ভূলে ত্যাগ করিলে নামাজ বিনষ্ট হয়। ওয়াজেব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলে পাপী হইবে। বিনা সহো সেজদায় নামাজ দেরাস্ত হইবে কিন্তু ক্ষতির সহিত দোরস্ত হইবে। আর ওয়াজেব ভুলে ত্যাগ করিলে নামাজের যতটা ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা সহো সেজদা করিলে পূর্ণ হয়। স্বেচ্ছায় সোন্নত ত্যাগ করিলে পাপী হইবে। কিন্তু ভূলে ত্যাগ করিলে কিছুই হয় না এবং সহো সেজদা করিবারও আবশ্যক নাই।

মোক্তাদির সহোতে এমামকে সহো সেজদা করা ওয়াজেব হয় না। এমামের সহোতে তাহার সঙ্গে মোক্তাদিগণের সহো সেজদা করা ওয়াজেব। কিন্তু এমাম যদি সহো সেজদা না দেয় তবে মোক্তাদিগকেও দিতে হয় না। এমাম সহো সেজদা করিলে, মসবুকও সহো সেজদা করিয়া পরে বাকী নামাজ পড়িবে। *

সারে বেকায়ার মধ্যে আছে, কোন লোক প্রথম বৈঠকে সহো করিয়া দাঁড়াইবার সময় স্মরণ হইলে— বসিবার নিকটবর্ত্তী থাকেত বসিবে আর উহাকে সহো সেজদা করিতে হইবে না। কিন্তু যদি দাঁড়াইবার নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে তবে আর বসিবে না, শেষকালে সহো সেজদা করিবে। যদি শেষবৈঠকে ভূলে না বসিয়া পাঁচ রাকাতের জন্য দাঁড়াইয়া পড়ে, তবে যে পর্য্যন্ত সেই রাকাতের সেজদা না করে, সেই পর্য্যন্ত মনে হইলে অমনি বসিয়া আত্তাহিয়াতো পড়ার পর সহো সেজদা করিবে। কিন্তু পাঁচ রাকাতের সেজদা করিলে ঐ ফরজ নফলে গণ্য হইবে; সুতরাং

---

* মসবুক বাকী নামাজ পড়িতে সহো করিলে আবার সহো সেজদা করিতে হইবে।

আর এক রাকাত পড়িয়া ছয় রাকাত পূর্ণ করিলেও নফল হইবে। যদি কেহ শেষ কায়দায় বসিয়া ভুলে পাঁচ রাকাতের জন্য দাঁড়ায় তবে যে পর্য্যন্ত সেই রাকাতের সেজদা না করে, সেই পর্য্যন্ত মনে হইলে অমনি বসিয়া সালাম ফিরিবে। কিন্তু পাঁচ রাকাতের জন্য দাঁড়াইয়া সেজদা করিয়া ফেলিলে আর এক রাকাত পড়িয়া ছয় রাকাত পূর্ণ করিয়া সহো সেজদা করতঃ নামাজ শেষ করিবে এস্থলে উহার চারি রাকাত ফরজ আর দুই রাকাত নফলে গণ্য হইবে। যদি নফল না মিলায় অর্থাৎ ছয় রাকাত না পড়ে তথাপী চারি রাকাত ফরজ দোরস্ত হইবে; যেহেতু ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পাঁচ রাকাত পড়িতে দাঁড়ায় নাই, বসিবার পরে ভ্রমে দাঁড়াইয়া ছিল। ছয় রাকাত পড়ায় দুই রাকাত নামাজ যে নফলে গণ্য হইল, উহা জোহরের ফরজ বাদে যে দুই রাকাত সোন্নত পড়িতে হয় তাহার মধ্যে গণ্য না করিয়া বরং দুই রাকাত জোহরের সোন্নত নামাজ পড়িবে।

আখেরি কায়দায় এমাম আত্তাহিয়াতো পড়িবার ন্যায় বসিয়া ভুলে: পাঁচ রাকাত নামাজ পড়িতে উঠিয়া দাঁড়ায়, এঅবস্থায় মোক্তাদি এমামের সহিত না উঠিয়া বসিয়া থাকিবে এমাম নিজের ভ্রম মনে করিয়া অমনি যদি বসিয়া সালাম ফেরায়, তৎসঙ্গে মোক্তাদিগণ ও সালাম ফিরাইবে আর এমাম যদি পাঁচ রাকাতের জন্য সেজদা করে, মোক্তাদি অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিবে। (সারে বেকায়া)

যাঁহার প্রতি সহো সেজদা করা ওয়াজেব আছে, সে ব্যক্তি আখেরি কায়দায় ভুল হইয়াছে বলিয়া যদি সহো সেজদা দিবার মানসে ও তাহা না দিয়া নামাজ শেষ করিয়া সালাম ফিরায় তবে এরূপ ক্ষেত্রে সহো সেজদা না দিলেও তাহার নামাজ শেষ হইয়াছে বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে। যদি সহো সেজদা করে তবে সে নামাজের

মধ্যে আছে বলিয়াই জানিতে হইবে; এবং এই সময় যদি কেহ তাহার একেদা করে, তাহা হইলে তাহার একেদা দোরস্ত হইয়া যাইবে। আর যদি সালাম ফিরাইয়া খল্ খল্ শব্দে হাসিয়া পরে সহো সেজদা দেয় তাহা হইলে তাহার ওজু ভঙ্গ হইয়া যায়। কারণ তখন সে নামাজের মধ্যে হাসিয়াছে। কেহ যদি সালাম ফিরিবার পরে উচ্চৈঃস্বরে হাসে এবং তৎপরে সহো সেজদা না করে তবে তাহার ওজু ভঙ্গ হইবে না। কারণ ঐ ব্যক্তি নামাজের বাহিরে হাসিয়াছে। এইরূপ কোন মোসাফের (প্রবাসী) সালাম ফিরিয়া মকিম হইবার নিয়েত করতঃ যদি সহো সেজদা করে, তবে তাহার চারি রাকাত ফরজ নামাজ আদায় হইবে; যেহেতু সে নামাজের ভিতর মকিম হইবার নিয়েত করিয়াছিল। কিন্তু নামাজের ভিতর সালাম ফিরাইবার পরে মকিমের নিয়েত করিয়া যদি সহো সেজদা করে, তবে তাহাকে চারি রাকাত ফরজ আদায় করিতে হইবে। তাহার ঐ নামাজ সহি হইবে বটে, কিন্তু সে যদি নামাজ শেষ করিবার মানসে সালাম ফিরাইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ নিয়েত বাতেল হইবে এবং অবশ্যই সহো সেজদা করিতে হইবে। (সারে বেকায়া)

একাধিকবার ভুল হইলে একবার সহো সেজদা করিলেই নামাজ দোরস্ত হইবে। ভুল বশতঃ একবার সহো সেজদা করার পরে পুনঃ ভুল করিলে পুনর্ব্বার সহো সেজদা করিতে হইবে।* (উমদাতুল ইস্লাম সেরাজী)

কাহারও যদি নামাজ পড়িতে পড়িতে এমন সন্দেহ হয় যে কয় রাকাত পড়িলাম এবং কয় রাকাত পড়া হইয়াছে ঠিক নির্ণয় করিতে না পারে, তবে নামাজ পুনঃ প্রথম হইতে আরম্ভ করিবে। যাহার সন্দেহ বেশী হয় সে লোক দেলের মধ্যে যত রাকাত পড়িয়াছে বলিয়া ধারণা করিবে সে সেই ধারণানুসারে তত রাকাত পড়িবে।

* সহো সেজদা ভুল করিলে তজ্জন্য সহো সেজদা করিতে হয় না।

এক রাকাত বলিয়া বিশ্বাস হইলে এক রাকাত পড়াই গণ্য করিয়া দ্বিতীয় রাকাত পড়িবে। যদি কেহ দেলে ঠিক নির্ণয় করিতে না পারে তবে কম এখতিয়ার করিবে। যেমন— জোহরের চারি রাকাত নামাজে সন্দেহ হইল যে তিন রাকাত পড়িলাম কি চারি রাকাত পড়িলাম, এই সন্দেহ থাকায় তিন রাকাত পড়া হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আর এক রাকাত পড়িয়া পুরা চারি রাকাত করিতে হইবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিমারী ব্যক্তির নামাজের বয়ান।

যদি কাহারও নামাজ পড়িতে পড়িতে বিমার হয় কিম্বা পূর্ব্বের বিমার থাকে, কিম্বা এই বিমার অবস্থায় দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে অক্ষম হয় তবে বসিয়া নামাজ পড়িবে। রুকু সেজদা করিতে মহা কষ্ট বোধ হইলে মস্তকের ইশারায় রুকু সেজদা করিবে। কিন্তু সেজদা করিবার জন্য বালিশ তাকিয়া ইত্যাদি উচ্চ করিয়া রাখা ঠিক নহে। বসিয়া নামাজ পড়িতে না পারিলে শয়ন করিয়াও নামাজ পড়িবে। শয়ন করিয়া নামাজ পড়ার নিয়ম যথা— কেবলার দিকে পা করতঃ চিৎ অবস্থায় শুইয়া কাবামুখে ইশারায় নামাজ পড়িতে হইবে। ইশারায় সেজদা করিতে না পারিলে নামাজে তাখির করিবে। কিন্তু চক্ষু ভুরুর ইশারায় রুকু সেজদা করিবে না। যদি কেয়াম করিতে পারে এবং রুকু সেজদা করিতে অক্ষম হয় তবে বসিয়া ইশারায় নামাজ পড়িবে। এ অবস্থায় বসিয়া নামাজ পড়াই উত্তম। কারণ বসা সেজদার নিকটবর্ত্তী, এবং কেয়াম

অপেক্ষা সেজদার দর্জ্জা বেশী। কোন বিমারী বসিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতেঃযদি আরোগ্য লাভ করে, তবে বাকী নামাজ দাঁড়াইয়া পড়িবে। (সারে বেকায়া)। কোন লোক এক দিবা রাত্র উন্মাদ কি জ্ঞানহারা (বেহুশ) হইয়া থাকিলে তাহাকে উহার ফউত নামাজের কাজা পড়িতে হইবে। কিন্তু এক দিবা—রাত্রের কিছু বেশী সময় অচৈতন্য থাকিলে উহাকে কাজা পড়িতে হইবে না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

নৌকায় নামাজ পড়িবার বয়ান।

সারে বেকায়ায় লিখিত আছে, চল্তি নৌকায় বিনা ওজরে বসিয়া নামাজ পড়া দোরস্ত ; কিন্তু তীরে বাঁধা নৌকায় ওজর ব্যতীত বসিয়া নামাজ পড়া দোরস্ত নহে। মহিত গ্রন্থে লিখিত আছে যে চলতি নৌকায় নামাজ পড়িতে হইলে কেবলা মুখে নামাজ পড়িবে, যদি নৌকা এদিক ওদিক ঘোরে তবে নামাজীও কেবলা মুখে ঘুরিতে থাকিবে। ক্ষমতা থাকা সত্বেও কেবলা দিকে ঃমুখ করিয়া নামাজ পড়া ফরজ। যেমন— খোদা-তায়ালা বলিয়াছেন,

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ❋

উচ্চারণ—মা:কুন্‌তুম্ ফাওয়াতু ওজু হাকুম শাৎরাতো।

যে স্থানে থাক না কেন তোমরা সকলে নামাজ পড় এবং যে দিকে কাবা সেই দিকে মুখ ফিরাও। সুতরাং চতুষ্পদ জন্তুর উপর

আরোহণ করিলেও মুখ ফিরাইয়া কাবা মুখে নামাজ পড়িতে হইবে। কেবল পশুর মুখ কেবলার দিকে থাকিলে হইবে না, নামাজীকেও কাবা মুখে নামাজ পড়িতে হইবে। যদি কোন অশ্বারোহী কাবামুখে যায় এবং আরোহীর মুখ যদি কাবার বিপরীত দিকে থাকে তবে ঐ বিপরীত মুখে নামাজ পড়িলে দোরস্ত হইবে না। কাবার দিকে মুখ ফেরাইয়া নামাজ পড়িতে হইবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

তেলাওত সেজদার বয়ান।

দুই তকবিরে একবার তেলাওত সেজদা করিতে হয় * প্রথম দাঁড়াইয়া উচ্চ শব্দে "আল্লাহো আকবর" বলিয়া সেজদা করিবে, ও পুনঃ "আল্লাহো আকবর" বলিয়া সেজদা হইতে উঠিয়া খাড়া হইবে। নামাজের নিয়মানুসারে সেজদার জন্য বদন ঢাকিবে, কাবার দিকে মুখ করিবে, ওজু ও গোছলের আবশ্যক থাকিলে করিয়া লইবে। ইহা ভিন্ন নামাজের ন্যায় রুকু করা, কেরাত পড়া, বৈঠক করা, তাসহদ পড়া, হাত উঠান, সালাম ফেরান কিছুই করিতে হয় না। কেবল সেজদায় গিয়া "সোবহানা রাব্বেইয়াল্ আলা" তিনবার বলিতে হয়। যে ব্যক্তি সেজদার চতুর্দ্দশ আয়েত পড়ে কি শুনে তাহার প্রতি তেলাওত সেজদা করা ওয়াজেব। সেজদা তেলাওত নিম্নলিখিত সুরার মধ্যে ১৪টী স্থানে আছে, যথা—সুরা আরাফ, সুরা-রায়াদ, সুরা-নহল, সুরা-বনিইস্রাইল, সুরা-মরিয়ম, সুরা-হজ্জ, সুরা-ফোরকান, সুরা-নমল, সুরা-আলমতনজিল,

---

* তেলাওত সেজদার অস্ জত্ত লিল্লাহে বলিয়া নিয়েত করিবে।

সুরা-ছওয়াদ, সুরা-হাম, সেজদা, সুরা-নজম, সুরা-এজাছসামাওন শাকাত, সুরা-একরাবেসমে যে ব্যক্তি শুনে বা শুনিতে অমনোযোগী থাকিলেও উহার প্রতি তেলাওত সেজদা করা ওয়াজেব।

এমাম সেজদার আয়েত পড়িলে, মোক্তাদিগণ মন দিয়া শুনুক বা না শুনুক এমামের সঙ্গে তেলাওত সেজদা করিবে। মোক্তাদি পড়িলে এমামকে সেজদা করিতে হইবে না। এমাম নামাজে সেজদার আয়েত পড়িলে তথায় নামাজের বাহিরে কেহ শুনিলেও উহাকে সেজদা করিতে হইবে।

নামাজী লোক নামাজ পড়া অবস্থায় একজন কোরান পাঠকের সেজদার আয়েত শুনিয়া নামাজের মধ্যেই যদি তেলাওত সেজদা করে তবে নামাজান্তে সেজদা দোহরাইবে, কিন্তু নামাজ দোহরাইতে হইবে না। এমাম প্রথম রাকাতে তেলাওত সেজদার আয়াত পড়িলে একজন সে সময় নামাজের বাহিরে সেজদার আয়েত শুনিয়া দ্বিতীয় রাকাতে ভর্ত্তি হইলে, নামাজ অন্তে তেলাওত সেজদা করিবে। কেননা নামাজের বাহিরে সেজদার আয়েত শুনিয়া ছিল। যদি কেহ সেজদার আয়েত পড়িয়া তৎপরে নামাজ আরম্ভ করে, কিম্বা নামাজ আরম্ভ কালে যে সেজদার আয়েত পড়িয়া ছিল, পুনঃ নামাজের মধ্যে সেই আয়েত পড়ে তবে ইহাতে একবার সেজদা করিলেই হইবে। কিন্তু নামাজের বাহিরে আয়েত পড়িয়া সেজদা করিবার পরে নামাজের মধ্যে ঐ আয়েত পড়িলে পুনঃ তেলাওত সেজদা করিতে হইবে।

এক মজলেশের মধ্যে একই আয়েত বার বার পড়িলে একবার সেজদা করিলে পুনর্ব্বার সেজদা করিতে হইবে না। যদি কয়েকটা আয়েত এক মজলেসে পড়ে, কিংবা একই আয়েত পৃথক পৃথক মজলেসে কয়েক বার পাঠ করে তবে যত বার পড়িবে তত বার সেজদা করিতে হইবে। তাঁতি সুতার টানা করিবার জন্য যে পরিমাণ তফাৎ তফাৎ দুইটী খুঁটি পুঁতিয়া রাখে, সেই পরিমাণ তফাৎ

উঠিয়া গেলে ভিন্ন মজলেস হয়। সুতরাং একজন এক খুঁটির কাছে (মজলেসে) বসিয়া কোরান পাঠে সেজদার আয়েত পড়ে অন্য ব্যক্তি সেই আয়েত শুনিয়া দ্বিতীয় খুঁটির কাছে (মজলেসে) চলিয়া গেল, পুনঃ কোরান পাঠকের নিকটে আসিয়া যে সেজদার আয়েত প্রথম শুনিয়া ছিল তাহাই শুনিতে পাইল। ইহাতে শ্রোতাকে দুইবার সেজদা করিতে হইবে, এবং পাঠক এক সেজদা করিবে। শ্রোতাকে কেবল মজলেস পরিবর্ত্তন করিবার কারণে দুইবার সেজদা করিতে হইল। এইরূপ পাঠক মজলেস পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মজলেসে যাইয়া দুইবার এক আয়েত পাঠ করে এবং শ্রোতা এক মজলিসে বসিয়া সেই আয়েত দুইবার শুনিলে শ্রোতা এক সেজদা করিবে, কিন্তু পাঠককে দুই সেজদা করিতে হইবে। কোন কার্য্য করিলে, এক ঘর হইতে দ্বিতীয় ঘরে গমন করিলে, এক বৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় উঠিলে মজলিস পরিবর্ত্তন হয়। *

সেজদার আয়েত ছাড়িয়া দিয়া কোরান তেলাওত করা মকরুহ। কিন্তু সেজদার আয়েত পড়িয়া অন্য স্থানে ছাড়িয়া পড়া মকরুহ হয় না। পাঠের সময় পূর্ব্বের দুই চারি আয়েত হইতে আরম্ভ করিয়া সেজদার আয়েত পড়া মোস্তাহাব। সেজদার আয়েত অন্য আয়েত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা জানা উচিত নহে। সেজদার আয়েত পড়িবার সময় তেলাওতকারীকে চুপে চুপে পড়া উত্তম। কারণ শ্রোতা ব্যক্তি বিনা ওজুতে থাকে (সারে বেকায়া)। ফতাবী হুজ্জাতের মধ্যে লিখিত আছে যদি তেলাওত করিতে করিতে সেজদার আয়েত পৌছে তখন না পড়িয়া অন্য সময় সেজদা করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে সময় এই আয়েত পড়িয়া রাখিবে,—

* দুই চারি পা চলিয়া গেলে, দুই চারি লোকমা আহার করিলে, একটু শুইয়া উঠিলে মজলেস পরিবর্ত্তন হয়।

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ *

উচ্চারণ—সামেয়না ও আতায়না গোফোরানাকা রাব্বানা ও এলায়কাল মাছির।

পরে অবকাশ মত তেলাওত সেজদা করিবে।

এব্রাহিম সাহি গ্রন্থে লিখিত আছে যে— তেলাওত সেজদা আদায় করিতে হইলে প্রথমে দাঁড়াইয়া তেলাওত সেজদা করতঃ পুনঃ দাঁড়াইয়া বসা মোস্তাহাব.।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

মোসাফেরের নামাজের বয়ান।

মোসাফের উহাকে বলে, যিনি বিদেশে যাইবার মনন করিয়া পায়দল তিন দিন কি তিন রাত্র চলিয়া যায় এবং স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মধ্যম রকমের চলনে, বন জঙ্গলে উষ্ট্রারোহণে যায়, কি পদব্রজে গমন করে, সমুদ্র পথে নৌকায় বায়ু ভরে, পাহাড় পথে যে উপায়ে পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে উহাই ধর্ত্তব্য হইবে। যদি মন্দ কার্য্যে যায় তথাপীও সে মোসাফের এইরূপ যতদিন গৃহে ফিরিয়া না আসিবে ততদিন সে মোসাফের। প্রবাসে যাইতে যাইতে যতদিন কোথায়ও পনের দিবস থাকিবার মনন করিয়া অবস্থান না করিবে, ততদিন তাহাকে মোসাফের বলা যাইবে এবং চারি রাকাত নামাজ কছর পড়িবে। কছর অর্থ— কম করা, অর্থাৎ চারি রাকাতের দুই রাকাত পড়া। মোসাফের কোথায় পনের দিবসের কম সময় থাকে, কি কোন স্থানে অবস্থিত কালে

কয় দিন থাকিতে হইবে তাহার ঠিক নাই, হয় কাল, না হয় পরশু এই ভাবে বহুদিন থাকিলেও কছর পড়িতে হইবে। এইরূপ ইসলাম সৈন্য দারলহরবে যাইয়া কোন দুর্গ কিছু দিন অবরোধ করিয়া রাখে, কি কাফের সৈন্যদিগকে কোথায় আক্রমণ করিয়া বেষ্টন করিয়া বহুদিন থাকিলে কছর পড়িবে। যেহেতু তাহারা পনের দিন পর্য্যন্ত থাকিবার জন্য কোন নিয়েত করে নাই। যদি পনের দিন থাকিবার নিয়েত করিত তবে মকিম হইত। (সারে বেকায়া) যদি কোন মোসাফের কোন গ্রামে কি কোন সহরে যাইয়া ১৫ দিন থাকিবার নিয়েত করে, তবে সে ব্যক্তি মকিম হইবে। খোদাতায়ালা মোসাফেরের জন্য নামাজ কছর করিয়া দিয়াছেন এবং উহাদিগকে রমজান মাসে পরবাসে আহার করিবার জন্য বিমুক্ত করিয়া দিয়াছেন, মোসাফের রমজান মাসে রোজা রাখেত উত্তম। কেহ প্রবাসে হজ্জ ব্রতে গেলেও মোসাফের, আর রাহাজানি (ডাকাতি) করিতে গেলেও মোসাফের। তাবেদার লোক প্রভুর আদেশ ব্যতীত নিজে নিয়েত করিয়া কোথায়ও মকিম হইতে পারে না। যেমন স্বামী সঙ্গিনী-স্ত্রী, প্রভু সঙ্গী ভৃত্য, আফ্ছার-সঙ্গী সৈন্য কর্ত্তাগণের বিনানুমতিতে কোথায় মকিম হইলে দোরস্ত হইবে না। ইহাদের আদেশ থাকিলে হইবে।

মোসাফের চারি রাকাত পড়িয়া ফেলিলে এবং মধ্যের বৈঠকে বৈঠক করিলে ফরজ আদায় হইবে। কিন্তু সালাম ফিরিতে গৌণ হইবার কারণে গোণা হইতে পারে। এবং যে দুই রাকাত বেশী পড়িয়াছে উহা নফলে গণ্য হইবে। যদি মধ্যের কায়দায় না বসে তবে ফরজ বাতেল হইবে। কেননা মোসাফেরকে দুই রাকাত পরে বৈঠক করা ফরজ। উহার জন্য উহা শেষ কায়দা, এবং শেষ কায়দায় বৈঠক করা ফরজ। এই ফরজ ত্যাগ করার কারণে নামাজ বাতেল হইয়া যায় (সারে বেকায়া)।

নামাজের ওয়াক্তে এক মোসাফেরের এমাম মকিম হইলে

মোসাফেরকে চারি রাকাত সম্পূর্ণ পড়িতে হইবে। বে-ওয়াক্তের মকিম মোসাফেরের এমাম যেন না হয়। কারণ বে-ওয়াক্তে মকিম এমামের তাবেদারী করা মোসাফেরের প্রতি ফরজ নহে। যেমন— জোহরের নামাজ মোসাফের ও মকিমের ফউত হইয়া ছিল, এবং আসরের পূর্ব্বে মকিম এমাম মোসাফের মোক্তাদি হইলে দোরস্ত হইবে না। কারণ মোসাফেরকে কেবল দুই রাকাত কছর কাজা পড়া ফরজ। কিন্তু ফজর ও মগরেবের নামাজ উভয়ের ফউত হইলে কাজা পড়িতে মোসাফেরের এমাম মকিম হইতে পারে। কারণ উভয়কে সমান সমান নামাজ কাজা পড়া ফরজ।

যদি কোন সময় মকিমের এমাম মোসাফের হয়, তবে এমাম কছর পড়িবে, এবং মোক্তাদি-মকিমকে চারি রাকাত সম্পূর্ণ পড়িতে হইবে। মোসাফের-এমাম মকিম-মোক্তাদিকে এইরূপ বলা মোস্তাহাব যথা—"আত্তেমু ছালাতাকুম ফাইন্নি মোসাফেরুন।" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নামাজ সম্পূর্ণ পড়, আমি মোসাফের। এই কথার দ্বারায় মোক্তাদিদিগকে সতর্ক করা কর্ত্তব্য। * কেহ যদি আসল ওতন (বাড়ি) ত্যাগ করিয়া অন্য কোন দেশে বাড়ি করিয়া থাকে, তবে আসল বাড়ি বাতেল হইয়া যায়। যখন ঐ আসল বাড়িতে যাইয়া পৌঁছিবে, তখন ১৫ দিন তথায় থাকিবার জন্য নিয়েত না করিলে মকিম হইতে পারে না।

কাহারও যদি মকিম অবস্থায় গৃহবাসের নামাজ ফউত থাকে তবে প্রবাসে মোসাফিরীতে গিয়া পুরা নামাজ কাজা পড়িতে হইবে। এইরূপ মোসাফেরের প্রবাসের নামাজ ফউত থাকিলে, যখন গৃহে আসিয়া মকিম হইবে, তখন ঐ প্রবাসের নামাজ কছর কাজা পড়িবে। (সারে বেকায়া)

---

* মকিম যখন পুরা নামাজ পড়িবে তখন কেরাত না পড়িয়া চুপে চুপে পড়িবে যেমন এমামের পিছে থাকিতে হয়, কেবল রুকু, সেজদা, করিয়া নামাজ শেষ করিবে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

জুমার নামাজের বয়ান।

জুমা ফরজ হইবার জন্য নয়টী শর্ত্ত যাহার প্রতি মৌজুদ আছে, তাহার উপর জুমা ফরজ ; ১। সহরে হওয়া মোসাফেরকে জুমা ওয়াজেব নহে ; ২। সুস্থতা বিমারীর প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে ; ৩। স্বাধীন হওয়া, গোলামের প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে ; ৪। পুরুষ হওয়া, স্ত্রীলোকের প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে ; ৫। বালেগ হওয়া, নাবালেগের প্রতি জুমা পড়া ওয়াজেব নহে ; ৬। বুদ্ধিমান হওয়া, পাগলেরে প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে ; ৭। মুসলমান হওয়া, কাফেরের প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে ; ৮। চক্ষুওয়ালা অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তি বিশিষ্ট, অন্ধের প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে ; ৯। চলিবার ক্ষমতা রাখে, খোঁড়ার প্রতি জুমা ওয়াজেব নহে ; যদি এই সকল লোক জুমা পড়ে তবে জায়েজ আছে, এবং সে ওয়াক্তে জোহর পড়িতে হইবে না। (সারে বেকায়া)

জুমা আদায় করিবার জন্য ছয় সর্ত্ত থাকা আবশ্যক যথা—১ম সরত সহর কিম্বা সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান হয়। কিন্তু সহর হওয়া সম্বন্ধে একতেলাফ্ ফকিগণের বিভিন্ন মত আছে ; কেহ বলেন, সহর ঐ স্থান, যেখানে আমির বা কাজী নির্দ্দিষ্ট থাকিয়া শারার হুকুমজারি করেন এবং হদ কায়েম করেন, অর্থাৎ শারাব পান করিলে প্রহার করেন। অন্য মতে সহর ঐ স্থানকে বলা যায়, যে স্থানে একটা বৃহৎ মস্‌জিদ থাকিলে ঐ মস্‌জিদে যদি তথাকার সমুদয় লোক প্রবেশ করে এবং সেই মস্‌জিদে স্থানের অভাব হয়, তবে ঐ স্থানকেই সহর বলিতে হইবে। সহরের পার্শ্ববর্ত্তী সংলগ্ন স্থানকে সহর বলে, যেমন— যে স্থান সহর বাসীদিগের ঘোড়দৌড়ের জন্য, কি সৈন্যের তাঁবু ফেলিবার জন্য, কি তীর নিক্ষেপ করার জন্য, কি জানাজা নামাজ পড়ার জন্য, কি অন্য কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে। পুর্ব্বে বলা

হইয়াছে, সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান ঐ জায়গাকে বলা যায়, যেস্থানে আমির কি কোন কাজী থাকে। দ্বিতীয় সরত— যে স্থানে আমির বা কাজি থাকে। মহিত গ্রন্থে লিখিত আছে, আমির ও কাজী একই কথা। সুতরাং যাহাকে আমির বা কাজী বলে, তাহাকেই খতিব বলা যায়। আমির, কাজী ও খতিব একই শব্দ।

সারে বেকায়ার মধ্যে লিখিত আছে, জুমার দিন খতিব ভিন্ন অন্য লোকের এমাম হওয়া উচিত নহে। আলমগিরের মধ্যে লিখিত আছে, যে সহরের বাদশা কাফের, সে সহরেও জুমা পড়া দোরস্ত আছে। ঐ দেশে যাহাকে ইচ্ছা হয় উপযুক্ত লোক বুঝিয়া কাজী বা সরদার করিয়া রাখিবে। একজন মুসলমানকে নিজের সহরে কাজী বা সরদার মোকার্রর করিয়া রাখা মুসলমানগণের প্রতি ওয়াজেব। তৃতীয় সরত— জোহরের ওয়াক্ত হইলে জুমার ওয়াক্ত হয়, জোহরের ওয়াক্ত পর্য্যন্ত জুমার সময় থাকে। চতুর্থ সরত— নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে খোতবা পড়িতে হইবে।

জুমার মধ্যে দুই খোতবা পড়া সোন্নত, এই দুই খোতবার মধ্যে খোদাতায়ালার প্রশংসা, মোমিনের জন্য দোওয়া, নসিহত করা হজরতের প্রতি দরুদ পাঠ করা এবং কোরানের কয়েকটী আয়েত পড়া হইবে। প্রথম খোতবা পড়িয়া খানিকটা বসিবে যাহাতে একটু শরীর সুস্থ বোধ হয়। প্রথম খোতবা বেশী আওয়াজে, দ্বিতীয় খোতবা উহা অপেক্ষা কম আওয়াজে পড়িবে। শীতকালে বড় খোতবা পড়া মকরুহ; পবিত্রতার সহিত দাঁড়াইয়া খোতবা পাঠ করিবে। বিনা তাহারতে (পবিত্র) খোতবা পড়া দোরস্ত, কিন্তু মকরুহ হয়, (সারে আওরাদ)। পঞ্চম সরত— জামাত হওয়া আবশ্যক, জামাতে অন্ততঃ পক্ষে এমামকে লইয়া যেন চারিজন লোক হয়। এমামের সেজদা করার পূর্ব্বে মোক্তাদিগণ যদি পলায়ন করে, তবে এমাম জোহর আরম্ভ করিবে। * যদি

* এমাম আবু হানিফার মতে ও সাহেবিন্‌দিগের মতে জুমা পড়িয়া শেষ করিবে।

তিনজন থাকে, কি এমামের সেজদা করার পরে সকলে পলায়, তবে এই দুই অবস্থায় এমামকে জোহর পড়িতে হইবে। ষষ্ঠ সরত— সাধারণের জন্য আজান হইবে, যেন অবাধে সকলই মসজিদে প্রবেশ করিতে পায়। মসজিদের দ্বার বন্ধ রাখিয়া জুমা পড়িলে জুমা দোরস্ত হইবে না। এইরূপ বাদশা কোন ঘরের মধ্যে আপনার সৈন্য-সামন্ত লইয়া জুমা পড়িলে, ঘরের দ্বার খুলিয়া রাখিতে হইবে। যদি সেই ঘরে আপনার সৈন্য ব্যতীত অন্য লোককে প্রবেশ করিতে নিষেধ করার জন্য দ্বারে দ্বারবান রাখিয়া দেয়, কি দ্বার বন্ধ করিয়া রাখে তবে জুমা দোরস্ত হইবে না, (মোহিত)।

যে স্থানে সহর বলিয়া সন্দেহ হয়, তথাকার মস্‌জিদে জুমা আরও চারি রাকাত আখেরি জোহর পড়িবে। জুমা আদায় না হইলে আখেরি জোহর পড়িলে নিশ্চয় ফরজ আদায় হইবে, (মোহিত)।

কাজী বদি উদ্দীন রহমাতুল্লা বলিয়াছেন, আমাদের দেশে জুমা পড়িবার পরে সকলই চারি রাকাত আখেরি জোহরের নিয়েতে পড়িয়া থাকেন। এই চারি রাকাতে ফাতেহার সঙ্গে অন্য সুরা মিলাইয়া পড়ে। কেননা যদি চারি রাকাত ফরজ হয়, তবে সুরা পড়ায় কোন ক্ষতি হয় না। যদি জুমার নামাজ দোরস্ত হয় তবে এই চারি রাকাত সোন্নতে গণ্য হইবে। যেহেতু সোন্নত নামাজে সুরা পড়া ওয়াজেব।

যে ব্যক্তি সকল নামাজে এমামতি করিবার উপযুক্ত, সেই ব্যক্তি জুমার এমামতি করিবে।

ফতাবী ও মোহিত গ্রন্থেলিখিত আছে, জুমার দিবস মোসাফের সহরে উপস্থিত হইলে, মোসাফের কিম্বা সহরবাসী বিমারী, কিম্বা কয়েদী লোক পৃথক পৃথক জোহর পড়িবে। কেননা উহাদের জন্য জামাত মকরুহ। *

* কেহ যদি জুমা পড়ে তবে তাহার পড়া উত্তম।

মাজুর, বিমারী, কয়েদী লোকের সহরে জুমার দিবসে জামাতে নামাজ পড়া মকরুহ। যখন মাজুরের বিষয় বর্ণিত হইল, তখন যাহারা মাজুর নহে তাহাদের জোহর জামাতে পড়া বেশোবাহ মকরুহ্। (সারে বেকায়া)

গাঁয়ের লোক (জঙ্গলী লোক) যাহাদের প্রতি জুমা পড়া ওয়াজেব নহে, ঐ সকল লোক জুমার দিন আজান আকামত দিয়া জামাত করিয়া জোহর নামাজ পড়িবে। বিনা ওজরী লোক সহরে জুমার দিন জুমার অগ্রে জোহর পড়া মকরুহ্। কেহ কেহ বলেন, হারাম। জোহর পড়িয়া কেহ যদি জুমা পড়িবার জন্য দৌড়ায় বা গৃহ হইতে বাহির হয় এবং তখন এমাম জুমা পড়িতে আরম্ভ করে, তবে সে ব্যক্তি জুমা পাউক বা না পাউক জোহর বাতেল হইবে। উহাকে পুনরায় জোহর পড়িতে হইবে। যে লোক জুমা এমামের সহিত তাসহদে কি সহো সেজদার মধ্যে পায় তাহার জুমা পাওয়া হইল। তাহাকে জোহর পড়িতে হইবে না; জুমার নামাজ সম্পূর্ণ পড়িতে হইবে। যখন জুমার আজান হইবে তখন বেচা কেনা ত্যাগ করিয়া জুমা পড়িতে ধাবিত হইবে। যেমন— আল্লাহ তায়ালা সুরা জুমার মধ্যে ফরমিয়াছেন,—

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى

ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ *

উচ্চারণ—এজা নুদিয়া লেচ্ছালাতে মিই ইয়াওমেল জোময়াতে ফাস্ আও এলা জেকরেল্লাহে ওয়াজারুল বায়য়া।

যখন নামাজের জন্য জুমার আজান হইবে সকলে খোদার স্মরণ হেতু ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।

সারে আওরাদ গ্রন্থে লিখিত আছে,— জুমার দিবস মিনারায় উঠিয়া আজান দিলে দূরের লোক শুনিতে পাইবে। এজন্য দূর

ও নিকটের লোককে সংবাদ করার জন্য আজান দেওয়া হয়। যেমন খোদাতায়ালা ফরমিয়াছেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ❋

উচ্চারণ—ইয়া আইওহাল্লাজিন আমানু এজানু দিয়া লেচ্ছালাতে মিই ইয়াও মেল্ জোমায়াতে ফাস্ আও এলা জেক-রেল্লাহে ওয়া জারুল্ বায়য়া।

হে শরার আদেশ বিশ্বাসকারী লোক যখন জোমার নামাজের জন্য আজান হইবে, তখন তোমরা আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করিয়া নামাজ পড়িবার ও খোতবা শুনিবার ইচ্ছায় ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ করিয়া মসজিদে যাও।

সারে বেকায়ার মধ্যে লিখিত আছে, এমাম যখন খোতবা পড়িবার জন্য দাঁড়ায়, তখন নামাজ পড়া ও কথা বলা হারাম হইয়া যায়, যতক্ষণ এমামের খোতবা পড়া শেষ না হয়। * যখন এমাম মিম্বরের উপর উঠিয়া বসিবেন, ঐ সময় মোওয়াজ্জেন দ্বিতীয় আজান দিবে। মোক্তাদিগণ এমামের দিকে মুখ করিয়া খোতবা শুনিবে, এবং এমাম পবিত্রাবস্থায় খোতবা পাঠ করিবে দুই খোতবার মধ্যে অর্থাৎ প্রথম খোতবা পড়ার পরে একবার বসিয়া দ্বিতীয় খোতবা পড়িয়া শেষ করিবে। খোতবা পড়া শেষ হইলে আকামত দেওয়া মাত্র এমাম মোক্তাদিগণকে সঙ্গে লইয়া দুই রাকাত জুমার নামাজ পড়িয়া লইবে।

যদি কাহারও খোতবা শুনিতে শুনিতে মনে হয় আমার ফজরের নামাজ পড়া হয় নাই, তবে খোতবা না শুনিয়

---

* নামাজে যাহা করা হারাম, খোতবার সময়ও তাহা করা হারাম। কেবল ফজরের কাজা পড়া দোরস্ত।

অমনি ফজরের কাজা নামাজ পড়িয়া লইবে। হজরত নবী করিম (সঃ) ফরমিয়াছেন, "মান্ তামা-আন্ সালাতিন্ আওনছিহা ফাল্ ইউছাল্লিহা এজাজাকারাহা ফাইন্না জালেকা-অকুতোহা" যে ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় ভুলে নামাজ কাজা করিয়াছিল এবং যখন নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহার ফউত নামাজের কথা মনে হইবে, তখনই উহার জন্য নামাজের ওয়াক্ত হয়। দ্বিতীয় খোতবা পড়া শেষ হইলে যদি ফজরের কাজা পড়িতে যায়, তাহা হইলে তাহার জুমার নামাজ ফউত হইবে (ফতাবি)।

কাঞ্জাল এবাদ গ্রন্থের মধ্যে লিখিত আছে, জুমার নামাজে এমামকে প্রথম রাকাতে সুরা জুমাহ্ দ্বিতীয় রাকাতে সুরা মোনাফেকুন পড়া মোস্তাহাব। জুমার দিনে গোছল করা সোন্নত। যদি আরফাতের কি ঈদের দিনে জুমা হয় এবং কেহ জনুব থাকে, তবে তাহার এক গোছল করাতেই সকল গোছল আদায় হইবে। উত্তম কাপড় পরিয়া সুগন্ধ মাখিয়া জুমা পড়িতে যাওয়া মোস্তাহাব। জখিরার মধ্যে লিখিত আছে জুমায় ও ঈদগাহে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া যাওয়া দোরস্ত নহে, পদব্রজে যাওয়াই মোস্তাহাব।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

ঈদের নামাজের বয়ান।

ঈদেল ফেতেরের দিবস নামাজের পূর্ব্বে আহার করা, মেসওাক করা, সুগন্ধ ব্যবহার করা, উত্তম বস্ত্র পরিধান করা, সাদকা—ফেতরা দেওয়া, মস্‌জিদে গমন কালে চুপে চুপে তকবির পাঠ করা মোস্তাহাব। * (সারে বেকায়া)

* অনেক ওলামার মতে ঐ গুলি সোন্নত।

ঈদের নামাজের পূর্ব্বে নফল পড়িবে না। জুমার নামাজের জন্য যে সর্ত্ত ঈদের নামাজের জন্যও সেই সর্ত্ত ওয়াজেব। যেখানে জুমার নামাজ হইবে সেইখানে ঈদের নামাজও হইবে ; কিন্তু ঈদের খোতবা সোন্নত, আর জুমার খোতবা ফরজ। জুমার খোতবা নামাজের পূর্ব্বে আর ঈদের খোতবা নামাজের শেষে পড়িতে হয়। (সারে বেকায়া)

ঈদের নামাজ সূর্য্যোদয় এক নেজা পর্য্যন্ত হইলে ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্য না ঢলে তত্ক্ষণ ওয়াক্ত থাকে। কিন্তু যখন সূর্য্য ঢলিয়া পড়ে তখন ওয়াক্ত থাকে না। (ফতাবি, মোহিত)

এমাম মোক্তাদির সহিত ঈদের দুই রাকাত নামাজ পড়িবার নিয়ম যথা—প্রথমে তক্বির তহরিমা বলিবে। তৎপরে সানা পড়িয়া তিন তক্বির দিয়া সুরা ফাতেহা তৎসঙ্গে অন্য সুরা পড়িয়া রুকু করিবে। দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম সুরা ফাতেহা ও অন্য সুরা পড়িয়া তিন তকবির দিবে, তৎপরে এক তক্বির দিয়া রুকুতে যাইবে। ছয় তকবির ব্যতীত যে তকবির দিবে তাহাতে হাত তুলিতে হইবে না। * নামাজের পরে দুই খোতবা পাঠ করিবে এবং দুই খোতবার মধ্যে সাদকা—ফেত্‌রার বিষয় বর্ণনা করিবে, যেন সকলে বুঝিতে পারে। (সারে বেকায়া)

এমাম ঈদের নামাজ পড়িয়াছেন, তৎপর যদি এক ব্যক্তি ঈদের নামাজ না পাইয়া থাকে তবে কাজা পড়িবে না। † ঈদের নামাজ প্রথম দিন কোন কারণ বশতঃ পড়িতে না পারিলে, দ্বিতীয় কি

* তিন তকবিরের মধ্যে হাত বাঁধিতে হইবে না, উহার পরে হাত বাঁধিয়া কোরান পড়িতে হইবে।

† কেহ যদি এক এমামের জামাতে নামাজ না পায়, দ্বিতীয় এমামের চেষ্টা করিবে তথায় যদি কাহাকে না পাওয়া যায়, একাকী ঈদের নামাজ পড়িবে। (সারে বেকায়া)

। এক

তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত পড়িয়া লইবে। ফেতাবি, মোহিত ও উ...

ইসলাম)

ঈদেজ্জোহার নামাজ ঈদেল ফেতেরের নিয়মানুযায়ী। কেবল ঈদেজ্জোহার নামাজের পূর্ব্বে কিছু না খাওয়া মোস্তাহাব, নামাজের পূর্ব্বে আহার করা মকরুহ্ নহে। কিন্তু নামাজ পড়া হইলে আহার করা উত্তম। ঈদেজ্জোহার নামাজ পড়িতে যাইবার সময় পথে উচ্চৈঃস্বরে তকবির পড়িতে পড়িতে যাইবে। এমাম খোতবায় তক্বির তশরিক ও কোরবানীর আহ্কাম বর্ণনা করিবে। ওজর বশতঃ কিম্বা বিনা ওজরে যদি নামাজ না পড়া হয়, তবে তিন দিন পর্য্যন্ত ঈদেজ্জোহার নামাজ পড়া দোরস্ত। জেলহজ্জ মাসের ৯ই তারিখ আরফাতে উপস্থিত হইলে হাজীগণ তক্বির তশ্রিক পাঠ করেন,—

তকবির-তশরিক।

﴾ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ﴿

উচ্চারণ—আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর, লাএলাহা ইল্লাল্লাহো, আল্লাহো আকবর, আল্লাহো আকবর, অলেল্লাহেল হামদ্।

মকিম সহরবাসীদিগকে যাহারা জামাতে নামাজ পড়ে তাহাদের প্রতি ৯ই তারিখের ফজর হইতে ১৩ই তারিখের আসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজ অন্তে তক্বির বলা ওয়াজেব; কি মোসাফের কি স্ত্রীলোক যাহারা জামাতে শামেল থাকে তাহাদের প্রতি তক্বির পড়া ওয়াজেব। এমাম যদি তক্বির না বলে, তথাপি মোক্তাদী তক্বির তশ্রিক বলা ত্যাগ করিতে পারিবে না। যদি জামে মসজিদে লোকের সঙ্কুলান হয়। তথাপি ঈদের নামাজ পড়িতে ঈদগাহে যাওয়া সোন্নতে মোওয়াক্কেদা। (ফত্তারী মোহিত)

সহরের অদূরে ঈদ পড়িতে যাইবে না সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঈদের নামাজ পড়িতে হইবে। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান ছাড়িয়া

নামাজ পড়া দোরস্ত হইবে না। যেহেতু ঈদ পড়িবার সরত সহর নতুবা সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান। (মোহিত)

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খওফ নামাজের বয়ান।

কদুরি গ্রন্থে লিখিত আছে, যে সময় শক্রর ভয় অধিক হইবে, মোক্তাদিগণকে দুইটী শ্রেণী করিয়া এক শ্রেণী শক্রর দিকে আগে, আর এক শ্রেণী পশ্চাতে রাখিয়া এমাম দুই সেজদার সঙ্গে পশ্চাতের লোকের সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়িবে, যেমন— দ্বিতীয় সেজদা হইতে উঠিবে উহারা শক্রর দিকে অগ্রসর হইবে, তাহারা পশ্চাতে আসিয়া পৌঁছিলে এমাম উহাদের সঙ্গে এক রাকাত নামাজ পড়িয়া তাশহদ পড়িয়া সালাম ফিরিবে। এইরূপ মোসাফেরী অবস্থায় খওফ নামাজ পড়িতে হয়। মকিম অবস্থায় এমাম যদি নামাজ পড়ে, তাহাকে এরূপ ভাবে পড়িতে হইবে। এমাম প্রথম শ্রেণীর সহিত দুই রাকাত, দ্বিতীয় শ্রেণী লোকের সহিত দুই রাকাত পড়িবে। মগরেবের ওয়াক্ত এমাম প্রথম শ্রেণীর সহিত দুই রাকাত, আর দ্বিতীয় শ্রেণী লোকের সহিত এক রাকাত নামাজ আদায় করিবে। সমরক্ষেত্রে নামাজ পড়িতে পড়িতে যুদ্ধ করিবে না। যদি যুদ্ধ করে তবে নামাজ বাতেল হইবে। যদি সমর ক্ষেত্রে শক্র সৈন্যের বেশী ভয় হয়, তবে অশ্বে থাকিয়া ইশারায় রুকু সেজদা দিয়া নামাজ পড়িতে হইবে। শক্রর ভয়ে যদি কেবলার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে না পারে তবে যেদিক ইচ্ছা মুখ করিয়া পড়িতে পারিবে। নামাজের মধ্যে

চলা ফেরা ও যুদ্ধ করা যায় না, ইহাতে নামাজ বাতেল হয়। এক দল এক রাকাত নামাজ পড়িয়া শত্রুর দিকে অগ্রসর হইবে এবং পশ্চাতের আর একদল লোক এক রাকাত পড়িয়া অগ্রগামী হইলে আগের লোক পরে এক রাকাত পড়িলে দোরস্ত আছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জানাজার বয়ান।

আসন্নকাল উপস্থিত হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য; যথা— ১। "দোওয়া আস্তাগফার" পড়িয়া পাপ হইতে তওবা করা, ২। ঋণ পরিশোধ করা, ৩। অপরের গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি বুঝাইয়া দেওয়া, ৪। অপরের নিকট স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা করাইয়া লওয়া, ৫। লম্বা গোঁপ, নোখ ইত্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা কর্ত্তন করিয়া লইবে।

মুমূর্ষুর প্রতি উপস্থিত লোক জনের কর্ত্তব্য; যথা— ১। মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখ অন্য দিকে থাকিলে কেবলা দিকে করিয়া দেওয়া, ২। কলেমা শাহাদৎ পড়াইবে (সারে বেকায়া) উমদাতল ইস্‌লাম গ্রন্থে লিখিত আছে— মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কলেমা পড়িবার জন্য তাড়ণা করিবে না; কি জানি অন্য কথা বলে। কেবল শব্দ করিয়া কলেমা সাহাদৎ পড়াইয়া শুনাইবে, কারণ ইহাতে তাহার কলেমা পড়া স্মরণ হইবে।

সারে বেকায়া, মোক্তাছার কদুরী ও হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে যে— ১। মৃত্যু ব্যক্তির দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া দেওয়া, ২। দীর্ঘ দাড়ী হইলে উহা বাঁধিয়া দেওয়া, ৩। হাত ও পা টানিয়া

স্বাভাবিক ভাবে সোজা করিয়া দেওয়া, ৪। লোবান জ্বালান, ৫। নাপাক কাপড় বদলাইয়া পাক কাপড়ে ছতর ঢাকা কর্ত্তব্য।

মৃত ব্যক্তির গোছল দিবার নিয়ম।

১। মৃতকে তক্তার উপরে উলঙ্গ করিয়া না রাখিয়া লজ্জাস্থানে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য অর্থাৎ নাভীর নীচে হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত একটী তহবন পরাইয়া দিবে, ২। মৃত্যু ব্যক্তিকে ওজু করান উচিত কিন্তু কুল্লি করান কিংবা নাকে পানী দিবার আবশ্যক নাই, তবে হাতে কাপড় জড়াইয়া দাঁত ঘষিতে এবং নাকের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া ধুইতে পারা যায়, ৩। কুলের (বড়ই) পাতা কিংবা উস্‌নান্ ঘাস দিয়া পানী গরম করিয়া সেই পানী দিয়া গোছল দিবে। যদি উহা পাওয়া না যায় তবে কেবল পানী গরম করিয়া উহা দ্বারা গোছল দিবে। ৪। মৃত্যু ব্যক্তির মাথার চুল ও দাড়ী খড়ি মাটী কিংবা বেসম দিয়া ধৌত করিবে, ৫। মৃত্যুকে প্রথমে বাম করটে শোয়াইয়া গোছল দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ বাম করটে শোয়াইয়া ডাহিন তরফ হইতে গোছল সুরু হইবে। কেননা ডাহিন তরফ হইতে গোছল করান মোস্তাহাব, ৬। তাহার পর মৃতকে ডাহিন করটে শোয়াইয়া বাম দিকে ধুইবে, ৭। মৃতকে এরূপ ভাবে গোছল দেওয়া উচিত যে, শরীরের যে স্থানটী তক্তার সঙ্গে লাগিয়া আছে, সে পর্য্যন্ত যেন পানী পৌছায়, ৮। তাহার পর মৃতকে যে ব্যক্তি গোছল দেওয়াইবে সে হাতে কাপড় জড়াইয়া তহ্‌বনের নীচে হস্ত দ্বারা ঘষিয়া ধোয়াইবে, ৯। তারপর মৃতকে ঠেশ দেওয়াইয়া বসাইবে এবং পেটটী আস্তে আস্তে মালিস করিবে; যদি কিছু মল মূত্র বাহির হয়, তাহা ধুইয়া ফেলিবে কিন্তু পুনরায় গোছল দেলাইতে হইবে না, ১০। গোছল শেষ হইলে পরে এক খণ্ড কাপড় দ্বারা মৃতের শরীরের পানী মোছাইবে, ১১। মৃত

দেহের নাখুন ফেলা কিংবা মাথার চুলে কাঁকই করা নিষেধ, ১২। সেজদা করিবার স্থান গুলি, দাড়ী ও মস্তকে সুগন্ধি মালিস করিয়া দেওয়া সোন্নত। সেজদার স্থান যথা—কপাল, নাসিকা, দুই হাত, দুই হাটু। (সারে বেকায়া, হেদায়া ও মোক্তাছার কদুরী)

কাফনের নিয়ম।

পুরুষের জন্য তিনখানা কাফন দেওয়া সোন্নত, যথা—

১। **ইজার**-একখণ্ড চারিকোণবিশিষ্ট কাপড়, এরূপ লম্বা হওয়া চাই, যাহা দ্বারা গোরদার পা হইতে মাথা পর্যান্ত ঢাকা যায়। (মোহিত)

২। **কোরতা**—বিনা জেব এবং আস্তিনে পিরাহান, ঘাড় হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হওয়া চাই এবং বুকের সম্মুখে খানিকটা খোলা থাকা আবশ্যক।

৩। **লেফাফা** ইহাও ইজারের ন্যায় একখণ্ড চারি কোণবিশিষ্ট কাপড়, যাহা দ্বারা মৃতের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ঢাকা যায়! (মোহিত)

ইহা ব্যতীত কেহ কেহ পাগ্ড়ি বান্ধা সোন্নত বলিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ পাগ্ড়ি বান্ধা ভাল বিবেচনা করেন না।

স্ত্রী-লোকের কাফনের জন্য পাঁচটী কাপড় দেওয়া সোন্নত। যথা,—

১। **পিরহান**—ইহা ঘাড় হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা, আস্তিন এবং জেববিহীন কোরতা। (সারে আওরাদ)

২। **ইজার**—ইহা একখানি চারিকোণা কাপড় যাহা মৃতের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা।

৩। **লেফাফা**—ইহাও ঐরূপ একখানি দ্বিতীয় চাদর।

৪। **দামনি**—উহা একখণ্ড কাপড়, যাহা দ্বারা মাথার চুল বাঁধিতে হয়, উহা লম্বা দুই গজ এবং চওড়া অর্দ্ধ হাত।

৫। সিনাবন্দ -উহা একখানা কাপড়, যাহা দ্বারা স্ত্রীলোকের স্তন বাঁধিতে হয়। ইহা লম্বা তিন গজ এবং চওড়া বুক হইতে উরু পর্য্যন্ত (চলপী)।

কিন্তু অভাব পক্ষে পুরুষের জন্য দুই কাপড়েও হইতে পারে। যথা,—ইজার ও লেফাফা এবং স্ত্রীলোকের জন্য তিনখানিতেও হইতে পারে। যথা,—ইজার, লেফাফা এবং দামনি অর্থাৎ মোয়েবন্দ। অপারগ হইলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই কাজ হইবে, (উমদাতল ইস্‌লাম)

হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে—পুরুষের এক কাপড়ে কাফন দেওয়া মকরুহ। কিন্তু অপারগ হইলে দোরস্ত হইবে।

উম্‌দাতল ইস্‌লাম ও সিরাজী গ্রন্থে লিখিত আছে— কোন একজন লোক মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু উহার কাফন নাই, এরূপ অবস্থায় প্রতিবাসীর কাফন দেওয়া ফরজ। প্রতিবাসী কাফন দিতে অপারগ হইলে অবস্থাপন্ন ধনী লোকের নিকট তলব করিবে।

মৃতব্যক্তি নপুংসক অর্থাৎ হিজ্‌ড়া হইলে স্ত্রীলোকের যেরূপ কাফন দেওয়া নিয়ম সেইরূপ দিতে হইবে।

মৃতব্যক্তির কাফন পরাইবার কায়দা।

মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে—তাহার জানাজার খাটের উপর প্রথমে লেফাফা বিছাইবে, তাহার উপর ইজার বিছাইবে, তারপর পিরাহানের পিটের দিকটা ইজারের উপর বিছাইয়া এবং সাম্‌না অর্থাৎ বুকের দিকটা উল্টাইয়া মাথার দিকে রাখিয়া দিবে এবং তাহার পর মৃতকে শোয়াইয়া তাহার মাথার ভিতর হইতে পিরাহানের সাম্‌নের গুটানটী গলাইয়া দিয়া পরাইবে, তারপর ইজারকে পহেলা বামদিক দিয়া লেপ্টাইয়া দিবে, তাহার পর ডাহিন দিক দিয়া লেপ্টাইয়া দিবে, তারপর লেফাফাও এইরূপ

ভাবে লেপ্টাইবে এবং যদি খুলিয়া যাইবার ভয় হয়, তাহা হইলে কোন সুতা বা কাপড়ের পাড়ের দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। (সারে বেকায়া)

মৃতব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে—প্রথমে জানাজার খাটে সিনাবন্দ বিছাইবে, পরে লেফাফা বিছাইয়া তাহার উপর ইজার বিছাইবে, তাহার উপর মৃতকে রাখিয়া পিরাহান পরাইয়া দিবে, তাহার পর দামনীর মধ্যভাগ মাথার উপর দিয়া মাথার চুল দুইভাগ করিয়া, দামনির দুই পাশ দিয়া বুকে পিরাহানের উপরিভাগে রাখিয়া দিবে, পরে পুরুষের মত দুই চাদরকে পেঁচ দিবে অর্থাৎ ইজারকে বামদিক দিয়া লেপ্টাইবে এবং তাহার পর ঐরূপ ভাবে লেফাফা লেপ্টাইবে, কিন্তু সকলের উপর সিনাবন্দ বাঁধিবে। মৃতের কাফনে বে-জোড়াভাবে খোসবু লাগান নিয়ম অর্থাৎ তিনবার পাঁচবার কিংবা সাতবার ইত্যাদি। সারে আওরাদ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জীবিত অবস্থায় যাহার যেরূপ কাপড় পরিধান করা দোরস্ত মৃত্যু হইলে তাহাকে সেইরূপ কাফন দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়াই উত্তম (মোহিত)। আমাদের পয়গম্বর (সঃ) সাহেবকে সহুল দেশের সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল।

জানাজা নামাজের বিবরণ।

মৃতের জানাজা পড়া ফরজ কেফায়া। এক ব্যক্তি জানাজা পড়িলে সকলেই এই দায় হইতে রক্ষা পাইবে। নতুবা সকলেই গুণাগার হইবে। জানাজা নামাজে রুকু সেজদা করিতে হয় না, কিন্তু নামাজের সহিত ইহার কিছু সম্বন্ধ আছে। হেদায়া গ্রন্থে লিখিত আছে— এমাম মৃতের সিনার বরাবর ও মোক্তাদিগণ কাতার দিয়া কেবলামুখে দণ্ডায়মান হইতে হয়। কেননা সিনা দেলের স্থান এবং দেল ইমানের নুর, তৎজন্য সিনার বরাবর খাড়া হইলে শাফায়েত বা

নাজাতের দিকে ইসারা করা হয়। চারি তকবির বলিয়া এমামের পিছনে সালাম উচ্চারণে শেষ করিতে হয়। জানাজার নামাজ সানা, দরুদ ও দোওয়া কেরায়াত করিয়া পড়া নিষেধ।

জানাজা নামাজের কায়দা।

জানাজার নামাজ পড়িবার জন্য যথাবিধি দাঁড়াইয়া প্রথমে নিয়েত করিবে। যথা,—

জানাজার নিয়েত।

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّيَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ
فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَالثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى
النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ—"নাওয়ায়তো আন্ উয়াদ্দিয়া আর্‌বা তাক্‌বিরাতে ছালাতেল্ জানাজাতে ফারজুল্ কেফাইয়াতে আচ্ছানাও লেল্লাহে তায়ালা ওয়াচ্ছালাতো আলান্নাবিয়ে অদ্দোয়াও লেহাজাল্ * মাইয়্যাতে মোতাওয়াজ্জেহান্ এলা জেহ্‌তেল্ কাবাতেশ্ শরিফাতে আল্লাহো আক্‌বর।"

পরে "প্রথমে তক্‌বির" বলিয়া দুই হাতে কর্ণলোল স্পর্শ করিবে তৎপরে এমাম ও মোক্তাদিগণ ছানা পড়িবে। যথা—

* স্ত্রীলোক হইলে "লেহাজাল মাইয়্যাতে" না বলিয়া "লেহাজিহিল মাইয়্যাতে" বলিতে হইবে।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ—সোবাহানাকা আল্লাহুম্মা অ-বেহাম্‌দেকা অ-তাবারাকাসমোকা অ-তায়ালা জাদ্দোকা অ-জাল্লা সানায়োকা অ-লা-এলাহা গায়রোকা।

এই ছানা পড়িয়া "দ্বিতীয় তকবির" বলিবে কিন্তু হাত উঠাইবে না।

তারপর দরুদ শরিফ পড়িবে। যথা,—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ *

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা:মোহাম্মাদেও অ-আলা আলে মোহাম্মাদিন কামাছাল্লাইতা অ-ছাল্লামতা অ-বারাক্‌তা অ-তাবারাক্‌তা অ-তার্‌হাম্‌তা আলা এব্রাহিমা অ-আলা আলে এব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদোম্মাজিদ।

এই দরুদ পড়িয়া "তৃতীয় তক্‌বির" বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না।

তারপর মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হউক বা পুরুষ হউক যদি বালেগ হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا

وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ

اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا

فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ

উচ্চারণ-আল্লাহুম্মাগ্‌ফের লেহাইয়েনা অ-মাইয়েতেনা অ-সাহেদেনা অ-গায়েবেনা অ-ছাগিরেনা অ-কাবিরেনা অ-জাকারেনা অ-উন্‌ছানা আল্লাহুম্মা মান্ আহ্‌ইয়ায়তাহু মেন্না ফাআহ্‌ইএহি আলাল্ এছ্‌লামে অ-মান্ তাওয়াফ্যায়তাহু মেন্না ফাতাওয়াফ্যাহু আলাল্ ইমান।

এই দোওয়া পড়িয়া "চতুর্থ তক্‌বির" বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না।

শিশু সন্তানের জানাজা হইলে তেস্‌রা তক্‌বিরের পরে উপরোক্ত দোওয়া না পড়িয়া নিম্নোক্ত দোওয়াটী পড়িতে হইবে। যথা,—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا

وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ❋

উচ্চারণ—আল্লাহুম্মাজ্‌আলহু লানা ফার্‌তাও অজ্‌আলহু লানা আজ্‌রাও অজুখ্‌রাও আজ্‌আল্‌হু লানা শাফেয়াও অমোশাফ্‌ফেয়া।

অনন্তর চতুর্থ তক্‌বির বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না।

শিশু-কন্যার জানাজা হইলে উপরোক্ত দোওয়াটী না পড়িয়া নিম্নোক্ত দোওয়াটী পড়িতে হইবে। যথা,—

"আল্লাহুম্মাজ্ আল্হা লানা ফার্তাও ওয়াজ্ আল্হালানা আজ্রাও অজুখ্রাও অজ্ আল্হালানা শাফেয়াতাও অমোশাফ্-ফেয়াতান্।"

পরে চতুর্থ তক্বির বলিবে, কিন্তু হাত উঠাইবে না। এই নিয়মিতরূপে চতুর্থ তক্বির শেষ করিয়া সালাম ফিরাইবে। জানাজা নামাজের মোনাজাত করিতে হয় না।

সারে আওরাদের মধ্যে লিখিত আছে,— জানাজা নামাজের মধ্যে হা হা করিয়া হাস্য করিলে ওজু থাকিবে, কিন্তু নামাজ দোহরাইয়া পড়িতে হইবে। বাদশা কিংবা কাজী সাহেবের জানাজা পড়াই উত্তম। অলির বিনা অনুমতিতে অন্য কেহ নামাজ পড়িলে অলির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যথা— সে মঞ্জুর করিলে পড়া দোরস্ত হইবে, নতুবা অলি স্বয়ং দোহরাইয়া পড়িতে পারে। অন্য লোক দোহরাইয়া পড়িতে পারে না। কাহাকে বিনা জানাজায় দফন করিলে যতদিন না মৃত পচিয়া যায় ততদিন কবরের ধারে জানাজা পড়া যাইবে। অনেকে বলে আন্দাজ মতে তিন দিন পর্য্যন্ত লাশ্ পচে না এবং তিন দিন পর্য্যন্ত জানাজা পড়া দোরস্ত।

মাইয়েতের বংশের মধ্যে এমাম হইয়া জানাজা পড়িবার উপযুক্ত লোক যথা— প্রথম মৃতের পুত্র ও পৌত্র উহার যত নিম্নে হউক। দ্বিতীয়— উপর মৃতের পিতা ও দাদা উহার যত উর্দ্ধে হউক। তৃতীয়— মৃতের পিতার আওলাদ, যেমন ভাই ও ভাতিজা (ভ্রাতুষ্পুত্র) যত নিম্নে হউক। চতুর্থ— মৃতের দাদার বংশধর, যেমন চাচা ও চাচাত ভাই, উহার নিম্নে যত হউক।

যে সন্তান মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিবার পরে মরিয়া যায়, সেই ছেলের নাম রাখিবে, গোছল দিবে এবং কাফনাইয়া জানাজা পড়িতে হইবে। যদি পেট হইতে মরা সন্তান জন্মায় (জন্মিয়া না কাঁদে এমন মরা ছেলেকে) তবে কেবল একখানি

কাপড়ে জড়াইয়া দফন করিবে। উহার গোছল দিতে হইবে না, এবং জানাজা পড়িতেও হইবে না। (সারে বেকায়া)

যদি কোন কাফের মারা যায়, এবং তাহার অলি মুসলমান হয় তবে তাহাকে বিনা ওজুতে কেবল পানীতে ধুইয়া একটী গর্ত্ত খুদিয়া মৃতকে কাপড়ে জড়াইয়া পুঁতিয়া ফেলিবে। মুসলমানের নিয়মানুসারে কোন কার্য্য করিবে না, (সারে বেকায়া)।

চারিজন লোকে জানাজা বহন করা সোন্নত। খাটিয়া লইবার সময় বামদিকের লোক আগের ও পিছের পায়া ডাহিন কাঁদে এবং ডাহিন পার্শ্বের লোক অগ্র-পশ্চাতের পায়া বাম কাঁদে লইয়া যাইবে। শীঘ্র যাইবে সত্য কিন্তু দৌড়িয়া যাইবে না। জানাজার পিছনে পিছনে যাওয়া মোস্তাহাব। কবর লহদ খনন করিবে। জানাজা কবরের পশ্চিম দিকে রাখিবে এবং যে ব্যক্তি মৃতকে কবরে রাখিবে, সে ব্যক্তি রাখিবার সময় এই কথা বলিবে,—

"বিসমিল্লাহে আলা মিল্লাতে রাসুলেল্লাহে" ইহার পরে মৃতের মুখ কাবার দিক করিয়া কাফনের বন্ধন খুলিয়া দিবে। স্ত্রীলোককে কবরে রাখিবার সময় কাপড়ের পর্দ্দা করিবে। কবরের তলায় পাকা ইট ও তক্তা বিছাইয়া দেওয়া মকরুহ। মৃতকে কবরে রাখিয়া উপরে বাঁশ বিছাইয়া মাটী দিবে। কবর মাহি পোস্ত অর্থাৎ মাছের পিঠের ন্যায় উচ্চ করিবে কিন্তু সমান করিবে না, (সারে বেকায়া)।

স্ত্রীলোককে মহরম পুরুষ (যাহার সহিত জীবিতাবস্থায় বিবাহ হারাম) কবরে নামাইবে, যদি উহাদের মধ্যে কেহ না থাকে তবে নেকবক্তবৃদ্ধ লোক যে আত্মীয়ের মধ্যে থাকে সেই লোক নামাইবে। বৃদ্ধ লোক না থাকিলে পরহেজগার যুবক লোক কবরে রাখিবে। যে ব্যক্তি সমুদ্রে নৌকা কি জাহাজে মারা যায়, তাহাকে গোছল দিয়া, জানাজা পড়িয়া, যদি মাটী পাওয়া না যায় তবে মৃতকে তক্তার উপরে রাখিয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দিবে।

কবর এক মানুষের সমতুল্য লম্বা, পার্শ্বে অর্দ্ধ মানুষ পরিমাণ, এবং গভির নাভী পর্য্যন্ত নতুবা কাঁধ পর্য্যন্ত হওয়া আবশ্যক। (কাঞ্জাল এবাদ)

যদি কাহারও জানাজার তকবির দেওয়া ভুল হয়, তবে জানাজা জমিনে উপস্থিত থাকিলে সুধু তকবির দিবে। আর যদি দোওয়া সহিত তক্‌বির দেওয়া না হয় তবে জানাজা নিকটে উপস্থিত থাকিলে দোওয়া পড়িয়া তকবির দিবে। কিন্তু জানাজা যদি উপস্থিত না থাকে কোথায় লইয়া যায় তবে দোওয়া-তকবির দেওয়া যাইবে না। কেননা জানাজা উপস্থিত মৃতের লাশ জমিনে থাকিলে তবেই দোরস্ত। অদৃশ্য হইলে দোরস্ত হইবে না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শহিদের বয়ান।

যাহাকে কাফেরের লড়াইতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থায় মরা পাওয়া যাইবে, উহাকে শহিদ বলা যাইবে। উহার প্রতি এই আদেশ,— যাহা মৃতের কাফনের জন্য ধার্য্য আছে, তাহা অপেক্ষা শহিদের অঙ্গে বেশী থাকিলে খুলিয়া লইবে, যেমন পুস্তিন, কাবা, তাজ, অস্ত্র, মোজা ইত্যাদি খুলিয়া লিয়া যাহা অঙ্গে থাকিবে তাহাই রাখিবে। যদি কম থাকে অন্য কাপড় দিবে। শহিদকে গোছল দিতে হইবে না, কেবল জানাজা পড়িয়া রক্তমাখা কাপড় সহ দফন করিবে। কোন যোদ্ধা পুরুষ কাফেরের সহিত লড়াই করিতে গিয়া মোশরেককে লক্ষ্য করিয়া তীর মারে, এবং তাহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া সেই তীরে যদি কোন মুসলমান মারা যায় তবে তাহাকে

কতল খাতা বলে। ইহাতে মৃতের ওয়ারেশ্‌কে কিছু অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করা ওয়াজেব। যাহাকে মোশরেকগণ হত্যা করিয়াছে কি যুদ্ধক্ষেত্রে কোন মুসলমানকে জখমসহ মৃত লাশ পায় কিংবা কোন মুসলমান জালেমকে কেহ হত্যা করে উহার পরিবর্ত্তে অর্থ দেওয়া ওয়াজেব হয় না। কিন্তু ঐ সকল লোকের বিনা গোছলে কাফন দিয়া জানাজা পড়িয়া দফন করিবে। (হেদায়া)

কাহাকে হরববাসী, কি বিদ্রোহীতে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করিলে সে ব্যক্তি শহিদ বলিয়া গণ্য। বিদ্রোহী উহাকে বলে যে ব্যক্তি মুসলমান বাদশার প্রতি শত্রুতাচারণ করে কি তাহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে।

বালক, জনুব, হায়েজ নেফাছওয়ালী স্ত্রীলোক, কেছাছের মৃত্যু, পাপের দণ্ডে প্রহরিত অবস্থায় মৃত্যু, কিংবা আহত অবস্থায় যুদ্ধ হইতে তাঁবুতে আসিয়া যদি এক ওয়াক্ত নামাজের সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া মারা যায় তবে, উহাদের গোছল দেওয়া ও জানাজা পড়া হইবে।* বিদ্রোহী কিংবা দস্যু (রাহাজান) মারা পড়িলে উহাদের গোছল দিয়া জানাজা পড়িতে হইবে।†

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কাবা শরিফে নামাজ পড়িবার বয়ান।

কাবা শরিফে ফরজ নফল নামাজ পড়া দোরস্ত। এমামের সম্মুখে মোক্তাদীর পীঠ থাকিলে নামাজ দোরস্ত হইবে না। কারণ

* ঐ সকল লোক শহিদের মধ্যে গণ্য তাহাদিগকে বিনা গোছলে দফন করিবে।

† যদি বিদ্রোহী অবস্থায় ডাকাতী করিতে গিয়া মারা যায় তবে জানাজা পড়িবে না। কিন্তু উহারা বন্দী হইবার পরে হত্যা হইলে জানাজা পড়া যাইবে।

সে ব্যক্তি এমামের আগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই না দোরস্ত। কাবার ছাদের উপরে নামাজ পড়া মকরুহ্।

একজন এমাম কাবার চারিধারে মোক্তাদি লইয়া যদি নামাজ পড়িতে দাড়ায় তবে ইহাতে যে ধারে এমাম দাঁড়াইয়াছেন সেই ধারে মোক্তাদি এমামের দুই গজ আর কাবার এক গজ তফাতে মোক্তাদি মধ্যাস্থলে থাকিলে মোক্তাদির নামাজ দোরস্ত হইবে না। অন্য দিকের মোক্তাদির নামাজ দোরস্ত হইবে। যেদিকে এমাম দাঁড়ায় সেই দিকে কাবার খুব নিকটে কেহ যদি এমামের আগে দাঁড়ায় তবে তাহার নামাজ দোরস্ত হইবে না। কিন্তু তিন দিকের লোক এমাম অপেক্ষা কাবার নিকটে দাঁড়াইলেও তাহাদের নামাজ দোরস্ত হইবে। (সারে বেকায়া)
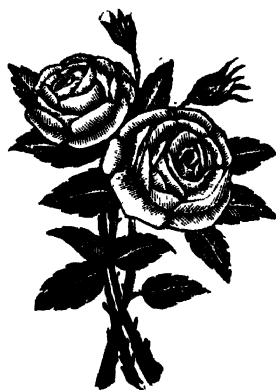
চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোজার বয়ান।

সকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানাহার না করিয়া স্ত্রী সহবাস হইতে বিরত থাকিয়া প্রত্যহ নিয়েতের সহিত উপবাস থাকাকেই রোজা বলে। মুসলমান বুদ্ধিমান ও বালেগদিগের প্রতি রমজানের রোজা ফরজ। বিনা কারণে রোজা ভঙ্গ করিলে কাফারা দিতে হইবে, কিন্তু ওজর বশতঃ রোজা রাখিতে না পারিলে অন্য সময় কাজা আদায় করিবে। মানসিক ও কাফারার রোজা ওয়াজেব; ইহা ভিন্ন সকল রোজাই নফল। রমজানের রোজা আর মানসিক রোজার নিয়েত দিবা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দোরস্ত, কিন্তু দ্বিপ্রহরের সময় দোরস্ত নহে। যদি কেহ রমজানের রোজা বলিয়া নিয়েত না করে, কেবল এই কথা বলে, আল্লাহ্ তায়ালার রোজা রাখিতেছি তবে তাহার রোজা দোরস্ত হইবে। কেহ রমজান মাসে নফল রোজার নিয়েত করিলে উহাও রমজানের রোজায় গণ্য হইবে। এইরূপ রমজান মাসে ওয়াজেব রোজার নিয়েত করিলেও রমজানের রোজা ঐ নিয়েতেই হইয়া যায়। বিমারী কিংবা মোসাফের রমজান মাসে কোন ওয়াজেব রোজার নিয়েত করিলে সে যে রোজার নিয়েত করিয়াছিল ঐ রোজা আদায় হইবে। * যদি কোন লোক মানসিক করে আমি অমুক দিন রোজা রাখিব, তাহাকে সেই নিয়মিত দিনে রোজা রাখা ওয়াজেব। মোসাফের কিংবা মকিম যদি নফল রোজা রাখে

* উহাদের রোজা রমজানের রোজায় গণ্য হইবে। যেহেতু রোজা রাখিবার ক্ষমতা আছে।

কেবল নফল বলিয়া নিয়েত করিলেই দোরস্ত হইবে। নফল রোজার নিয়েত দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে করিতে হয়, দ্বিপ্রহর পরে করা যায় না। কাফারা ও মানসিক রোজার নিয়েত দেলে মুখে রাত্রিতে করিতে হয় যে, আমি অমুক রোজা রাখিব। এরূপ বলা নিয়েত করার সরত হইতেছে। (সারে বেকায়া)

কেহ যদি একেলা ঈদের বা রমজানের চন্দ্র দর্শন করে, তবে তাহাকে পরদিন রোজা রাখিতে হইবে। কিন্তু ঈদের চাঁদ দেখিয়া রোজা ভাঙ্গিবে না। যদি রোজা এফতার করে তবে রোজার কাজা রাখিবে। (সারে বেকায়া)

রমজানের চাঁদ আকাশে মেঘ থাকার কারণে কেহ যদি দেখিতে না পায়, কেবল এক ব্যক্তি পরহেজগার দেখে ও তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলকেই রোজা রাখিতে হইবে। যদিও কোন গোলাম কি কোন পরহেজগার স্ত্রীলোক চন্দ্র দর্শন করিয়া সকলকে জানায় তথাপী রোজা রাখিতে হইবে। মেঘ থাকায় শওয়ালের কি জেলহজ্জের চাঁদ দুই জন পুরুষ একজন স্বাধীনা রমণী, কিংবা দুইজন স্বাধীনা স্ত্রীলোক আর একজন পুরুষ দেখিলে তাহার কথা বিশ্বাস করিতে হইবে। আকাশে মেঘ না থাকিলে অনেক লোকের সাক্ষ্য আবশ্যক হয়। এমাম ইউসুফ (রঃ) মতে পঞ্চাশ জন লোকের সাক্ষ্য আবশ্যক, আর অন্য এমামের মতে কাজীর কথায় বিশ্বাস করিলেই চলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাজা বা কাফ্ফারার বয়ান।

রমজানের রোজা রাখিয়া স্বেচ্ছায় স্ত্রী-সম্মিলন করিলে, গুহ্যদ্বারে কিছু প্রবেশ করাইলে, কিছু পানাহার করিলে, ঔষধ সেবন করিলে, সিঙ্গা লাগাইলে, মনে করিল যে আমার রোজা ভাঙ্গিয়াছে, তৎপরে আবার কিছু আহার করিল। এঅবস্থায় রোজার কাজা রাখিতে হইবে এবং জেহারের কাফারার ন্যায় কাফারা দিতে হইবে। কাফারা ওয়াজেব কেবল কাছদান (স্বেচ্ছায়) রমজানের রোজা ভঙ্গের জন্য, অন্য রোজা ভাঙ্গার জন্য নহে (সারে বেকায়া)। জেহারের কাফারাতে একটী গোলাম আজাদ করিবে, যে কৃতদাস আজাদ করিবে সে যেন পাগল, অন্ধ, দুই হাত পা কাটা না হয়।

গোলাম আজাদ করিতে অক্ষম হইলে, এক মাস (৩০ দিন) লাগালাগি রোজা রাখিবে, ইহার মধ্যে একটা রোজা যেন ফউত না হয়। একটা রোজা ফউত হইলে পুনরায় গোড়া হইতে ত্রিশ রোজা রাখিতে হইবে। কাফারার রোজা ঐ সময় রাখিবে, যে সময় পাঁচটী রোজা রাখা নিষেধ সে সময় ও রমজান মাস বাদ দিয়া রোজা রাখিবে। ইহাতে অপারগ হইলে ষাট জন মিসকিনকে দুই সন্ধ্যা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করাইবে। *

স্ত্রীলোক যদি কাফারার রোজা আদায় করে তবে দুই হায়েজের মধ্যে যখন পাক থাকে সেই সময় একমাস রোজা রাখিবে। যদি কাফারার রোজার মধ্যে হায়েজ হয়, এফতার করা মোবাহ্‌। কিন্তু ঐ ভাঙ্গা রোজা হায়েজ হইতে পাক হইলে পূরণ করিবে।

---

* যদি একজন মিসকিনকে দুবেলা ষাট দিন পর্য্যন্ত আহার করায় তাহা দোরস্ত, কিংবা একছা আনাজ ষাট জনকে বিতরণ করে কি এক ছা আনাজের মূল্য ধরিয়া প্রত্যেককে ষাট ছার মূল্য দেয় কাফারা আদায় হইবে। (আলমগির)

কেননা নির্দ্দিষ্ট মাজুরের জন্য লাগালাগি রোজা রাখা সরত নহে।
(সারে আওরাদ)

রোজা স্মরণ থাকা সত্বে কুল্লি করিতে গিয়া পানী পান করিলে, জোর পূর্ব্বক কেহ কোন খাবার জিনিষ খাওয়াইয়া দিলে, নাকে, কাণে কি মাথার ঘায়ে ঔষধ দিলে এবং ঔষধের তেজ মাথার মগজে পৌঁছিলে, পেটের ঘায়ে ঔষধ দিলে উহার তেজ উদরে প্রবেশ করিলে, গুহ্যে বিমার বশতঃ পিচকারী লইলে, মাটীর ঢিল কি পাথর কুচা গিলিয়া ফেলিলে, রাত্র জ্ঞানে সকাল বেলা ছেহের খাইলে, ভুলে এপ্তার করিলে, পুনবায় কিছু খাইলে, শয্যাশায়ী রমণীর সহিত "জেমা" (সহবাস) করিলে, * বিনা নিয়েতে মাস ভর রোজা রাখিলে, এ সকল অবস্থায় যদি আর কিছু না খায় তবে কেবল একটা রোজা কাজা রাখিতে হইবে।

রোজাদার বলিয়া স্মরণ না থাকার কারণে ভুলে পানাহার করে কি 'জেমা' করে, রমণী দর্শনে বীর্য্য বাহিব হইলে, তৈল মালিশ করিলে, চক্ষে সোরমা দিলে, গিবত করিলে, সামান্য সামান্য বমি করিলে, জনুবাবস্থায় সকাল হইলে, লিঙ্গের ছিদ্রে তৈল দিলে, কর্ণে পানী ঢালিলে, উড়ো ধুলা, ময়লা, মশা, মাছি ইত্যাদি হলকুমের মধ্যে প্রবেশ করিলে, এই সকল অবস্থায় রোজা নষ্ট হয় না। বৃষ্টি ও বরফ পতিত হইয়া কাহার গালে পড়ে এবং উহা গিলিয়া খাইলে রোজা নষ্ট হইবে। সুতরাং মৃত লোকের সঙ্গে ও চতুষ্পদ জন্তুর সহিত সহবাস করিলে, স্ত্রীলোকের উরুতে লিঙ্গ ঘর্ষন করিলে, রমণীর মুখে চুম্বন করিলে, এই সকল অবস্থায় এন্‌জাল (বীর্য্য) বাহির হইলে একটী রোজা কাজা রাখিবে। কিন্তু বীর্য্য বাহির না হইলে রোজা কাজা রাখিতে হইবে না। কাহারও যদি দাঁতে চানা (ছোলা) পরিমাণ মাংস লাগিয়া থাকে তবে রোজা কাজা করিতে

* ঐ স্ত্রীলোক কেবল একটা কাজা রোজা রাখিবে, আর সহবাসকারী পুরুষকে রোজার কাজা করিতে ও কাফারা দিতে হইবে।

হইবে। চানা পরিমাণের কম লাগিয়া থাকিলে কাজা রোজা রাখিতে হইবে না। কিন্তু উহা দাঁত হইতে হাতে বাহির করিয়া পুনরায় খাইলে রোজার কাজা রাখিবে। ঐরূপ যাহার দাঁত হইতে একটা তিল বাহির হইলে তাহার রোজা নষ্ট হইবে না। যখন তিল বাহির করিয়া আবার খাইবে এবং স্বাদ হুলকুমে প্রবেশ করিলে রোজা নষ্ট হয়। মুখ ভরিয়া বমি উঠিয়া পুনঃ আপনা আপনি ভিতরে গেলে রোজা নষ্ট হইবে। কিন্তু কম বমি হইলে রোজা নষ্ট হইবে না। *

এক রোজাদার ব্যক্তি রেসমের কাজ করিতে করিতে রেসম মুখে রাখায় রং উঠিয়া 'থুতু' সবুজ বর্ণ কি লালবর্ণ কি নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং ঐ 'থুতু' গিলিয়া খাইলে রোজা নষ্ট হইবে। (কাঙ্গাল এবাদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোজা মকরুহের বয়ান।

কোন বস্তুর আস্বাদ লইলে, কোন বস্তু চিবাইলে, রোজা মকরুহ হয়। কিন্তু ছেলেকে কোন খাবার দ্রব্য দাঁতে চিবাইয়া দিতে পারে। যুবতী রমণীর মুখে চুম্বন দিলে যদি স্ত্রী সঙ্গমে করার ইচ্ছা প্রবল হয় তবে মকরুহ। জোহর নামাজের পূর্ব্বে চক্ষে সোরমা দেওয়া সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করা ও মেছওয়াক করা মকরুহ। কিন্তু জোহর বাদে করিলে মকরুহ হয় না।

যাহার স্বামী তরকারিতে নুন না হইলে গালাগালি করে, তাহার— স্ত্রী রন্ধনের সময় তরকারি চাখিয়া দেখিতে পারে। (সারে বেকায়া)

---

* বমির স্বাদ যদি হলকুমে পাইয়া থাকে রোজা নষ্ট হইবে, নচেৎ না।

লাগালাগি দুইটী রোজার মধ্যে এপ্তার না করিলে, মজুসির ন্যায় রোজা রাখিয়া চুপ করিয়া থাকিলে, বিনা ওজুতে কুল্লি করিলে রোজা মকরুহ্ হয়।

যে বৃদ্ধ কম জোর হইবার কারণে রোজা রাখিতে অক্ষম, সে বৃদ্ধ প্রত্যহ মিসকিনকে এক 'ছা' খাবার বস্তু দান করিবে। যখন ঐ বৃদ্ধ রোজা রাখার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, তখন কাজা রোজাগুলি রাখিবে।

গর্ভবতীর গর্ভ নষ্টের আশঙ্কা হইলে, দুগ্ধবতী রমণীর সন্তানের মাতৃ দুগ্ধ ব্যতীত জীবন নাশের ভয় হইলে, বিমারীর বিমার বৃদ্ধির আশঙ্কা হইলে, মোসাফের প্রবাসে কষ্ট পাইলে, এই চারিজন রোজা না রাখিলে যখন ওজর কাটিয়া যাইবে তখন কেবল কাজা রোজা রাখিবে, সাদকা দিতে হইবে না। (সারে বেকায়া)

মোসাফের মোসাফেরী অবস্থায়, বিমারী ব্যক্তি বিমারী অবস্থায় মারা গেলে. ইহাদের প্রতি সাদকা দেওয়া ওয়াজেব নহে। কিন্তু বিমার হইতে আরোগ্য হইয়া কয়েক দিন পরে মারা গেলে কি মোসাফের মোসাফেরী হইতে মকিম হইবার কিছুদিন বাদে মরিলে, উহাদের ওছিয়তানুসারে অলিকে সাদকা দিতে হইবে। যে কয়দিন মোছাফের মকিম হইয়া বিমারী আরোগ্যাবস্থায় ছিল, কেবল সেই কয় দিনের সাদকা দিতে হইবে। যেমন মোসাফের রমজানের দশ দিন মকিম হইয়া বিমারী ব্যক্তি দশ দিন আরোগ্য থাকিয়া মারা গেলে, উহাদের অছিওত অনুসারে উভয়ের অলিকে ঐ দশ দিনের সাদকা দিতে হইবে। মৃতের তৃতীয় অংশ মালের একাংশ ধন (অর্থ) হইতে রোজার সাদকা আদায় করিবে।* এক ওয়াক্তের নামাজের জন্য যেরূপ সাদকা দিতে হয়, রোজার জন্যেও তাহাই ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং কাহারও যদি নামাজ

* ওছিয়ত করিলে অলিকে আদায় করা ওয়াজেব। না করিলে ওয়াজেব নহে। ইচ্ছা করিয়া দিলে দোরস্ত হইবে।

ও রোজা দুইটীর কাজা থাকে আর মরিয়া যায় তবে নামাজ ও রোজার কাজার পরিবর্ত্তে অলিকে হিসাব করিয়া সাদকা আদায় করিতে হইবে।

রমজানের কাজা রোজা আগত রমজানের চাঁদ উদয় হইবার পূর্ব্বে ইচ্ছা হয় লাগালাগি নতুবা ছাড়াছাড়ি রাখিবে। ইহাতে কোন দোষ হয় না। তবে লাগালাগি কাজা রোজা রাখা মোস্তাহাব।

মাইয়েতের পরিবর্ত্তে মাইয়েতের অলি কাজা রোজা রাখিবে না এবং কাজা নামাজ পড়িবে না।

যখন কেহ নফল রোজা রাখে তাহাকে সম্পূর্ণ করা ফরজ। নফল রোজা ইচ্ছা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহা পুনরায় আদায় করা ফরজ। আইয়ামের * মধ্যে রোজা রাখা নিষেধ। কেহ যদি আইয়ামের মধ্যে নফল রোজা রাখে, উহা সম্পূর্ণ করা ফরজ নহে। কেননা ঐ সময়ে রোজা রাখিলে গোণা হয়, সুতরাং নফল আদায় করিতে যাইয়া গোণা করা ঠিক নহে। আইয়ামের মধ্যে পাঁচ দিবস রোজা রাখা নিষেধ। যথা—ঈদেল ফেত্তের, ঈদেজ্জোহা, আর জেলহজ্জ মাসের ১১ই, ১২ই, ১৩ই, এই পাঁচ দিন। নফল রোজা বিনা ওজরে কখনই ভাঙ্গিবে না। মেহমানিতে মেহমানের ও মেহমানদার (গৃহ স্বামী) উভয়ের নফল রোজা ভাঙ্গা মোবাহ। (সারে বেকায়া)

বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে কোন বালক বালেগ (যুবক) হয়, কিংবা কোন কাফের মুসলমান হয়, তবে সেদিন উহারা রোজার মান্য রক্ষা হেতু পানাহার করিবে না। যদিও কিছু পানাহার করিয়া থাকে তথাপি ঐ দিনের রোজা কাজা রাখিতে হয় না। যদি উহারা রোজা রাখার নিয়েত করিবার পরে আবার কিছু খায়, তাহাতেও রোজা কাজা রাখিতে হইবে না। কেননা সকাল হইতে রোজা

* বৎসরের যে পাঁচদিন রোজা রাখা নিষেধ তাহাকে আইয়্যাম বলে।

রাখা ফরজ। রোজার দিবসে স্ত্রীলোক হায়েজ হইতে পাক হইলে, মোসাফের বিদেশ হইতে গৃহে পৌঁছিলে সমস্ত দিন কিছুই খাইবে না; কেবল একটী কাজা রোজা রাখিবে।

এক মোসাফের মোসাফিরীতে দুই প্রহরের পূর্ব্বে খাইবার নিয়েত করিয়া গৃহে পৌছিবার পরে যদি নফল রোজার নিয়েত করে তবে দোরস্ত; কিন্তু রমজানের মাস হইলে রোজা পূর্ণ করা ওয়াজেব। যদি এফ্‌তার করে তবে কাফারা দিতে হয় না। এইরূপ মকিম গৃহে রোজার নিয়েত করিয়া মোসাফিরীতে গিয়া এফ্‌তার করিলে কাফারা দিতে হয় না। কিন্তু উহাকে ঐদিনের রোজা পূর্ণ করা ওয়াজেব। যেহেতু সকালে নিয়েত করিয়াছিল।

ছয় প্রকার রোজাদার লোককে ওজর বশতঃ এফতার করা দোরস্ত আছে, যথা— ১। সফরে গিয়া মোসাফের, ২। বিমারী-লোক, ৩। গর্ভবতী, ৪। দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক, ৫। ক্ষুধাতুর যাহার ক্ষুধায় জীবন সংশয় হইবার আশঙ্কা হয়, ৬। পিপাসিত ব্যক্তি পিপাসায় প্রাণ বাহির হইবার সম্ভব হইলে এমন লোক, যদি কোন গাজি বীরপুরুষ কাফেরের সহিত রোজা রাখিয়া যুদ্ধ করিতে সন্দেহ করে যে, রোজা রাখায় কম ক্ষমতার কারণে যুদ্ধে পরাস্ত হইব কি বন্দী হইব, তবে তাহাকে রোজা ভাঙ্গা উত্তম। গাজি ঐ লোককে বলে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য কাফেরের সহিত যুদ্ধ করেন।

প্রত্যেক চাঁদের ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই তারিখে আইয়্যাম বেজের রোজা রাখা মোস্তাহাব। কেবল জেলহজ্জ মাসের ১৩ই তারিখে রোজা রাখিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এতেকাফ করার বয়ান।

এতেকাফ করা সোন্নতে মোওয়াক্কেদাহ্‌। এতেকাফ করা উহাকে বলে— রমজান মাসে রোজা রাখিয়া যে মসজিদে জামাত হয়, সেই মসজিদে এবাদত করিবার ইচ্ছায় কম পক্ষে একদিন পর্য্যন্ত থাকে। এক দিনের কম সময় থাকিয়া যদি এতেকাফ ত্যাগ করে উহাকে কাজা এতেকাফ করিতে হইবে। (সারে বেকায়া)

এতেকাফ করা সোন্নতে মোওয়াক্কেদাহ্‌ এই জন্য হজরত নবী করিম (সঃ) রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে এতেকাফ করিতেন। (সারে আওরাদ ও হেদায়া)

মহিত গ্রন্থে লিখিত আছে, এতেকাফ দুই প্রকার— প্রথম নফল, দ্বিতীয় ওয়াজেব। প্রথম— এতেকাফ করিবার সময় নিজের উপরে ওয়াজেব বলিয়া জ্ঞান করিলেই নফল হয়। দ্বিতীয়— মানসিক করে যে আল্লার ওয়াস্তে একদিন, কি এক মাস, কি এক বৎসর এতেকাফ করিব। ইহাতে এতেকাফ করা ওয়াজেব হইয়া যায়। এতেকাফ সোন্নতে মোওয়াক্কেদাহ যাহা অগ্রে বলা হইয়াছে।

এতেকাফ করিলে কেবল পায়খানা, প্রস্রাব, ওজু, গোছল, জামে মসজিদে জুমা পড়িবার জন্য যাইতে পারিবে কাবলল জুমার প্রথম ছয় রাকাত জুমা দুই রাকাত ও জুমার পরে ছয় রাকাত সোন্নত, এই সর্ব্বসমেত ১৪ রাকাত নামাজ পড়িয়া চলিয়া আসিবে। জামে মসজিদে জুমা পড়িতে গিয়া এই পর্য্যন্ত বিলম্ব করিলে এতেকাফ নষ্ট হয় না। বিনা জরুরাতে মসজিদ হইতে ক্ষণকালের জন্য বাহির হইলে এতেকাফ নস্ট হইবে। এতেকাফ করিয়া মসজিদে খাওয়া, পেওয়া, শোওয়া, উঠা, বসা, ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু বিক্রয় করিবার নিয়েতে বাহির হইতে কোন বস্তু কাছে আনিয়া

রাখিতে পারিবে না। ইহা ব্যতীত অন্য কিছু করিতে পারিবেক না; কিন্তু এতেকাফ করিয়া একবারেই চুপ থাকিবে না, বাজে কথা বলিবে না, নেক কথা বলিবে; এতেকাফে একবারে চুপ থাকা মকরুহ। আল্লার জেকের করা মোস্তাহাব। যে কথা বলায় পাপ-পূণ্য কিছুই নাই তেমন কথা বলা মোবাহ (কাঞ্জাল এবাদ)।

রাত্রে কি দিবসে, ভুলে কি জ্ঞানে, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কি অপর রমণীর সহিত সঙ্গম করিলে, মুখে চুম্বন দিলে, কামভাবে স্পর্শ করায় বীর্য্য বাহির হইলে এতেকাফ নষ্ট হয়। এতেকাফে থাকিয়া এই সকল কুকার্য্যগুলি করা হারাম। কিন্তু রমণীকে স্পর্শ করিলে কি মুখে চুম্বন দিলে যদি বীর্য বাহির না হয় তবে এতেকাফ নষ্ট হইবে না। স্ত্রালোক এতেকাফ করিলে নিজের নামাজ পড়িবার গৃহে করিবে। জামাতের মসজিদে এতেকাফ করিলেও দোরস্ত। * স্ত্রীলোক স্বামীর বিনা অনুমতিতে এতেকাফ করিতে পারে না। যদি কেহ আপনার জন্য কয়েক দিন এতেকাফ করিব বলিয়া ওয়াজেব করিয়া লয়, তবে উহাকে ঐ রাত্রে এতেকাফ করা ওয়াজেব। দুই দিনের এতেকাফ করার নিয়েত করিলে, দুই রাত দুই দিন এতেকাফ করিয়া থাকিতে হইবে (কতুরি)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাদকা ফেতরা দিবার বয়ান।

গেহু কি গেহুর আটা, কি গেহুর ছাতু, কি শুষ্ক আঙ্গুর অৰ্দ্ধ ছা"; খোরমা, জব বা জবের আটা এক "ছা" সাদকা দিতে

* মসজিদে স্ত্রীলোকের এতেকাফ করা মকরুহ (দোর্‌রল মোক্তার)।

হইবে। এক " ছা " জৌনপুরের ৯৬ তোলায় সেরের হিসাবে তিন সের বার তোলা নয় মাসা দুই রতি দুই জব।

অনুবাদকারী বলেন সারে বেকায়ার মধ্যে আছে দোররল মোখতারের হাওলা হইতে মার্দ্দানে মৌলবী আব্দুল আজিজ মরহুম (রহঃ) সাহেব লিখিয়াছেন, এদেশের /৩৷৷৹ সেরে উপরোক্ত এক 'ছা' হয়, অতএব উহার মূল্য ধরিয়া দিতে হইবে এবং জিনিষের বাজারের মূল্য পরিবর্ত্তন হইলে ফেতরার পয়সার ও পরিবর্ত্তন হইবে প্রতি বৎসর এক নিয়ম খাটীবে না। মনে রাখিও যেখানে অর্দ্ধ 'ছা' দিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে, ঐ স্থনে /১৸৹ পৌনে দুই সের দিতে হইবে।

সাদকা ঐ লোকের প্রতি ওয়াজেব; যিনি কাহারও কৃত দাস নহে স্বাধিন মুসলমান ও জাকাত দিবার উপযুক্ত ধনবান লোক। আর এক প্রকার ফেতরা প্রদানকারী মালেকে নেছাব। যাহার আবশ্যকীয় ঘর বাড়ী ও অন্য বস্তু ব্যতীত অনাবশ্যকীয় বস্তুর মূল্য নেছাব পুরণ হইলে ফেতরা দিতে হইবে। আবশ্যক বস্তু ইহাকে বলে, যথা— থাকিবার ঘর, ঘরের তৈজস পত্র আসবাব সকল, পরিধানের লেবাস পোষাক, আরোহণের অশ্ব, যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র, সেবাকারী কৃত গোলাম, উহার অর্থ যদি পায় উহা বাদ দিয়া অনাবশ্যকীয় বস্তুর মূল্যের ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব। যদিও এক বৎসর পূর্ণ না হয় তথাপি ফেতরা দিতে হইবে। এক বৎসর পুরা না হইলে জাকাত ওয়াজেব নহে। যাহাকে সাদকা ফেতরা দেওয়া ওয়াজেব তাহার সাদকা ফেতরা লওয়া হারাম। যাহার:প্রতি জাকাত দেওয়া ওয়াজেব, তাহাকে ফেতরা, সাদকা, কোর্ব্বাণী দেওয়া ওয়াজেব।

সাদকা ফেতরা নিজের পরিবার, ছোট ছেলে, দাস-দাসীদিগের জন্যও দিতে হইবে। যুবক ধনবান পুত্র, ধনবান ছোট ছেলে, ব্যবসায়ী গোলাম, পলাতক গোলাম ইহাদের জন্য কর্ত্তাকে ফেতরা দিতে হয় না। তবে ধনবান ছোট ছেলের ধন হইতে উহার পক্ষ্য

হইয়া ফেতরা দিবে। ঈদেল ফেতেরের দিনে সোবে সাদেকের পূর্ব্বে যদি কেহ পয়দা হয় তবে, তাহার জন্যও ফেতরা দিতে হইবে। কিন্তু ঐ রাত্রিতে কেহ যদি মরিয়া যায় তাহার জন্য দিতে হইবে না। ঈদের দিনে নামাজের পূর্ব্বে ফেতরা দেওয়া মোস্তাহাব। যদি প্রাতেঃ না দেওয়া হয় তবে পরে দিবে। বিমারী, মোসাফের, গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক রোজা না রাখিলেও ফেতরা সাকেত (মাফ) হয় না, ফেতরা দিতে হইবে।

ফেতরা দেওয়াতে তিন প্রকার উপকার হয়; যথা—প্রথম রোজা কবুল হয়, দ্বিতীয়— মৃত্যুর সময় জাকান্দানী হইতে মুক্তিলাভ করে, তৃতীয়— কবরের আজাব হইতে নির্ভয় থাকিবে। (উমদাতুল ইসলাম, সেরাজী)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোরবাণীর বয়ান।

একজন লোকের একটী বকরী কোরবাণী করা দোরস্ত। একটী গরু কি একটী উট একজনে কোরবাণী করিতে পারিলেও দোরস্ত আছে। সাত অংশে সাত জন লোকে সমান মূল্য দিয়া একটা গরু কি একটী উষ্ট্র কোরবাণী করিলেও দোরস্ত হইবে। * সাত জনের মধ্যে কেহ যদি সাত অংশের একাংশ মূল্যের কম মূল্য দিয়া অংশী হয় তবে, কাহারও কোরবাণী দোরস্ত হইবে না। উট, গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, দুম্বা কোরবাণী করা জায়েজ আছে।

* সাত জনের মধ্যে কোন কাফের অংশী হইলে, কিংবা কেহ কেবল মাংস খাইবার নিয়েতে অংশী হইলে কাহারও কোরবাণী দোরস্ত হইবে না।

কিন্তু মহিষ গরুর সমতুল্য, আর মেষ দুম্বা ছাগলের সহিত গণ্য হইবে। কোরবাণীর মাংস তুল্য অংশে ওজন করিয়া লইবে অনুমানে ভাগ করিলে দোরস্ত হইবে না। চর্ম্ম, পা।চা মাংসের সহিত ভাগ করিয়া লইলেও চলিবে। এক জনে একটী গরু ক্রয় করিবার পরে যদি আর ছয় লোক অংশী হয় তবে দোরস্ত আছে। কিন্তু এক সঙ্গে ক্রয় করা কি কেনার পূর্ব্বে অংশী হইয়া ক্রয় করা মোস্তাহাব। একজনের কেনার পরে অংশী হওয়া মকরুহ। (সারে বেকায়া)

দরিদ্রের প্রতি কোরবাণী ওয়াজেব নহে, মালেকে নেসাবের প্রতি কোরবাণী ওয়াজেব। যেমন পয়গম্বর (সঃ) ফরমিয়াছেন,—

যে লোকের কোরবাণী দিবার ক্ষমতা আছে, সে লোক ক্ষমতা থাকা সত্বেও যদি কোরবাণী না দেয় তবে আমার মসজিদে যেন না আসে। কোরবাণী নিজের জন্যে করিবে। ছোট ছেলের জন্য করিতে হইবে না বরং ছেলের মাল হইতে উহার পিতা কিংবা উহার অছি কোরবাণী করিতে পারে। ঐ কোরবাণার মাংস পিতা পুত্র উভয়ে খাইতে পারে। যদি খাইয়া বাঁচে তবে বালকের উপকারের জন্য ঐ মাংস বদল দিয়া লেবাস পোষাক লইতে পারে। অছি উহাকে বলে— কোন বালকের মাতা পিতা মরিয়া গেলে, সেই বালককে যাহার করে (হস্তে) সমার্পণ করা হয় তাহাকেই আরবী ভাষায় অছি বলে।

ঈদেজ্জোহার নামাজ পড়িবার পরে সহরের লোক কোরবাণী করিবে। সহর ব্যতীত অন্য স্থানে কোরবাণী হইলে অর্থাৎ যে স্থানে ঈদ জুমা হইতে পারে না এমন স্থানের লোক সেখানে দশই তারিখের সকালে কোরবাণী করিতে পারে। কোরবাণী দিবার শেষ তারিখ জেলহজ্জের ১২ই সূর্য্যাস্ত যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। কেহ যদি কোরবাণী দিবার প্রথম সময়ে মালেকে নেসাব থাকে এবং আওয়াল ওয়াক্তে কোরবাণী করে নাই, কিন্তু

কোরবাণী দিবার শেষ ওয়াক্তে দরিদ্র হইয়া পড়ে উহার প্রতি কোরবাণী দেওয়া ওয়াজেব হয় না। রাত্রে কোরবাণী করা মকরুহ্‌। (কাঙ্গাল এবাদ, হেদায়া) কেননা রাত্রে জবেহ্‌ করিলে হয়ত ঠিক মত জবেহ না হইতেও পারে। এই সন্দেহ করার জন্য মকরুহ ; নতুবা দোরস্ত।

কোরবাণী করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলে, যাহার কোরবাণী মানসিক ছিল সেই ব্যক্তি, এবং দরিদ্র ব্যক্তির যদি কোরবাণীর পশু ক্রয় করা থাকে ইহারা উভয়ে কোরবাণী না করিয়া ঐ জীবিত জন্তু সাদকা করিয়া দিবে। মালেকে নেসাব কোরবাণীর পশু খরিদ করিয়া থাকুক কিংবা না থাকুক উহাকে একটী পশুর মূল্যানুযায়ী টাকা সাদকা করিয়া দিতে হইবে। যেহেতু মালেকে নেসাবের প্রতি কোরবাণী দেওয়া ওয়াজেব। তাহাতে জন্তু ক্রয় করুক বা না করুক। কেননা কোরবাণীর সময় গত হইলে কোরবাণী করা দোরস্ত হয় না। (সারে বেকায়া)

ছয় মাসের দুম্বা, পাঁচ বৎসরের উট, দুই বৎসরের গরু, এক বৎসরের ছাগল, সিং বিহীন বন্ধ্যা মেষ কোরবাণী করা দোরস্ত আছে। কিন্তু উক্ত পশু সকলের বয়স ইহা অপেক্ষা কম হইলে কোরবাণী দোরস্ত হইবে না। কোরবাণীর পশু অন্ধ, কানা, সিং ভাঙ্গা অর্থাৎ যে সিংহের মধ্যে মাংস নাই। খোঁড়া যে পশু কোরবাণীর স্থান পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারে না, যে পশু রোগা যাহার হাড়ের ভিতর মগজ নাই, এমন পশু কোরবাণী দোরস্ত হইবে না। (সারে বেকায়া)

কোরবাণীর পশুর এক পা কাটা থাকিলে কি কাণ এক তৃতীয় অংশের বেশী কাটা, লেজ এক তৃতীয় অংশের অধিক কাটা, চক্ষু এক তৃতীয় অংশের বেশী নষ্ট হইলে, চতুড়ের এক তৃতীয় অংশের বেশী কাটা হইলে কোরবাণী করা দোরস্ত হইবে না। কোরবাণী দাতা কোরবাণী পশুর মাংস নিজেও খাইবে এবং ধনবান

ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে এবং মাংস খাইবার জন্য জমা রাখিতেও পারে। মালেকে নেসাবকে ধনবান লোক যদি কোরবাণীর মাংস দেয় তবে খাওয়া দোরস্ত হইবে। মাংস তৃতীয় অংশের একাংশ বিতরণ করা মোস্তাহাব। কেননা স্বপরিবারে আসুদা হইয়া খাইবে। কোরবাণী দাতা নিজের হাতে জবেহ্ করিবে। যদি জবেহ্ করিতে না পারে তবে অন্য লোককে আদেশ করিবে। (সারে বেকায়া) জবেহ করিবার সময় জন্তর মুখ কাবার দিকে করিয়া এই দোওয়া পড়িয়া জবেহ করিবে,—

(দোওয়া)

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اِنَّ صَلَا
تِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ *

উচ্চারণ—বিস্‌মিল্লাহে আল্লাহো আক্‌বর। আল্লাহুম্মা মেন্‌কা অ-এলায়কা ইন্না সালাতি, অ-নোসকি অ-মাহ ইয়্যাইয়্যা অ-মামাতি লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন্ লা-শারিকালাহু অ-বেজা-লেকা উমেরতো অ-আনা মেনাল্ মোস্‌লেমিনা আল্লাহুম্মা তাকা-ব্বাল্ মিন্ ফোলানে * এবনে ফোলানা †

জবেহ করার পরে পশুর গাত্র ঠাণ্ডা হইলে চামড়া ছাড়াইয়া মাংস তৈয়ার করিবে। (কাঞ্জাল এবাদ)

* ফোলানে স্থলে কোরবানীদাতার নাম বলিতে হইবে।

† এবনে ফোলানা স্থলে কোরবানীদাতার পিতার নাম বলিতে হইবে

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আক্কিকার বয়ান।

আকিকা করিবার নিয়ম শরিয়তল ইস্লাম গ্রন্থে লিখিত আছে, যথা— পুত্র সন্তান পয়দা হইলে দুইটী বকরি, এবং কন্যা পয়দা হইলে একটী বকরি জবেহ্ করিয়া আকিকা করিবে। হজরত নুরনবী (সঃ) প্রেরিতত্ব লাভ করিবার পরে নিজের আকিকা নিজেই করিয়া ছিলেন। আকিকার পশু জবেহ্ করিবার সময় এই দোওয়া পড়িবে,—

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ اِبْنِيْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ
وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا
بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً
لِاِبْنِيْ مِنَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ *

উচ্চারণ— আল্লাহুম্মা হাজেহি আকিকাতো এব্নি ফোলান এব্নে ফোলান * দামোহা বে-দামেহি অ-লাহ্মোহা বে-লাহ্মেহি অ-আজ্মোহা বে-আজ্মেহি অ-জেল্দোহা বে-জেল্দেহি অ-শাররোহা বে-শাররেহি আল্লাহুম্মাজ্ আল্হা ফেদায়্যাল লে এব্নি মিনান্ নারে বিস্মিল্লাহে আল্লাহো আক্বর।

---

* পিতা নিজে জবেহ্ করিলে " ফোলান " স্থলে পুত্রের নাম বলিবে। কিন্তু অপর কেহ জবেহ করিলে " এব্নে ফোলান " স্থানে " ফোলান এব্নে ফোলান " বলিবে। অর্থাৎ প্রথম 'ফোলান' স্থলে পুত্রের নাম ও দ্বিতীয় " এবনে ফোলান " স্থলে পিতার নাম বলিবে। কন্যা হইলে পিতা " এব্নে " স্থলে " বিন্তি " বলিবে। অন্য "এব্নে " স্থলে " বিন্তে " বলিবে এবং উভয়ে " হি " স্থলে " হা " বলিবে।

আকিকার পশুর মাংস তৈয়ার করিবার সময় হাড় তুড়িবে না। কিন্তু ফকিগণের মতে কোরবাণীর পশুর ন্যায় হাড় সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। পশুর একটী রান লইয়া ধাত্রিকে (দাই মাতাকে) দেওয়া উত্তম। আকিকা সন্তান জন্মের সপ্ত দিবসে, নতুবা চতুর্দ্দশ দিনে, নচেৎ একবিংশ দিনে করিতে হয়। ছেলের মস্তকের চুল মুণ্ডন করিয়া, সে চুল চান্দির (সিকি, দুয়ানি ও আধুলী) তুল্য পরিমাণে ওজন করিয়া সেই চান্দি নাপিতকে বিতরণ করিয়া দিবে।

আর কোরবাণীর পশুর জন্য যে সরত ও আহকাম, আকিকার পশুর জন্যও সেই সরত নির্ধার্য্য। সন্তান ভূমিষ্ট হইলে ডাহিন কানে আজান এবং বাম কানে আকামত দিতে হইবে। আর খোরমা কি মিষ্ট বস্তু চিবাইয়া বালকের মুখে দিবে।

কাঙ্গাল এবাদের মধ্যে লিখিয়াছেন,—পুত্র সন্তান হইলে দুই বকরি এবং কন্যা সন্তান হইলে এক বকরি আকিকা করিতে হয়। অভাব পক্ষে বেটা ছেলের জন্য যদি একটী ছাগল আকিকা করে তাহাতেও আকিকা হইবে।

যখন ছেলে কথা কহিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়া শিখাইয়া দিবে। কেননা শিশুর প্রথম কথা কলেমা হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবাহের বয়ান।

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে নিকাহ বা বিবাহ বলে।

ইজাব ও কবুল—এই দুইটী বিবাহের স্তম্ভ স্বরূপ, ইহা ব্যতীত বিবাহ, সিদ্ধ হয় না। বিবাহের প্রস্তাব করাকে 'ইজাব' বলে। সন্তুষ্টচিত্তে শুনিয়া অপরকে গ্রহণ করাকে 'কবুল' বলে। স্ত্রী-পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে অলির আবশ্যক নাই। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালেগ-বালেগার অভিভাবকের সম্মতি লইয়া বিবাহ দেওয়া সিদ্ধ।

প্রাপ্ত বয়স্কের লক্ষণ যথা—পুরুষ লোকের স্বপ্নদোষ (এহ্তেলাম) হইলে বা বীর্য্য স্খলিত হইলে অথবা তাহা কর্ত্তৃক কোন স্ত্রীলোক গর্ভিণী হইলে তাহাকে বালেগ ধরিতে হইবে। স্ত্রীলোকের ঋতু (হায়েজ) স্বপ্নদোষ অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলে, তাহাকে বালেগা বলিতে হইবে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক—বালক-বালিকার অলি তাহাদের পক্ষ হইতে স্বীকার বা উক্তি (ইজাব বা কবুল্) করিলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে। ইহা ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় না (কাজিখান)। না-বালেগ পুত্র ও না-বালেগা কন্যার অলি প্রথমে পিতা তৎপরে দাদা তৎপরে পরদাদা হইবে। অভাব পক্ষে পরম্পরের সহোদর ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, সহোদর ভ্রাতার পুত্র, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র, এইরূপ পরপরে তাহার পৌত্রগণ।

তদাভাবে পরপরে পিতার সহোদর ভ্রাতা (আপন চাচা), পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (সৎ চাচা), পরপরে তাহাদের পুত্রগণ এইরূপ যত নিম্নে হউক। দাদার (পিতামহের) সহোদর ভ্রাতা, দাদার (পিতামহের) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পরপরে তাহাদের পুত্রগণ, পৌত্রগণ। পর দাদার (পিতামহের পিতা) সহোদর ভ্রাতা কি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পরপরে তাহাদের পুত্র পৌত্রগণ। উপরোক্ত অলিগণকে আসাবা বলা হয়। (আলমগিরি ও কাজিখান)।

অলি বালেগা কন্যার বিবাহ তাহার বিনা সম্মতিতে কাহারও সহিত করাইয়া দিলে উহা জায়েজ হইবে না। দুই জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক বিবাহ কার্য্যের সাক্ষী হইলে জায়েজ হইবে।

বিনা সাক্ষীতে বিবাহ জায়েজ হইবে না। মোসলমানদিগের বিবাহ কার্য্যে কাফের মোশরেক, পাগল ও না-বালেগ সাক্ষীতে বিবাহ জায়েজ হইতে পারে না। স্বাক্ষীদ্বয় একই সময়ে বালেগ পুত্র ও বালেগা কন্যার স্বীকার ও উক্তি (ইজাব ও কবুল) শ্রবণ করিবে, অথবা একই সময়ে অলি ও উকিলের স্বীকার ও উক্তি শ্রবণ করিবে। পৃথক পৃথক ভাবে পরপরে শ্রবণ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না। (কাজিখান)

যখন কন্যা আপন বিবাহের উকিল নির্ব্বাচন করে, তখন দুইজন সাক্ষীর উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য।

বালেগ পুত্র ও বালেগা কন্যার বিবাহ পড়ানের নিয়ম।

পুত্রের অবস্থা অনুসারে দেনমোহর নির্দ্ধারিত করতঃ একজন পরহেজগার, বালেগ, বুদ্ধিমান উকিল ও ঐ প্রকার গুণ সম্পন্ন দুইজন সাক্ষীসহ কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া উকিল বলিবে অমুক গ্রামের অমুকের পুত্র, অমুক এত টাকা দেনমোহরে তোমার সহিত বিবাহ করিতে উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কি ইহাতে রাজি আছ? উকিল এইরূপ তিনবার কন্যাকে বলিবে এবং কন্যা প্রত্যেক বারেই বলিবে "হাঁ" তৎপরে উকিল কন্যাকে বলিবে, তুমি কি তোমার বিবাহের জন্য আমাকে উকিল নির্দ্দিষ্ট কর? এইরূপ তিনবার বলিবে কন্যা প্রত্যেক বারেই বলিবে— হাঁ।

তৎপরে উকিল সাক্ষীদ্বয় সহ আচ্ছালামো আলায়কুম বলিয়া বিবাহ মজলিসে উপস্থিত হইবে। কাজি জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কে? উকিল উত্তর করিবেন, আমি দুলহিনের পক্ষের উকিল। কাজি সাহেব উকিলকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কি জানেন? উকিল উত্তর করিবেন আব্দর রহিমের কন্যা করিমোন্নেছা

বিবি ১০০৲ টাকা দেনমোহরের পরিবর্ত্তে অমুকের পুত্র কলিমোল্লাহ-কে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছে। এইরূপ তিনবার বলিবেন। কাজি সাহেব প্রত্যেক বারেই বলিবেন, আপনি ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন? উকিল প্রত্যেক বারেই বলিবেন, হাঁ আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তৎপরে কাজি সাহেব উকিলকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহার কোন সাক্ষী আছে? উকিল উত্তর করিবেন, হাঁ দুইজন স্বাক্ষী আছে। পরে সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে। তৎপরে খোতবা পাঠান্তে উকিল দুলহার সম্মুখে নামাজের কায়দায় বসিয়া কাজির শিক্ষায় বলিবে—

আরবি ভাষায় বলিবে—

أَنْكَحْتُكَ مِنْ مُوَكِّلَتِي اَلْمُسَمَّاةِ كَرِيْمُ النِّسَاءِ

بِنْتِ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بِعِوَضِ الصَّدَاقِ الْمَعْلُوْمِ

উচ্চারণ—আন্কাহ্তোকা মেন্ মোয়াক্কেলাতি আল্ মোসাম্মাৎ করিমোন্নেসা বেন্তে আবদুর-রহিম বে এওয়াজেস্ সাদাকেল মালুম।

উক্ত কালাম তিনবার বলিবে।

নওশাহ প্রত্যেক বারেই বলিবে قَبِلْتُ "কাবেল্তো"।

উর্দ্দুতে উকিল বলিবে—

میں نے اپنی موکلہ کریم النساء بی بی بنت
عبد الرحیم کو ایک سو روپیے دین مہر کے عو
ض تمسے نکاح صحیح کردیا *

* মায়নে আপনি মোয়াক্কেলা করিমোন্নেসা বিবি বেন্তে আবদুর রহিম একশও রুপেয়া দায়েন মোহরকে। এওয়াজ তোম্সে নিকাহ ছহিহ্ কর দিয়া" এইরূপ তিনবার বলিবে।

নওশাহ প্রত্যেক বারেই বলিবে میں نے قبول کیا "মায়নে কবুল কিয়া"।

বঙ্গ-ভাষায় উকিল বলিবে—

"আমি আমার মোয়াক্কেলা আব্দুর রহিমের কন্যা, করিমোন্নেসা বিবিকে ১০০৲ টাকা দেনমোহরের পরিবর্ত্তে তোমার সহিত নিকাহ্‌ দিলাম"। এইরূপ তিনবার বলিবে।

নওশাহ্‌ প্রত্যেক বারেই বলিবে— "আমি কবুল করিলাম"।

তৎপরে কাজি মোনাজাত করিবেন।

পরে কাজি নওশাহকে কাবিনের লিখিত সর্ত্তগুলি শুনাইয়া দিবেন। অবশেষে কিছু মিষ্টান্ন দান করিতে হইবে।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন—আরবি ইজাব কালে "আল্ মোসাম্মাৎ শব্দের পরে কন্যার নাম "বেন্‌তে" শব্দের পরে তাহার পিতার নাম উচ্চারণ করিবেন।

দ্বিতীয় প্রকার।

কন্যা নাবালেগা ও পুত্র বালেগ হইলে, কন্যার অনুমতিতে নিকাহ্‌ সিদ্ধ হইবে না। এক্ষেত্রে উকিলের আবশ্যক হইবে না; বরং কন্যার অলি পিতা, দাদা, ভাই কিংবা চাচার কর্ত্তৃত্বে উক্ত নাবালেগা কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইবে। অলিকে নওশাহের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে।

কন্যার পিতা অলি হইলে—

আরবি ভাষায় এইরূপ বলিবে-

أَنْكَحْتُكَ مِنْ بِنْتِي الصَّغِيرَةِ الْمُسَمَّاةِ كَرِيمُ النِّسَاءِ

بِعِوَضِ الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ *

" আন্‌কাহতোকা মেম বেন্তিস সগিরাতে * অলি মোসাম্মাৎ করিমোন্নেসা বেএওয়াজেস সাদাকেল মালুম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

নওশাহ্ প্রত্যেক বারেই বলিবে قَبِلْتُ 'কাবেলতো'

পিতা উর্দ্দু ভাষায় বলিবে—

میں نے اپنی نابالغہ لڑکی مسماۃ کریم النساء کو
ایک سو روپیے دین مہر کے عوض تمسے نکاح
صحیح کردیا

" মায়নে আপ্‌নি না বালেগা লাড়কি † মোসাম্মাৎ করি-মোন্নেসাকো। একশও রুপেয়া দায়েন মোহরকে এওয়াজ তোমসে নেকাহ ছহিহ্ কর দিয়া " এইরূপ তিনবার বলিবে।

নওশাহ্ প্রত্যেক বারেই বলিবে میں قبول کیا 'মায়নে কবুল কিয়া'

পিতা বঙ্গভাষায় বলিবে—

" আমি আমার না-বালেগা কন্যা ‡ করিমোন্নেসাকে একশত টাকা দেনমোহরের পরিবর্ত্তে তোমার সহিত নিকাহ্ দিলাম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

---

* দাদা অলি হইলে বেন্তিস্ সগিরাতে না বলিয়া 'বেন্তে এবনিস সগিরাতে' বলিতে হইবে। ভাই অলি হইলে ঐ স্থলে ওখ্‌তিস্ সগিরাতে ও চাচা অলি হইলে, ঐ স্থানে 'বেন্তে আখিস সগিরাতে'।

† দাদা অলি হইলে 'নাবালেগা লাড়কীস্থলে' না-বালেগা পুংনি " বলিতে হইবে। ভাই অলি হইলে ঐ স্থানে 'না-বালেগা বহিন' এবং চাচা অলি হইলে ঐ স্থানে 'না-বালেগা ভাতিজি' বলিতে হইবে।

‡ দাদা অলি হইলে 'কন্যা' স্থলে 'পৌত্রী' (পুংনি) ভাই অলি হইলে ঐ স্থানে 'ভগ্নি' এবং চাচা অলি হইলে ঐ স্থানে 'ভ্রাতুষ্পুত্রী' (ভাতিজি) বলিতে হইবে।

নওশাহ প্রত্যেক বারেই বলিবে—' আমি কবুল করিলাম।

তৃতীয় প্রকার।

কন্যা না-বালেগা উহার নাম করিমোন্নেসা এবং পুত্র না-বালেগ উহার নাম কলিমোল্লাহ্।

এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অলিদ্বয় তাহাদের পক্ষ হইতে স্বীকার ও উক্তি (ইজাব ও কবুল) করিবে। উভয় পক্ষের অলি পিতা, দাদা, ভাই ও চাচা হইবে।

কন্যার অলি পিতা হইলে 'বেন্‌তেস্ সগিরাতা', দাদা অলি হইলে 'বেন্‌তা এবনেস্ সগিরাতা', ভাই অলি হইলে 'ওখ্‌তেস্ সগিরাতা' ও চাচা অলি হইলে 'বেন্‌তা আখিস্ সগিরাতা' বলিবে।

পুত্রের পিতা অলি হইলে— 'মেন্ এবনেকাস্ সগিরে, দাদা অলি হইলে— 'মেন্ এবনে এবনেকাস্ সগিরে', ভাই অলি হইলে— 'মেন্ আখিকাস্ সগিরে' ও চাচা অলি হইলে— 'মেন এবনে আখিকাস্ সগিরে' বলিতে হইবে।

স্মরণ রাখিতে হইবে-যে, উভয় পক্ষের অলির স্বীকার ও উক্তিতে বিবাহ হইলে পুত্র বা কন্যা বয়োপ্রাপ্ত (বালেগ বা বালেগা) হইলে কন্যার পক্ষের অলি কন্যাকে এবং পুত্রের পক্ষের অলি পুত্রকে বলিবে যে, অমুকের সহিত কি অমুকের কন্যা অমুকের সহিত আমি অলি হইয়া তোমার নিকাহ সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছি।

আরবি ভাষায় বলিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে কন্যার অলি পিতা নওশাহের অলি পিতাকে বলিবে :—

أَنْكَحْتُ بِنْتِي الصَّغِيْرَةَ اَلْمُسَمَّاةَ كريم النساء مِنْ ابْنِكَ الصَّغِيْرِ الْمُسَمّٰى كليم الله بِعِوَضِ الصَّدَاقِ الْمَعْلُوْمِ.

* আনকাহ্‌তো বেন্‌তিস সগিরাতা আল্ মোসাম্মাৎ

করিমোন্নেসা মেন্ এবনেকাস্ সগিরে আল্ মোসাম্মা কলিমোল্লাহ বেএওয়াজেস সাদাকেল্ মালুম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

কন্যার দাদা নওশাহের দাদাকে বলিবে—"আন্‌কাহ্‌তো বেন্‌তা এবনিস্ সগিরাতা আল্ মোসাম্মাৎ করিমোন্নেসা মেন্ এবনে এবনেকাস্ সগিরে আল্ মোসাম্মা কলিমোল্লাহ্ বেএওয়াজেস্ সাদাকেল্ মালুম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

কন্যার ভাই নওশাহের ভাইকে বলিবে—"আন-কাহ্‌তো ওখ্‌তিস্ সগিরাতা আল্ মোসাম্মাৎ করিমোন্নেসা মেন্ আখিকাস্ সগিরে আল্ মোসাম্মা কলিমোল্লাহ্ বেএওয়াজেস্ সাদাকেল্ মালুম।" এইরূপ তিনবার বলিবে

কন্যার চাচা নওশাহের চাচাকে বলিবে—"আন্‌কাহ্‌তো বেন্‌তা আখিস্ সগিরাতা আল্ মোসাম্মাৎ করিমোন্নেসা মেন্ এবনে আখিকাস্ সগিরে আল্ মোসাম্মা কলিমোল্লাহ বেএওয়াজেস সাদাকেল্ মালুম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

নওশাহের অলি পিতা প্রত্যেক বারেই বলিবে—"কাবেল্‌তো লে-এবনি অলাইয়াতান।"

নওশাহের অলি দাদা প্রত্যেক বারেই বলিবে—"কাবেল্‌তো লে-এবনে এবনি অলাইয়াতান।"

নওশাহের অলি ভাই প্রত্যেক বারেই বলিবে—"কাবেল্‌তো লে-আখি অলাইয়াতান।"

নওশাহের অলি চাচা প্রত্যেক বারেই বলিবে—"কাবেল্‌তো লে-এবনে আখি অলাইয়াতান।"

উর্দ্দু ভাষায় বলিবে :—

উর্দ্দু ভাষায় কন্যার পিতা নওশাহের পিতাকে বলিবে -

میں نے اپنی نابالغہ لڑکی مسماۃ کریم النساء کو ایک سو روپیے دین مہر کے عوض تمہارے نابالغ لڑکا کلیم اللہ سے نکاح صحیح کردیا ٭

মায়নে আপ্‌নি না-বালেগা লাড়কি করিমোন্নেসাকো একশও রুপেয়া দায়েন মোহরকে এওয়াজ, তোম্‌হারা না-বালেগ লাড়কা কলিমোল্লাহ্‌ সে নিকাহ্‌ ছহিহ্‌ কর্‌ দিয়া ” এইরূপ তিনবার বলিবে।

কন্যার দাদা নওশাহের দাদাকে বলিবে—“মায়নে আপ্‌নি না-বালেগা পুৎনি করিমোন্নেসাকো একশও রুপেয়া দায়েন মোহরকে এওয়াজ তোম্‌হারা না-বালেগ পোতা কলিমোল্লাহ্‌ সে নিকাহ ছহিহ কর্‌ দিয়া।” এইরূপ তিনবার বলিবে।

কন্যার ভাই নওশাহের ভাইকে বলিবে—“মায়নে আপ্‌নি না-বালেগা বহিন করিমোন্নেসাকো একশও রুপেয়া দায়েন মোহরকে এওয়াজ তোম্‌হারা না-বালেগ ভাই কলিমোল্লাহ্‌ সে নেকাহ্‌ সহিহ্‌ কর্‌ দিয়া।” এইরূপ তিনবার বলিবে।

কন্যার চাচা নওশাহের চাচাকে বলিবে—“মায়নে আপ্‌নি না-বালেগা ভাতিজি করিমোন্নেসাকো একশও রূপেয়া দায়েন মোহরকে এওয়াজ তোম্‌হারা না-বালেগা ভাতিজা কলিমোল্লাহ্‌ সে নেকাহ্‌ ছহিহ্‌ কর্‌ দিয়া। এইরূপ তিনবার বলিবে।

নওশাহের অলি পিতা প্রত্যেক বারেই বলিবে—“মায়নে আপ্‌না বেটাকে লিয়ে অলাইয়াতান কবুল কিয়া।”

নওশাহের অলি দাদা প্রত্যেক বারেই বলিবে—“মায়নে আপ্‌না পোতাকে লিয়ে অলাইয়াতান কবুল কিয়া।”

নওশাহের অলি ভাই প্রত্যেক বারেই বলিবে—“মায়নে আপ্‌না ভাইকে লিয়ে অলাইয়াতান কবুল কিয়া।”

নওশাহের অলি চাচা প্রত্যেক বারেই বলিবে—"মায়নে আপ্না ভাতিজ্‌াকে লিয়ে অলাইয়াতান কবুল কিয়া"

বঙ্গ ভাষায় কন্যার পিতা নওশাহের পিতাকে বলিবে—"আমি আমার না-বালেগা কন্যা করিমোন্নেসা বিবিকে ১০০৲ টাকা দেন মোহরে তোমার না-বালগ পুত্র কলিমোল্লার সহিত নিকাহ দিলাম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

কন্যার দাদা নওশাহের দাদাকে বলিবে—"আমি আমার না-বালেগা পৌত্রী (পুৎনি) করিমোন্নেসা বিবিকে ১০০৲ টাকা দেন মোহরে তোমার না-বালেগ পৌত্র (পোতা) কলিমোল্লার সহিত নিকাহ্ দিলাম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

কন্যার ভাই নওশাহের ভাইকে বলিবে—"আমি আমার না-বালেগা ভগ্নি করিমোন্নেসা বিবিকে ১০০৲ টাকা দেন মোহরে তোমার না-বালেগ ভ্রাতা কলিমোল্লার সহিত নিকাহ্ দিলাম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

কন্যার চাচা নওশাহের চাচাকে বলিবে—"আমি আমার না-বালেগা ভ্রাতুষ্পুত্রী (ভাতিজি) করিমোন্নেসা বিবিকে ১০০৲ টাকা দেন মোহরে তোমার না-বালেগ ভ্রাতুষ্পুত্র (ভাতিজা) কলিমোল্লার সহিত নিকাহ্ দিলাম।" এইরূপ তিনবার বলিবে।

নওশাহের অলি পিতা প্রত্যেক বারেই বলিবে—"আমি অলি হইয়া পুত্রের জন্য কবুল করিলাম।"

নওশাহের অলি দাদা প্রত্যেক বারেই বলিবে—"আমি অলি হইয়া পৌত্রের জন্য কবুল করিলাম।"

নওশাহের অলি ভাই প্রত্যেক বারেই বলিবে—"আমি অলি হইয়া ভ্রাতার জন্য কবুল করিলাম।"

নওশাহের অলি চাচা প্রত্যেক বারেই বলিবে—"আমি অলি হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য কবুল করিলাম।"

নেকার খোতবা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللهِ

مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِ اللهُ

فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ط وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْ

لُهٗ ط يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ

وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ

فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

বিস্মিল্লাহের রাহ্মানের রাহিম।

উচ্চারণ—আলহামদো লেল্লাহে নাহমাদোহু অ নাসতাইনোহু অ নাসতাগ ফেরহু অ নাউজো বিল্লাহে মেন সরুরে আনফোছেনা

অমেন ছাইয়েয়াতে আমালেনা মাই ইহদি আল্লাহো ফালা মোদেল্লা লাহু অ মাই ইওদ লেল্হু ফালা হাদিয়া লাহু অ আশহাদো আল লাএলাহা ইল্লাল্লাহো অয়াহদাহু লাশারিকালাহু অ আসহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু অ রাছুলোহু, ইয়া আইওহান্নাছোত্তাকু রাব্বাকোমল্লাজি খালাকাকুম মেন নাফছে ও অ হেদাতেন অ খালাকা মেনহা জাওজাহা অ বাছ্ছা মেন হোমা রেজালান কাছিরাও অ-নেছায়া অত্তাকুল্লাহাল্লাজি তাছা আলুনাবেহি অল আরহাম, ইন্নাল্লাহা কানা আলায় কোম রাকিবা, ইয়া আইওহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তোকাতেহি অলা তামুতোন্না ইল্লা ওয়ানতুম মোছলেমুন। ইয়া আইওহাল্লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা অকুলু কওলান ছাদিদাই ইওছলেহ লাকুম আমালাকুম অইওগফের লাকুম জোনুবাকুম অমাই ইওত্তেয়েল্লাহা অ রাছুলাহু ফাকাদ্ ফাজা ফাওজান আজিমা।

বিবাহের মোনাজাত

আয় পরওয়ার দেগারে আলম! আয় খোদা ওয়ান্দ করিম! তু আপনে কারিমি ও রহিমিছে এন দোনো মিঞা, বিবিউমে উলফত ও মহব্বত দে। যেয়ছা কে তুনে হজরত আদম ও হজরত হাওয়া, আওর হজরত এবরাহিম ও হজরত ছারা কো দিয়া থা। ইয়া আল্লাহ্ ওইসাহি মহব্বত আতাকার। আওর হজরত ইউছুফ ও হজরত জেলেখা আওর হজরত মুছা ও হজরত ছফুরা আলায়হেচ্ছালাত ওচ্ছালাম কো দিয়া থা। ইয়া আল্লাহ্ ওইসাহি মহব্বত ইন লোগোঁকো আতাকার। আয়-বারে এলাহা! হরদো মিঞা বিবিউমে তু খোলুছিয়েত ও মহব্বত দে,যেয়ছা কে তুনেআপনে হবিব আহমদে মজতবা মোহাম্মদে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ও ছাল্লাম ও হজরত খোদেজাতল কোবরাকো আওর হজরত আলী মর্ত্তজা ও হজরত ফাতেমাতজ্জোহরা রাজি আল্লাহতালা আনহোমাকো এনাইয়েত কিয়া থা। ইয়া খোদা অয়ছাহি আসনাই ইন দোনো মিঞা বিবিকো এনাইয়েত কর,আয় আল্লা! মেঁয় দরুদ ও ছালাম ভেজতা হুঁ,তেরে নবি আওর তেরে মহবুব আহমদে

মেজতবা মোহাম্মদে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ও ছাল্লাম আওর ওনকি আলওআওলাদ আওর উনকি আছহাব ও আনছার ও আহলিয়াত ও আতহার পর, তুভি আপনা ফজল ও করম কর্। তু বহুত হি বড়া রহিম ও করিম হ্যায়—বেরাহমাতেকা—ইয়া আর হামার রাহেমিন।

নিম্নোক্ত স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ করা হারাম। যথা,— ১। মা, ২। নানি কি নানীর মাতা যত ঊর্দ্ধে হউক, ৩। দাদি কি দাদির মাতা যত ঊর্দ্ধে হউক, ৪। কন্যা কি কন্যার কন্যা যত নিম্নে হউক, ৫। পৌত্রী কি পৌত্রীর কন্যা যত নিম্নে হউক, ৬। ভগ্নী (সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয়), ৭। ভাগ্নি কি ভাগ্নির কন্যা যত নিম্নে হউক, ৭। ভাতিজী কি ভাতিজীর কন্যা যত নিম্নে হউক, ৯। ফুফু, ১০। খালা, ১১। স্ত্রীর কন্যা (যদি স্ত্রীর সহিত সঙ্গম হইয়া থাকে), ১২। শাশুড়ী, ১৩। পুত্রবধু কি পৌত্রবধূ যত নিম্নে হউক, ১৪। দুধ-মা, ভগ্নি নানি, দাদি ইত্যাদি এবং যে স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করা হইয়াছে তাহার কন্যা, মা, নানি, দাদি ইত্যাদিকে বিবাহ করা হারাম।

এদ্দত—নিয়মিত কালকে এদ্দত বলে অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাক দিলে অথবা কোন কারণ বশতঃ বিবাহ ভঙ্গ হইলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোকের যে সময় পর্য্যন্ত অন্য বিবাহ দোরস্ত নহে, তাহাকে এদ্দত বলে। এদ্দতের কাল মধ্যে স্ত্রীলোকের অন্য বিবাহ করা হারাম, পুরুষের এদ্দত নাই।

স্ত্রীকে তালাক দিলে অথবা কোন কারণ বশতঃ বিবাহ ভঙ্গ হইলে তাহার এদ্দত ঐ সময়ের পর হইতে তিন হায়েজ পর্য্যন্ত কিন্তু নাবালিকা, বৃদ্ধা ও ঋতুবন্ধা স্ত্রীলোক হইলে তাহার এদ্দত তিন মাস দশ দিন।

কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু হইলে, তাহার এদ্দত ৪ মাস ১০ দিন। এইরূপ স্বামী অন্তিম সময় স্ত্রীকে তালাক দিলে তাহার এদ্দত ও ৪ মাস ১০ দিন, কিন্তু গর্ভবতী হইলে তাহার এদ্দত নেফাছের কাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত।

কোন স্ত্রীলোকের নাবালক স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পর গর্ভবতী হইলে, তাহার এদ্দত ৪ মাস ১০ দিন।

জুমার পহেলা খোতবা ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَعِيْنُهٗ
وَنَسْئَلُهُ الْكَرَامَةَ فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ قَدْ دَنَا
اَجَلِيْ وَاَجَلُكُمْ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ
لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ
بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّسِرَاجًا مُّنِيْرًا لِيُنْذِرَ مَنْ
كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
مُّبِيْنًا ٥ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا فَاِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِيْ لَا يَسْمَعُ
مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ فَاِذَا قَامَتِ
الصَّلٰوةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بِالْمَنَاكِبِ فَاِنَّ
اعْتِدَالَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ ○

তৎপরে ১৬৮ পৃষ্ঠার ছানী খোতবা পড়িতে হইবে।

বিস্মেল্লাহের রাহ্মানের্ রাহিম।

উচ্চারণ—আল্হামদো লিল্লাহে রাব্বেল্ আলামিন্ আহ্মাদোহু অ-আস্তাইনুহু অ-নাস্ আলুহুল্ কারামাতা ফিমা বায়াদাল্ মাওতে ফাইন্নাহু কাদ্ দানা আজালি অ-আজোলোকোম অ-আশ্হাদো আল্ লা-এলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারিকালাহু অ-আন্না মোহাম্মাদান আব্দোহু অ-রাসুলোহু। আর্ সালাহু বেল্হাক্কে বাশিরাও অ-নাজিরাও অ-সেরাজাম্ মোনিরা। লেইওনজেরা মান কানা হাই ইয়াও অ-ইয়াহাক্কোল্ কাওলা আলাল্ কাফেরিনা অ-মাই ইউতিহেল্লাহা অ-রাসুলাহু ফাকাদ্ রাশাদা অ-মাই ইয়াছেহেমা ফাকাদ্ দাল্লা দালালাম্ মোবিনা। এজা কামাল্ এমামো ইয়াখ তোবো ইয়াওমাল্ জোমোয়াতে ফাস্তামেয়ু লাহু অ-আন্‌ছেতু। ফাইন্না লেল্ মোন্‌ছেতেল্লাজি লা-ইয়াস্মাও মিনাল্হাজ্জে মেনলা মালেল্মোন্সেতেস্ সামেয়ে ফায়েজা কামাতেছ ছালাওয়াতো ফাদেলুছ ছাফুফা হাজুবেল্ মানাকেবে ফাইন্নায় তেদালছ ছাফুফে মেন্তামামেছ ছালাতে।

তৎপরে ১৭০ পৃষ্ঠার ছানী খোতবার উচ্চারণ পড়িতে হইবে।

ইদেল ফেতেরের পহেলা খোতবা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالثَّنَاءِ ۝ سُبْحَانَ
ذِي الْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْآلَاءِ ۝ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝ سُبْحَانَ
ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ ۝ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ
لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ ۝ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْقَوِيِّ الَّذِيْ
لَا فَنَاءَ لَهٗ ۝ سُبْحَانَ مَالِكِ الْمُلْكِ الَّذِيْ لَا زَوَالَ لَهٗ ۝
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ
الْحَمْدُ ۝ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْخَلَّاقِ الَّذِيْ خَلَقَ الْخَلْقَ
مِنَ الطِّيْنِ وَالْمَاءِ ۝ وَالْمُحْيِي مَنْ فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ
سُبْحَانَ مَنْ شَرَحَ صُدُوْرَ الصَّائِمِيْنَ بِاِشْرَاقِ اَنْوَارِ
الْمَعْرِفَةِ وَالْاِيْمَانِ ۝ وَنَوَّرَ قُلُوْبَ الْمُصَلِّيْنَ بِنُوْرِ
الْهِدَايَةِ وَالْعِرْفَانِ ۝ وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْعَابِدِيْنَ بِنَعْمَاءِ
الْجِنَانِ ۝ وَفَتَحَ عَلَى الصَّائِمِيْنَ اَبْوَابَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ
وَالرِّضْوَانِ ۝ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط سُبْحَانَ مَنْ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ فِيْ
اَشْرَفِ لَيْلَةٍ مِّنْ لَّيَالِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ ط وَجَعَلَ قِيَامَهَا خَيْرًا

مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مِّنَ الدُّهُوْرِ وَالْاَزْمَانِ ط وَاَرْسَلَ فِيْهَا
الْمَلَائِكَةَ بِتَبْلِيْغِ سَلَامَةٍ عَلٰى كَافَّةِ اَهْلِ الْحَقِّ وَالْاِيْمَانِ ط
غَفَرَ لَهُمْ بِكَمَالِ الْكَرَمِ وَالْاِحْسَانِ جَمِيْعَ الْكَبَائِرِ وَالْعِصْيَانِ ط
سُبْحَانَ مَنْ وَعَدَ لِلصَّائِمِيْنَ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ مِنْ بَابٍ
يُقَالُ لَهٗ رَيَّانُ ط وَشَرَّفَهُمْ بِاَنْوَاعِ نَعْمَاءِ الْجِنَانِ ط مِنَ
الْحُوْرِ وَالْقُصُوْرِ وَالْغِلْمَانِ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط وَنَشْهَدُ اَنْ
لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ فَرَضَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا
مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ
وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ
النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِّنْ بُرٍّ وَّقَمْحٍ
عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ
اُنْثٰى اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ ط وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ

اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهُ ط وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فِيْ كُلِّ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْ قَاعِدٍ يَّذْكُرُ اللّٰهَ فَاِذَا كَانَ
يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ يَا هَا بِهِمْ عِنْدَ مَلَائِكَتِهٖ
فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِيْ مَا جَزَاءُ اَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلَهٗ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهٗ
اَنْ يُّوَفّٰى اَجْرُهٗ قَالَ يَا مَلَائِكَتِىْ عَبِيْدِيْ وَاِمَائِىْ
قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَاءِ
وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّيْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ
لَاُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ
سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ ط قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ
الدَّهْرِ ط بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ط وَنَفَعَنَا
وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ط اِنَّهٗ تَعَالٰى جَوَّادٌ
كَرِيْمٌ مَّلِكٌ قُدُّوْسٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ الرَّحِيْمُ ○

তৎপরে ১৬৮ পৃষ্ঠার ছানী খোতবা পড়িতে হইবে।

বিস্‌মিল্লাহের রাহ্‌মানের্‌ রাহিম।

উচ্চারণ—আল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অ-আল্লাহো-আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর অ-লিল্লাহেল্‌ হাম্‌দ। ছোবহানা জিল এজ্জাতে অল আজ্‌মাতে অস্‌ সানায়ে। ছোবহানা জিল হারবাতে অল কোদরাতে ওল আলায়ে আল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর অলিল্লাহেল হামদ। ছোবহানা জিল মোলকে অল মালাকুতে। ছোবহানাল মালেকেল হাইয়েল্লাজি লা-ইয়ানামো অলাইয়ামুতো। ছোবহানাল কাদেরেল কাবিয়েল্লাজি লা ফানা আলাহু। ছোবাহানাল্‌ মালেকেল্‌ মোল্‌কেল্লাজি লা-জাওয়ালালাহু। আল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর অলিল্লাহেল হামদ। ছোবহানাল খালেকেল খাল্লাকেল্লাজি খালাকাল খাল্‌কা মেনাত্তিনে অল মায়ে। অল মোহইয়ে মান ফিল আরদে অস সামায়ে ছোবাহানা মানসারাহা ছোদুরাচ্ছায়েমিনা বেএশরাকেল আনওয়ারেল মারেফাতে অল ইমান। অন্নাওয়ারা কোলুবাল্‌ মোছাল্লিনা বেনু রেল্‌ হেদাইয়াতে অল এরফান। অবাস্বারাল মোমেনিনাল আবেদিনা বেনামায়েল্‌ জেনান। অ ফাত্তাহা আলাচ্ছায়েমিনা আবওয়াবাল্‌ বারাকাতে অররাহমাতে অররেদওয়ান, আল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আকবর লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আকবর আল্লাহো আক্‌বর অলিল্লাহেল হামদ। ছোবহানা মান আন জালাল ফোরকানা ফি আশরাফে লায়লাতেম মেনলাইয়ালি শাহরে রামজান। অ জায়ালা কেইয়ামাহা খায়রাম মেন আল্‌ফে শাহরেম মেনাদ্দহুরে অল আজমান। অ আরছালা ফিহাল মালায়েকাত্তা বেত্তাবলিগে ছালামাতে আলা কাফ্‌ফাতে আহলেল্‌ হাক্কে অল ইকান; গাফারালাহোম বেকামালেল কারামে অল এহছান জামিয়েল কাবায়েরে অল এছইয়ান। ছোবহানা মান অ আদালেচ্ছায়েমিনা বে দোখুলেল্‌

জান্নাতে মেম বাবেঁই ইয়াকালোলাহু রাইইয়ান। অ শার্বা কাহোম বে আনওয়ায়ে নীমায়েল জেনান। মেনাল গুরে অল কছুরে অল গেলমান। আল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর অ লিল্লাহেল হামদ। অনাসহাদো আল লা-এলাহা এল্লাল্লাহো অহদাহু লাশারিকা লাহু অ নাশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু অ রাছুলোহু। আম্মা বাদো ফাকাদ কা-লাবনো ওমারা ফারাজা রাছুলোল্লাহে ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ ছাল্লামা জাকাতাল ফেতরে ছায়া মেন তামায়েন আওছায়া মেন্ শাইরেন আলাল আবদে-অল হোজ্জাজ জাকারে অল্ ওনছা অচ্ছাগিরে অল্ কাবিরে মেনাল মোছলেমিনা অ আমারা বেহা আন তোয়াদ্দা কাবলা খোরুজেন্নাছে এলাচ্ছালাতে অ কালা আব্‌দোল্লাহেবনো ছায়ালাবাতা কালা রাছুলোল্লাহে ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ ছাল্লামা ছায়োম মেম বোরে'ও অ কোমহেন আনকুল্লে ছানায়নে ছাগিরেন আওকাবিরেন হোরে'ন আও আবদেন জাকারেন আও ওনছা আম্মা গানিওকোম ফাইওজাক্কিহেল্লাহো। অ আম্মা ফাকিরোকোম ফাইওরাদ্দো আলায়হে আকছারো মেম্মা আতাহা। অ কালা রাছুলোল্লাহে ছাল্লাল্লাহো আলায়হে আছাল্লামা এজা কানা লায়লাতোল কাদরে নাজালা জিবরিলো ফি কুল্লে কাবকাবাতেম মেনাল্ মালায়েকাতে ইওছাল্লুনা আলা কুল্লে আবদেন কায়েমেন আও কায়েদিই ইয়াজ কোরোল্লাহা ফাএজা কানা ইয়াওমো ঈদেহেম ইয়ানি ইয়াওমা ফাতেরেহেম ইয়াহা বেহেম এনদা মালায়েকাতেহি। ফাকালা ইয়া মালায়েকাতি মা জাজাও আজিরেন ওফ্‌কা আমালাহু কালু রাব্বানা জাজাওহু আইওফফা আজরহু কালা ইয়া মালায়েকাতি আবিদী অ এমালী কাদাও ফারিদাতি আলায়হেম ছুম্মা খারাজু ইয়া ওজ্জুনা এলাদ্দোয়ায়ে ওয়া এজ্জাতি ওয়া জালালি ওয়া কারামি ওয়া ওলোবি ওয়া আর তেফায়ে মাকানি লাওজিবান্নাহুম ফাইন্নাকুলোরজেউ কাকাদ গাফারতো লাকোম ওয়া বাদ্দালতো

ছাইয়াতে কোম হাছানাতেন। কালা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ ছাল্লামা মান ছায়ামা রামজানা ছুম্মা আতবাহু ছেত্তাম মেন সওয়ালেন কানা কাছেইয়ামেদ্দাহরে। বারাকাল্লাহোলানা অলাকুম ফিল কোরআনেল্ আজিম অনাফায়ানা অইয়াকুম বেল আয়াতে ওয়াজ্জেকরেল হাকিম ইন্নাহু তায়ালা জাওয়া দোন কারিমোম মালেকোন কাদিমোন্ বাররোর রাউফর রহিম।

এইখানে ১৭০ পৃষ্ঠার ছানী খোতবার উচ্চারণ পড়িতে হইবে।

ইদোজ্জোহার খোতবা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٥ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّيْنَ فِى اللَّيَالِى وَالْاَيَّامِ وَبَشَّرَ الطَّوَّافِيْنَ حَوْلَهَا بِالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ وَالْحُوْرِ الْمَقْصُوْرَاتِ فِي الْخِيَامِ ط وَعَدَكُمُ النَّجَاةَ فِي الْعَرَصَاتِ يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٥ سُبْحَانَ مَنْ وَصَفَ الْكَعْبَةَ بِهٰذَا الْكَلَامِ ط اِنَّ اَوَّلَ

بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا ذا الآيات والأعلام ط
وهيج اشتياق لقائه في قلوب عباده الكرام ط حتى
تركوا الأوطان في كل عام ط ويمشون راجلين
وراكبين مع الشوق التمام ط ملبين ومكبرين
اقتداء بسنة ابراهيم عليه السلام ط الله اكبر الله
اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله
الحمد ط سبحان من جعل الحج ركنا من اركان
الإسلام ط والركن اليماني ملتزم اهل الإحرام ط
وجبل الرحمة مصعدا للواقفين الكرام ○ الله اكبر
الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله
الحمد ○ الحمد لله الذي انزل القرآن ضياء مبينا
وجعل اتباعه دينا رزينا ط وذكر الشهور الأفاضل في
كتابه ط الحج اشهر معلومات ط وهي شوال
وذو القعدة وعشر ذي الحجة ط واشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ط
صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته

وَاَتْبَاعِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِعْلَمُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظَّمَهُ
اللهُ تَعَالٰى فِيْ الْاِسْلَامِ وَنَشَرَ عَلٰى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ
خَيْرَهُ وَبَرَكَتَهُ فِى هٰذِهِ الْاَيَّامِ ثُمَّ فِيْهِ ابْتَلٰى اللهُ نَبِيَّهُ اِبْرَاهِيْمَ
بِذَبْحِ ابْنِهٖ اِسْمٰعِيْلَ وَقَدْ قِيْلَ اِسْحٰقَ وَاَيُّهُمَا كَانَ فَهُوَ عِنْدَ
اللهِ عَظِيْمٌ حِيْنَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِيْ الْمَنَامِ اَنِّيْ
اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ط فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِيْنِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَارْتَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ
بِالتَّضَرُّعِ وَالْاِسْتِهَالِ وَصَاحَ كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْعَرْشِ اِلٰى
الثَّرٰى وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ اِنَّكَ اتَّخَذْتَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا
وَنَادَيْنَا ط اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ط اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ وَفَدَيْنَاهُ
بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ط قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ
وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا ط وَقَالَ اذْبَحُوْا ضَحَايَاكُمْ
مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِيْدِ وَسَمُّوْا ضَحَايَاكُمْ ط قَالَ عَلِيٌّ

أَمَرَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُضَحِّي بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ
وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ وَأَنْ تُقَسِّمُوا لُحُوْمَهَا
وَجُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِيْنِ وَلَا أُعْطِي فِيْ جَزَارِ
تِهَا شَيْأً ۝ قَالَ جَابِرُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ
عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ اغْتَنِمُوْا حَيٰوتَكُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا وَلَا
تَكُوْنُوْا مَحْرُوْمِيْنَ عَنْ زِيَارَتِ بَيْتِ اللهِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ
سَبِيْلًا ط قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ
اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ
جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ ط اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْحَسُوْدِ هٰذَا
بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهِ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ط اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ الْمَلِكِ
الْعَلَّامِ ط بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ
وَاَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ
اِنَّهُ تَعَالٰى مَلِكٌ كَرِيْمٌ جَوَّادٌ بَرٌّ رَّؤُفٌ رَّحِيْمٌ ۝

ইহার পর ১৬৮ পৃষ্ঠার ছানী খোতবা পড়িতে হইবে।

বিস্‌মেল্লাহের রাহ্‌মানের রাহিম।

উচ্চারণ—আল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর লা এলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর অ লিল্লাহেল হামদ।

ছোবহানা মান জায়ালাল কীবাতা কেবলাতাল লেল মোছাল্লিনা ফিল লায়ালী অল আইয়াম অবাম্বারাত তাওয়া ফিনা হাওলাহা-বেন্নায়ীমেল মোকিমে অল হুরেল মাকছুরাতে ফিল খেয়াম। ওয়াদা কোমন্নাজাতো ফিল আরছাতে ইয়াওমা ইয়াও খাজ্জো বেন্নাওয়াছি অল আকদাম। আল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর লাএলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর অ লিল্লাহেল হামদ। ছোবহানা মাও ওয়াছাফান কীনাতা বেহাজাল কালাম। ইন্না আওয়ালা বায় তেঁও অ দেয়া লেন্নাছেল লাজি বে বাক্কাতা মোবারাকান জাল আয়াতে অল আলাম। অ হাইয়াজাস তেইয়াকা লেকাএহি ফি কলুবে আবিদেহিল কেরাম। হাত্তা তারাকুল আওতানা ফি কুল্লে আম। ওয়া ইয়ামমুনা রাজেলিনা ওয়ারাকে-বিনা মায়াম্বাওকেত তামামে। মোলাব্বিনা ওয়া মোকাব্বেরিনা এক্তেদায়া বে ছোন্নাতে এবরাহিমা আলায় হেচ্ছালাম। আল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর লাএলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর অ লিল্লাহেল হামদ। ছোবহানা-মান জায়ালাল হাজ্জা রোকনাম মেন আরকানেল এছলাম, অররোকনাল ইয়ামানিয়া মোলতাজামা আহলেল এহরামে। অজাবালার রাহমাতে মাছয়াদ্দা লেল ওয়াকেইনাল কারামে। আল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর লাএলাহা ইল্লাল্লাহো অল্লাহো আকবর আল্লাহো আকবর অলিল্লাহেল হামদ। আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি আন জালা আলকোরআনা দিয়াআম মোবিনা ও অজায়ালাত তেবায়াহু দিনান রাজিনা। অজাকারাস শহুরাল আফাদেলা ফি কেতাবিহি। আলহাজ্জো আস হোরোম মালুমাত্তোন। অহিয়া সওয়ালোন অজুলকাদাতে অ-আশরো জেল হেজ্জাতে। অ আসহাদো আন লাএলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লাশারিকালাহু অনাস হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু অ রাছুলোহু। ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ আলা আলেহি অ আছহা বেহি অ আজওয়াজেহি অ জোরে-ইয়াতেহি অ

আতবায়েহি আজমাইন। ইয়া আইওহান্নাছো এয়লামু হাদা ইয়াওমোন আজ্জামাহুল্লাহো তাঁলা ফিল এছলামে অ নাশারা আঁলা এবাদেহেল মোমেনিন, খায়রন্ অবারাকাতাহু ফি হাজেহেল আইয়াম ইয়াওমেন ফিহেব তালালাল্লাহো নাবিয়াহু এবরাহিমা বেজাব হেবনেহি এছমাইলা অকাদ কিলা এছহাকা অ আইয়োহোমা কানা ফাহুয়া এন্দাল্লাহে আঁজিমোন হিনা কালা ইয়া বোনাইইয়া ইন্নি আরাফিল মানাম ইন্নি আজ বাহোকা ফানজোর মাজা তারা। কালা ইয়া আবাতেফ্ আল মাতুমারো ছাতাজেদোনি এনসা আল্লাহো মেনাছ ছাবেরিন। ফালাম্মা আছলামা অ তাল্লাহু লেল জাবিনে এহতাজ্জাল আরশো অল কোরছিও অর তাঁদাতেল মালায়েকাতো বেত্তাছোরয়ে অল এছতেহালে অ ছাহা কুল্লো শাইয়েন মেনাল আরশে এলাছ ছারা অহোম ইয়া কুলুনা আল্লাহুম্মা ইন্নাত তাখাজতা এবরাহিমা খালিলা অ নাদায়না আঁইইয়া এবরাহিমো কাদ ছাদ্দাকতার রোইয়া ইন্না কাজালেকা নাজজিল মোহছেনিন। ইন্না হাজা লাহোয়াল বালাওল মোবিন অকাদায় নাহু বেজাবহেন আঁজিম। কালা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ ছাল্লামা মান কানা লাহু ছেয়াতোন অলাম ইওদরেহ ফালা ইয়াক রোবান্না মোছাল্লানা অ কালাজ বাহু দাহা ইয়াকোম মেমবাঁদে ছালাতেল ঈদে অ ছাম্মেল দাহাইয়াকোম। কালা আঁলিও আমারানি ছাল্লাল্লাহো আল্লায়হে অ ছাল্লামা ল তোদহি বেয়াওরা আ অলা মোকাবেলাতেন অলা মোদা বারাতেন অলা খারকায়া অলা শারকা-আ অ আন তোকছেমু লোহুমাহা অ জোলুদাহা অ জেলালাহা আঁলাল মাছাকিনে অলাউতিয়া ফি জাজারেআহা শায়আ। কালা জাবেরোল বাদানাতো আনছাবয়াতেল অন বাকারাতো আন ছাবয়াতেন এবাদাল্লাহে রাহেমা কোমল্লাহো এগ তা নেমু হায়াতাকোম ফি হাজেহেদ্দনিয়া অলা তাকুনু মাহরুমিনা মেন জেয়ারাতে বায়তেল্লাহে য়নেছ তাতাঁতোম ছাবিলা। কালা রাছুলোল্লাহে ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ ছাল্লামা আল ওমরাতো

এলাল ওমরাতে কাফফারা তোল লেমা বায়না হোমা অল হাজ্জোল মাবরুরো লায়ছালাহু জাজাওন এলাল জান্নাতো। আউজো বেল্লাহে মেনাস সায়তানেল হোছুদে হাজ্বা বালাগোল লেন্নাছে অলেইওন জারু বেহি অলে ইয়ালামু আন্নামাহুয়া এলাহু ওয়াহেদোন অলে ইয়াজ্জাক্কারা উলুল আল্‌বাব ইন্না আহছানাল কালামে কালামাল্লাহোল মোলকেল আল্লামে। বারাকাল্লাহো লানা অলাকুম অ তাকাব্বালাল্লাহো মেন্না অ মেনকোম অছ তাগ ফেরোল্লাহা লি অলাকোম অ লেছায়েরেল মোছলেমিনা ফাছতাগ ফেরুহো ইন্নাহুতালা মালেকুন কারিমোন জাওয়াদোন বারো'র রাউফর রাহিম।

এইখানে ১৭০ পৃষ্ঠার ছানী খোতবার উচ্চারণ পড়িতে হইবে।

খোতবা ছানী

بسم الله الرحمن الرحيم ○

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن
سيئات اعمالنا من يهدى الله فلا مضلل له ومن
يضلله فلا هادي له ط واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ط صلى
الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم ط اما بعد فقد قال
الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي ط

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ط قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ
اَبُوْ بَكْرٍ ط وَاَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ ط وَاَحْيَاهُمْ عُثْمَانُ
وَاَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ وَسَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنُ
وَالْحُسَيْنُ ع وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ
الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ ط اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا ط وَخَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ
يَلُوْنَهُمْ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ ط لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا
مِنْ بَعْدِيْ مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ
فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ اَلسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمَهٗ ط اَكْرَمَهُ
اللّٰهُ وَمَنْ اَهَانَهٗ اَهَانَهُ اللّٰهُ ط اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ
وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ o اَللّٰهُمَّ انْصُرْ
مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ
خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ ط عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَائِ ذِي

الْقُرْبٰى وَيَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ط وَاذْكُرُوْنِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِي وَلَا تَكْفُرُوْنِ ○

বিস্‌মেল্লাহের রাহমানের রাহিম

উচ্চারণ—আলহামদো লেল্লাহে নাহমাদহু অ নাছতায়িনহু অনাছতাগ ফেরোহু অনোমেনোবেহি ওনাতাওাককালো আলায়হে অ নাউজো বিল্লাহে মেন শরুরে আনফোছেনা অ মেন ছাইয়া আতে আমালেনা মাই ইয়াহাদি আল্লাহো ফালা মোদেল্লালাহু অমাই ইদলেলহু ফালা হাদিয়ালাহু অ আশহাদো আন লাএলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াহদাহু লাসারিকালাহু ওয়া আস হাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু ওয়া রাছুলোহু। ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ আলেহি অ আছহাবেহি অ ছাল্লামা। আম্মা বাদো ফাকাদ কালাল্লাহো তালা ইল্লাল্লাহা অমালায়েকাতাহু ইওছাল্লুনা আলান্নাবিয়ে, ইয়া আইও হাল্লাজিনা আমানু ছাল্লু আলায়হে অ ছাল্লেমু তাছলিমা। কালা রাছুলোল্লাহে ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ ছাল্লামা। আর হামো ওম্মাতি ইয়া ওম্মাতি আবুবাকারো অ আসাদ্দোহোম, ফি আমরেল্লাহে ওমারো অ আজুইয়াহোম ওছমানো অ আকদাহোম আলিও অ ছাইয়েদাস সাইয়াবে আহলেল জান্নাতেল হাছানো-অল হোছায়নো, অছাইয়ে দাতোন নেছায়ে আহলেল জান্নাতে ফাতেমাতো ছাইয়েদাতেন সোহাদায়ে হামজাতো। আল্লা হোম্মাগফের লেল আব্বাসে অ আলাদেহি মাগফেরাতান জাহেরাতান অ বাতেনাতোল ওস্তগাদেরো জানবা, অথায়রোল কোরুনে কারানি ছুম্মাল্লাজিনা ইয়ালু নাহোম আল্লাহা আল্লাহা ফি আছহাবি, লাতাত্তাখেজুহুম ফারাদা মেম বাদি মান আহাব্বাহোম ফাবেহোব্বি আহাববাহোম অমান বাগদাহোম

ফাবে বোগদি আবগাদাহোম অ ছোলতানো জেল্লোল্লাহে মান আকরামহু আকরামহুল্লাহো অমানা আহানাহু আহানাহুল্লাহো আল্লাহোম্মাগ ফেরলি অলেল মোমেনিনা অল মোমেনাত অল মোছলেমিনা অল মোছলেমাতেল আহইয়ায়ে মেন হোম অল আমওয়াত বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমিন। আল্লা হোম্মানি ছোরমান নাছারা দিনা মোহাম্মাদেও অজ আলনা মেনহুম ওয়াখ জোলমান্ খাজালা দিনা মোহাম্মাদেও অলা তাজ আলনা মেনহুম এবাদাল্লাহে, রাহেমা কোমল্লাহো, ইন্নাল্লাহা ইন্না মোরো বেল আদলে অল এহছান অ ইতায়েজেল কোরবা অ ইয়ানহা আনেল ফাহসায়ে অল মোনকারে অল বাগইয়ে ইয়ায়েজোকোম লায়াল্লাকুম তাজাককারুন অজকোরুনী আজ কোর কোম অস কোরুলী অলাতাক ফরুন।

মছায়েলে ইসলাম।

পবিত্র কোরআন্ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, জগতে একমাত্র ইসলামই আল্লার মনোনীত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের মধুর রসাস্বাদন যিনি না করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত মুসলমান নামের অযোগ্য। এই ধর্ম্মের সাহায্যেই মানুষ পারলৌকিক মুক্তি পাইয়া অনন্ত জীবন লাভ করিবে। এই নিমিত্ত ইসলামের বিধি ব্যবস্থা বা মছলা মছায়েল জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক মোসলমান নরনারীর প্রতি ফরজ। ইহাতে মছলা মছায়েলের বিষয় এত সহজ ও সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে যে অতি সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও বুঝিতে পারিবে। মছলা-গুলি প্রশ্ন ও উত্তরের সহিত লেখা হইয়াছে। ইমান হইতে আরম্ভ করিয়া পাক, নাপাক, ওজু, গোছল, নমাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, কোর্ব্বানি, মানত, আকিকা, জানাজা, ফরজ এবাদত, নফল-এবাদত, খাওয়া পরা, হালাল-হারাম চেনা, নেকা বিবাহ তালাক প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই পুস্তকখানি একবার আগাগোড়া পাঠ করিলে মছলা মছায়েলের সম্বন্ধে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।